

সূরা ১৭ ইসরা, মাক্কী

১৭ - سورة الإسراء، مَكِّيَّة

আয়াত ১১১, রুকু ১২

(آيَاتُهَا : ১১১, رُكُوعَاتُهَا : ১২)

## ‘সূরা ইসরা’ এর মর্যাদা

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা ইসরা (বানী ইসরাঈল), সূরা কাহফ এবং সূরা মারইয়াম সর্বপ্রথম, সর্বোত্তম এবং ফাযীলাতপূর্ণ সূরা। (ফাতহুল বারী ৮/৬৫৫)

আয়িশা (রাঃ) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও নফল সিয়াম এভাবে পর্যায়ক্রমে পালন করতেন যে, আমরা মনে মনে বলতাম, সম্ভবতঃ তিনি সিয়াম অবস্থায়ই কাটিয়ে দিবেন। আবার কখনও কখনও মোটেই সিয়াম পালন করতেননা। শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করতাম যে, সম্ভবতঃ তিনি সিয়াম পালন করবেনই না। তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, প্রতি রাতে তিনি সূরা ইসরা (বানী ইসরাঈল) ও সূরা যুমার পাঠ করতেন। (আহমাদ ৬/১৮৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু  
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১। পবিত্র ও মহিমাময় তিনি  
যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ  
করিয়েছিলেন মাসজিদুল  
হারাম হতে মাসজিদুল  
আকসায়, যার পরিবেশ আমি  
করেছিলাম বারাকাতময়,  
তাকে আমার নিদর্শন  
দেখানোর জন্য; তিনিই  
সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

۱. سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ  
بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا  
الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ  
آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

## আল্লাহর সাথে রাসূলের (সাঃ) কথোপকথন

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় সত্তার পবিত্রতা, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর মত ক্ষমতা কারও মধ্যে নেই।

الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

তিনি তাঁর বান্দা অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই রাতের একটি অংশে মাক্কা মুকাররামার মাসজিদ হতে বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, যা ইবরাহীমের (আঃ) যুগ হতে নাবীগণের (আঃ) কেন্দ্রস্থল ছিল। সমস্ত নাবীকে (আঃ) সেখানে একত্রিত করা হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে তাদেরকে সাথে নিয়ে সালাতের ইমামতি করেন। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, বড় ও অগ্রবর্তী নেতা তিনিই। আল্লাহর দুরুদ ও সালাম তাঁর উপর ও তাঁদের সবারই উপর বর্ষিত হোক। মহান আল্লাহ বলেন :

الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا

ফল-ফুল, ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি দ্বারা বারাকাতময় করে রেখেছি। আমার এই মর্যাদা সম্পন্ন নাবীকে আমার বড় বড় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করানোই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেগুলি তিনি ঐ রাতে দর্শন করেছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

সেতো তার রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। (সূরা নাজম, ৫৩, : ১৮)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মু‘মিন, কাফির, বিশ্বাসকারী

এবং অস্বীকারকারী সমস্ত বান্দার কথা শোনেন এবং দেখেন। প্রত্যেককে তিনি ওটাই দেন যার সে হকদার, দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও।

## মি‘রাজ সম্পর্কিত হাদীস

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার কাছে একটি সাদা প্রাণী ‘বুরাক’ নিয়ে আসা হয় যা গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট ছিল। ওটা ওর এক এক পদক্ষেপ এত দূরে রাখছিল যত দূর ওর দৃষ্টি যায়। আমি ওর উপর উঠে বসলাম

এবং ও আমাকে নিয়ে চললো। আমি বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গেলাম এবং ওকে দরজার ঐ শিকলের সাথে বেঁধে রাখলাম যেখানে নাবীগণ বাঁধতেন। তারপর আমি মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলাম। যখন সেখান থেকে বের হলাম তখন জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে একটি পাত্রে মদ এবং একটি পাত্রে দুধ নিয়ে এলেন। আমি দুধ পছন্দ করলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন : আপনি ফিত্রাত (প্রকৃতি) পছন্দ করেছেন। তারপর আমাকে প্রথম আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কে? উত্তরে বলা হল : জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন : আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন : আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল : তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন : হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।

এরপর আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কে? উত্তরে বলা হল : জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন : আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন : আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল : তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন : হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। দ্বিতীয় আকাশে আমি ইয়াহুইয়া (আঃ) ও ঈসাকে (আঃ) দেখতে পেলাম যারা একে অপরের খালাতো ভাই ছিলেন। তারা দু'জনও আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলেন।

তারপর আমাকে নিয়ে তৃতীয় আকাশে উঠে যান এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কে? উত্তরে বলা হল : জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন : আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন : আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল : তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন : হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। তৃতীয় আকাশে আমার সাক্ষাৎ হল ইউসুফের (আঃ) সাথে যাকে সমস্ত সৌন্দর্যের

অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছিল। তিনিও আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন।

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সাথে নিয়ে চতুর্থ আকাশে উঠে যান এবং ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কে? উত্তরে বলা হল : জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন : আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন : আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল : তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন : হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। তারপর চতুর্থ আকাশে ইদরীসের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গল কামনা করে দু'আ করলেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

### وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

এবং আমি তাকে দান করেছিলাম উচ্চ মর্যাদা। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৭)

তারপর পঞ্চম আকাশে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কে? উত্তরে বলা হল : জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন : আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন : আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল : তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন : হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল। পঞ্চম আকাশে সাক্ষাৎ হয় হারুণের (আঃ) সাথে। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন।

এরপর আমরা ষষ্ঠ আকাশে উঠি এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কে? উত্তরে বলা হল : জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন : আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন : আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল : তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন : হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল। ষষ্ঠ আকাশে মূসার (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন।

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশে গমন করেন এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কে? উত্তরে বলা হল :

জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন : আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন : আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল : তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন : হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল। সপ্তম আকাশে ইবরাহীমকে (আঃ) বাইতুল মা’মূরে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখতে পাই। বাইতুল মা’মূরে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাক/ফেরেশতা গমন করে থাকেন, কিন্তু একদিন যারা ওখানে যান তাদের পালা (rotation) কিয়ামাত পর্যন্ত আর আসবেনা। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানের পাতা ছিল হাতীর কানের সমান এবং ফল ছিল বৃহৎ মাটির পাত্রের মত। ওটাকে আল্লাহ তা‘আলার আদেশ ঢেকে রেখেছিল। ওর সৌন্দর্যের বর্ণনা কেহই দিতে পারেনা।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আমার উপর যে অহী নাযিল করার তা নাযিল করেন। এরপর আমার উম্মাতের উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফার্য করা হয়। সেখানে হতে নেমে আসার সময় মূসার (আঃ) সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন : আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে আপনার উম্মাতের জন্য কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন? আমি উত্তরে বললাম : দিন রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। মূসা (আঃ) বললেন : আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার ক্ষমতা রাখেনা, আপনার পূর্বে আমি বানী ইসরাঈলের লোকদেরকে দেখেছি যে তারা কেমন ছিল। সুতরাং আমি আমার রবের কাছে ফিরে যাই এবং বললাম : হে আমার রব! আমার উম্মাতের বোঝা কমিয়ে দিন, তারা এতটা পালন করতে পারবেনা। সুতরাং তিনি পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন : আপনাকে কি বলা হয়েছে? বললাম : আমার রব পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিয়েছেন। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন : আপনি আবার আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাতের বোঝা কমিয়ে আনুন। এভাবে আমি আল্লাহ তা‘আলা ও মূসার (আঃ) মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম এবং প্রতিবার পাঁচ ওয়াক্ত করে সালাতের ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হচ্ছিল। অবশেষে তিনি বললেন : ‘হে মুহাম্মাদ! দিনে-রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্য করা হল এবং প্রতিটি সালাতের জন্য দশ গুণ সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। সুতরাং এর মোট পরিমাণ পঞ্চাশই থাকল। যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করল, অথচ তা সে করলনা তাহলে একটি ভাল কাজের আমল তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যদি সে ওটা

বাস্তবায়িত করে তাহলে দশটি আমলের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু সে যদি ওটা না করে তাহলে তার আমলনায় কোন পাপ লিপিবদ্ধ করা হবেনা। পক্ষান্তরে সে যদি খারাপ কাজটি করেই ফেলে তাহলে তার আমলনামায় একটি পাপ লিপিবদ্ধ করা হবে।’ অতঃপর আমি নিচে নেমে আসি এবং মূসার (আঃ) সাথে দেখা হলে তাকে এসব কথা বলি। তিনি বললেন : আপনি আবার আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাতের বোঝা কমিয়ে আনুন। তারা কখনও এ আদেশ পালনে সক্ষম হবেনা। কিন্তু বার বার আল্লাহর কাছে আসা-যাওয়ার পর তাঁর কাছে আরও যেতে আমি লজ্জাবোধ করছিলাম। (আহমাদ ৩/১৪৮, মুসলিম ১/১৪৫)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মি‘রাজের রাতে উর্ধ্বাকাশে গমনের জন্য বুরাকের লাগাম এবং জিন বা গদী প্রস্তুত করে রাখা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ার হওয়ার সময় সে ছুটফুট করতে থাকে। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাকে বলেন : তুমি এটা কি করছ? আল্লাহর শপথ! তোমার উপর ইতোপূর্বে তাঁর চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কখনও সওয়ার হয়নি। এ কথা শুনে বুরাক সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে যায়। (তিরমিযী ৩১৩১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যখন আমাকে আমার মহামহিমাম্বিত রবের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এমন কতকগুলি লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের আমার নখ ছিল, যা দ্বারা তারা নিজেদের মুখমন্ডল ও বুক খোঁচাচ্ছিল। আমি জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলাম : এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন : এরা হচ্ছে ওরাই যারা লোকের গোশত ভক্ষণ করত (অর্থাৎ গীবত করত) এবং তাদের মর্যাদাহানী করত। (আহমাদ ৩/২২৪, আবু দাউদ ৪৮৭৮)

আনাস (রাঃ) হতে আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মি‘রাজের রাতে আমি মূসার (আঃ) কাবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তাঁকে ওখানে সালাতে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পাই। (আহমাদ ৩/১২০, মুসলিম ২৩৭৫)

## মি‘রাজ সম্পর্কে মালিক ইব্ন সা‘সা‘আহ (রাঃ) হতে আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) বর্ণনা

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, মালিক ইব্ন সা‘সা‘আহ (রাঃ) তাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মি‘রাজের

রাতের ভ্রমণের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুইয়েছিলেন (কা'বা ঘরের) 'হাতীম' নামক স্থানে। অন্য রিওয়াযাতে আছে যে, তিনি সাখরের উপর শুইয়েছিলেন। এমন সময় আগমনকারীরা আগমন করেন। তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলেন : তিনজনের মধ্যে যিনি মাঝখানে আছেন। অতঃপর আমি বলতে শুনলাম : 'গলার প্রান্ত থেকে নাতীর নিচ পর্যন্ত'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদয়টি (Heart) বাইরে নিয়ে আসেন এবং স্বর্ণ নির্মিত পাত্রে রেখে ধৌত করেন। ঐ পাত্রটি ছিল ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ। তিনি তা আবার আমার বুকের ভিতর ভরে দিলেন। অতঃপর একটি সাদা প্রাণী আমার সামনে উপস্থিত করা হল। ওটির আকৃতি খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড়।' আল-জারুদ জিজ্ঞেস করেন : ওটা কি বুরাক, হে আবু হামজাহ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। ওটা ওর এক এক পদক্ষেপ এত দূরে রাখছিল যত দূর ওর দৃষ্টি যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমি ওর উপর উঠে বসলাম এবং ও আমাকে নিয়ে চলল। আমাকে দুনিয়ার আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কে? তিনি বললেন : জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন : আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন : আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল : তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন : হ্যাঁ। বলা হল : তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করে আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। জিবরাঈল (আঃ) বললেন : ইনি আপনার পিতা আদম (আঃ), তাঁকে সম্ভাষণ জানান। সুতরাং আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনি সালামের জবাব দিলেন। এরপর তিনি বললেন : হে আমার উত্তম সন্তান এবং সৎ নাবী! তোমাকে স্বাগতম!

এরপর আমাকে পঞ্চম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কে? তিনি বললেন : জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন : আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন : আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল : তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন : হ্যাঁ। বলা হল : তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর

আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করার পর আমি হারুনকে (আঃ) দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন : ইনি হারুন (আঃ), তাঁকে স্বাদর সম্ভাষণ জানান। সুতরাং আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনিও সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন : আমার সৎ ভাই এবং সৎ নাবীকে অভিনন্দন!

অতঃপর আমাকে ষষ্ঠ আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কে? তিনি বললেন : জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন : আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন : আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় তারা জিজ্ঞেস করেন : তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন : হ্যাঁ। বলা হল : তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করার পর আমি মূসাকে (আঃ) দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন : ইনি মূসা (আঃ), তাঁকে সম্ভাষণ জানান। সুতরাং আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনিও সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন : আমার সৎ ভাই এবং সৎ নাবীকে স্বাগতম!

আমি সেখান হতে এগিয়ে গেলে তিনি কেঁদে ফেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন : এ জন্য যে, আমার পরে যে যুবককে নাবী করে পাঠানো হয়েছে তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের তুলনায় অধিক সংখ্যক জান্নাতে যাবে।

এরপর আমাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কে? তিনি বললেন : জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন : আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন : আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল : তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন : হ্যাঁ। বলা হল : তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করার পর আমি ইবরাহীমকে (আঃ) দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন : ইনি ইবরাহীম (আঃ), তাঁকে সম্ভাষণ জানান। সুতরাং আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনিও সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন : আমার সৎ সন্তান এবং সৎ নাবীকে অভিনন্দন!

অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানের এক একটি ফল যেন বৃহদাকার ডেকচির চেয়েও বড়। ওর গাছের পাতা হাতির কানের চেয়েও বৃহৎ। জিবরাঈল (আঃ) বললেন : ইহা সিদরাতুল মুনতাহা। ওর রয়েছে



চারটি নদী। দু'টি যাহির ও দু'টি বাতিন। আমি বললাম : হে জিবরাঈল (আঃ)! এই চারটি নাহর কি? তিনি উত্তরে বললেন : বাতিনী নাহর দু'টি হচ্ছে জান্নাতের নাহর এবং যাহিরী নাহর দু'টি হল নীল ও ফুরাত নদী। অতঃপর আমাকে বাইতুল মা'মূর' দেখানো হল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমাদের কাছে হাসান (রহঃ) বলেছেন, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মা'মূর' দেখেছেন। বাইতুল মা'মূরে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাক/ফেরেশতা গমন করে থাকেন, কিন্তু একদিন যারা ওখানে যান তাদের পালা (rotation) কিয়ামাত পর্যন্ত আর আসবেনা। অতঃপর তিনি আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটির বাকী অংশ বলতে থাকেন :

অতঃপর আমার সামনে মদ, দুধ ও মধুর পাত্র পেশ করা হল। আমি দুধের পাত্রটি পছন্দ করলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন : এটাই হচ্ছে 'ফিতরাত' (প্রকৃতি) যার উপর আপনি ও আপনার উম্মাত থাকবেন।

অতঃপর আমার ও আমার উম্মাতের উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফারয করা হয়। সেখান হতে নেমে আসার সময় মূসার (আঃ) সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আপনি আপনার উম্মাতের জন্য কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন? আমি উত্তরে বললাম : প্রতি দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। মূসা (আঃ) বললেন : আপনার উম্মাত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন। তাঁর এ কথা শুনে আমি ফিরে যাই এবং আল্লাহ তা'আলা তখন দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন : আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম : দৈনিক চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন : আপনার উম্মাত দৈনিক চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন : আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম : দৈনিক ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন : আপনার উম্মাত দৈনিক ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

তঁার এ কথা শুনে আমি ফিরে যাই এবং আল্লাহ তা'আলা দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেন। আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন : আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম : দৈনিক বিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন : আপনার উম্মাত দৈনিক বিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং তখন আরও দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন : আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম : দৈনিক দশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন : আপনার উম্মাত দৈনিক দশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার আদেশ করা হয়। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন : আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম : দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে

মূসা (আঃ) বললেন : আপনার উম্মাত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন। আমি বললাম : আমি আমার রাব্ব আল্লাহকে অনেকবার অনুরোধ করেছি। পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আমি ইহা গ্রহণ করেছি এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি। তখন একটি আওয়াজ এলো : জেনে রেখ, আমার কথার কোন পরিবর্তন নেই। আমি আমার বান্দার ভার লাঘব করেছি। (আহমাদ ৪/২০৮, ফাতহুল বারী ৬/৩৪৮, মুসলিম ১/১৫১)

## মি'রাজ সম্পর্কে আবু যার (রাঃ) হতে আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) বর্ণনা

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, আবু যার (রাঃ) মাঝে মাঝে আমাদেরকে বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার ঘরের ছাদ খুলে দেয়া হল। ঐ সময় আমি মাক্কায় ছিলাম। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন এবং যমযমের পানি দিয়ে তা ধৌত করলেন। এরপর তিনি একটি স্বর্ণের পাত্র নিয়ে এলেন যা ছিল ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ। তিনি তা আমার বুকের ভিতর ভরে দিলেন এবং ওকে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং প্রথম আকাশে গিয়ে পৌঁছলেন। জিবরাঈল (আঃ) ওর পাহারাদারকে দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কে? তিনি বললেন : জিবরাঈল। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন : আপনার সাথে কেহ আছেন কি? জবাবে তিনি বলেন : হ্যাঁ, আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয় : তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন : হ্যাঁ। দরজা খুলে দেয়ার পর দেখতে পেলাম যে, একটি লোক বসে রয়েছেন এবং তাঁর ডানে ও বামে বড় বড় দল রয়েছে। ডান দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে উঠছেন এবং বাম দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলছেন। তিনি বললেন : হে আমার উত্তম সন্তান এবং সৎ নাবী! তোমাকে অভিনন্দন! আমি জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলাম : ইনি কে? উত্তরে তিনি বললেন : ইনি হলেন আদম (আঃ), আর তাঁর ডান ও বাম দিকে যাদের দেখতে পাচ্ছেন তারা হল তাঁর বংশধর। ডান দিকেরগুলি জান্নাতী এবং বাম দিকেরগুলো

জাহান্নামী। তিনি যখন ডান দিকে তাকাচ্ছেন তখন তাদেরকে দেখে খুশী হচ্ছেন এবং যখন বাম দিকে তাকাচ্ছেন তখন ওদেরকে দেখে কাঁদছেন।

এরপর আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং আমরা ইবরাহীমকে (আঃ) অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন : সৎ নাবী এবং সৎ সন্তানকে অভিনন্দন! আমি জিজ্ঞেস করলাম : ইনি কে? তিনি বললেন : ইনি ইবরাহীম (আঃ)। যুহরী (রহঃ) বলেন, ইব্ন হাযম (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আবু হাব্বাহ আল আনসারী (রাঃ) মাঝে মাঝে বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বলতেন : অতঃপর আমাকে ঐ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে কলমের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

ইবন হাযম (রাঃ) এবং আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : অতঃপর আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফারয করেন। এই বার্তা নিয়ে সেখান হতে ফিরে আসার সময় মূসার (আঃ) সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন : আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে আপনি আপনার উম্মাতের জন্য কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন? আমি উত্তরে বললাম : পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। মূসা (আঃ) বললেন : আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত তা পালন করতে সক্ষম হবেনা। সুতরাং আমি ফিরে গেলাম এবং তিনি অর্ধেক সালাত কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম এবং বললাম : কমিয়ে অর্ধেক করা হয়েছে। তিনি (আঃ) বললেন : আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত তা পালন করতে সক্ষম হবেনা। সুতরাং আমি ফিরে গেলাম এবং আল্লাহ তা‘আলা আরও অর্ধেক কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলে তিনি বললেন : আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত তা পালন করতে সক্ষম হবেনা। সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং তখন আল্লাহ বলেন : উহা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, কিন্তু প্রতিদানের দিক থেকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান। জেনে রেখ, আমার কথার কোন পরিবর্তন নেই। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। তিনি (আঃ) বললেন : আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আমি বললাম : আমার রবের কাছে ফিরে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি।

অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল যা অপূর্ব বর্ণনার অতীত রংসমূহ দ্বারা অচ্ছাদিত ছিল। অতঃপর আমি জান্নাতে প্রবশ করলাম। ওর তাবুগুলি মনি-মুক্তার এবং ওর মাটি মিশ্কের।

এই পূর্ণ হাদীসটি সহীহ বুখারীর কিতাবুস সালাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা ইসরা এর তাফসীরেও ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম

(রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ১/৫৪৭, ৩/৫৭৬, ৬/৪৩১, মুসলিম ১/১৪৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (রহঃ) আবু যারকে (রাঃ) বলেন : আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতাম তাহলে কমপক্ষে তাঁকে একটি কথা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম। তখন আবু যার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : সেই কথাটি কি? তিনি উত্তরে বললেন : তিনি আল্লাহ তা‘আলাকে দেখেছিলেন কিনা এই কথাটি। এ কথা শুনে আবু যার (রাঃ) বলেন : এ কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন : আমি তাঁর নূর (আলো) দেখেছিলাম, তাঁকে আমি কিভাবে দেখতে পারি? (আহমাদ ৫/১৪৭)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (রহঃ) বলেন, আমি আবু যারকে (রাঃ) বললাম : আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতাম তাহলে তাঁকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতাম। আবু যার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : কি কথা জিজ্ঞেস করতে? তিনি উত্তরে বললেন : আপনি কি আপনার রাক্বকে (আল্লাহকে) দেখেছিলেন? তখন আবু যার (রাঃ) বলেন : এ কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন : আমি তার নূর (আলো) দেখেছিলাম। (মুসলিম ১/১৬১)

### মি‘রাজ সম্পর্কে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহর (রাঃ) বর্ণনা

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমি মি‘রাজের ঘটনাটি যখন জনগণের কাছে বর্ণনা করি এবং কুরাইশরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, ঐ সময় আমি হাতীমে দাঁড়িয়েছিলাম। আল্লাহ তা‘আলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার চোখের সামনে এনে দেখান এবং ওটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে দিলেন। এরপর তারা যে নিদর্শনগুলি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, সেগুলির উত্তর আমি সঠিকভাবে দিয়ে যাচ্ছিলাম। (আহমাদ ৩/৩৭৭, বুখারী ৪৭১০, মুসলিম ১৭০)

ইব্ন শিহাব (রহঃ) আবু সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : কুরাইশ কাফিরদের কিছু লোক আবু বাকরের (রাঃ) নিকট গমন করে এবং বলে : তুমি কি শুনেছ, আজ তোমার সাথী (নাবী সঃ) কি এক বিস্ময়কর কথা বলছে! সে দাবী করছে যে, সে নাকি এক রাতেই বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছে এবং আবার মাক্কায় ফিরে এসেছে! এ কথা শুনে আবু বাকর (রাঃ) বললেন : তিনি কি এ কথা বলেছেন? তারা বলল : হ্যাঁ। তখন আবু বাকর (রাঃ) বললেন : তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি যদি বলে থাকেন তাহলে সত্য বলেছেন।

তারা তখন বলল : তাহলে তুমি কি এটাও বিশ্বাস করছ যে, সে রাতে বের হল এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই সিরিয়া গিয়ে আবার মাক্কায় ফিরে এসেছে? উত্তরে তিনি বললেন : এর চেয়েও আরও বড় ব্যাপার আমি এর বহু পূর্ব হতেই বিশ্বাস করছি। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর কাছে আকাশ হতে অহী পৌঁছে। আবু সালামাহ (রাঃ) বলেন যে, ঐ সময় থেকেই তাঁর উপাধি হয় সিদ্দীক (সত্যিকারের বিশ্বাসী)। (দালায়িলুল নুবুওয়াহ ২/৩৫৯)

### মি'রাজ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজের রাতে যখন জান্নাতে পৌঁছেন তখন এক দিক হতে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন : হে জিবরাঈল (আঃ)! ইহা কি? জিবরাঈল (আঃ) বলেন : ইনি হচ্ছেন মুআয্বিন বিলাল (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ হতে ফিরে এসে বলেন : বিলাল তুমি মুক্তি পেয়ে গেছ! আমি এরূপ এরূপ দেখেছি।

তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, মূসার (আঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। মূসা (আঃ) বললেন : উম্মী নাবীর আগমন শুভ হোক। মূসা (আঃ) ছিলেন গোধূম বর্ণের দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট লোক। তাঁর মাথার চুল ছিল কান পর্যন্ত অথবা কান হতে কিছুটা উপরে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ইনি কে হে জিবরাঈল? উত্তরে জিবরাঈল (আঃ) বললেন : ইনি হচ্ছেন মূসা (আঃ)। অতঃপর যেতে যেতে এক স্থানে অতি মর্যাদা সম্পন্ন এক বয়স্ক ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। আমরা তাকে অভ্যর্থনা জানালাম এবং সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে জিবরাঈল! ইনি কে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন : ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম! অতঃপর জাহান্নাম পরিদর্শনের সময় তিনি কতকগুলি লোককে দেখতে পান যারা পচা মৃতদেহ ভক্ষণ করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে জিবরাঈল (আঃ)! এরা কারা? জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেন : এরা তারা যারা লোকদের মাংস ভক্ষণ করত অর্থাৎ গীবত করত। সেখানেই তিনি একটি লোককে দেখতে পেলেন যে দেখতে আগুনের মত লাল ছিল এবং চোখ ছিল বাকা ও টেরা। তিনি প্রশ্ন করলেন : এ কে? উত্তরে জিবরাঈল (আঃ) বললেন : এ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে সালিহর (আঃ) উষ্ট্রিকে হত্যা করেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদুল আকসায় ফিরে এসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং অন্যান্য নাবীগণও তাঁর সাথে সালাত আদায় করেন। সালাত আদায় করা শেষে তাঁর দুই হাতে দু'টি বাটি দেয়া হয়। ওর একটিতে ছিল দুধ এবং অপরটিতে ছিল

মধু। তিনি দুধের বাটি থেকে পান করেন। যে বাটি বহন করে নিয়ে এসেছিল সে বলল : আপনি ফিতরাতকে পছন্দ করেছেন। (আহমাদ ১/২৫৭) এ হাদীসটির বর্ণনাও সহীহ, তবে তারা (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে একই রাতে মাক্কায় পৌঁছে দেন এবং এই খবর তিনি জনগণের মধ্যে প্রচার করেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনগুলি বলে দেন, তাদের যাত্রীদলের খবর প্রদান করেন তখন কতকগুলি লোক বলল : ‘এ সব কথায় আমরা তাঁকে সত্যবাদী মনে করিনি’। এ কথা বলে তারা ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে গিয়ে মুর্তাদ হয়ে যায়। এরা সবাই আবু জাহলের সাথে ধ্বংস হয়। আবু জাহল বলেছিল : মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাক্কুম গাছের ভয় দেখাচ্ছে, কিছু খেজুর এবং মাখন নিয়ে এসো। ওগুলি মিশিয়ে আমরা যাক্কুম গলধঃকরণ করি! ঐ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালকে তার প্রকৃত রূপে দেখেছিলেন। সেটা ছিল চোখের দেখা, স্বপ্নের মধ্যে দেখা নয়। সেখানে তিনি ঈসা (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ইবরাহীমকেও (আঃ) দেখেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাজ্জালের বিবরণ জানতে চাইলে তিনি বলেন : আমি তাকে বিশাল দেহী লম্বা ফর্সা রংয়ের দেখতে পেয়েছি। তার একটি চোখ এমনভাবে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন একটি অতি উজ্জ্বল তারকা এবং চুল যেন কোন গাছের ঘন শাখা। আমি ঈসাকে (আঃ) দেখেছি। তাঁর রং সাদা, চুলগুলি কৌকড়ানো এবং দেহ মধ্যমাকৃতির। আমি মূসাকে (আঃ) দেখেছি গোধূম বর্ণের, ঘন চুল এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। আমি ইবরাহীমকে (আঃ) দেখেছি যিনি হুবহু আমারই মত। জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে সালাম দিতে বলেন। সুতরাং আমি তাঁকে অভিনন্দন জানালাম এবং সালাম দিলাম। (আহমাদ ১/৩৮৪, নাসাঈ ১১৪৮৪)

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) আবুল আলিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আমাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন : মিরাজের রাতে আমি মূসা ইব্ন ইমরানকে (আঃ) দেখেছি। তিনি লম্বা, কোকরানো চুল বিশিষ্ট, দেখতে মনে হয় যেন শানু‘আহ গোত্রের লোক। আমি ঈসা ইব্ন মারইয়ামকেও (আঃ) দেখেছি। তিনি দেখতে সাদা গৌর বর্ণের এবং মাথার চুলগুলি সোজা।

একটি রিওয়াযাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহান্নামের দারোগা মালিককেও দেখেছিলেন এবং দাজ্জালকেও, ঐ নিদর্শনাবলীসহ যেগুলি আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে দেখিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর চাচাতো ভাই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন :

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ

অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করনা। (সূরা সাজদাহ, ৩২ : ২৩) কাতাদাহ (রহঃ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মূসার (আঃ) যে সাক্ষাত হয়েছে তা‘ই বলা হয়েছে। যেমন এর পরের আয়াতাংশেই বলা হয়েছে :

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ

আমি তাকে বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করেছিলাম। (সূরা সাজদাহ, ৩২ : ২৩) অর্থাৎ বানী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে (আঃ) দিক নির্দেশনাসহ পাঠিয়েছিলেন। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৮৬) ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ উক্তিটি তার সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনাও পেশ করেছেন। (বুখারী ৩২৩৯, মুসলিম ১৬৫)

অন্য একটি রিওয়াযাতে আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মি‘রাজের রাতের পর সকালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, জনগণের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। সুতরাং তিনি দুঃখিত মনে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে এক প্রান্তে বসে পড়লেন। ঐ সময় আল্লাহর শত্রু আবু জাহল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁকে দেখে সে তাঁর পাশেই বসে পড়ল এবং উপহাস করে বলল : নতুন কোন খবর আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : হ্যাঁ আছে। আবু জাহল তা জানতে চাইল। তিনি বললেন : আজ রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে। সে প্রশ্ন করল : কোথায়? তিনি বললেন : বাইতুল মুকাদ্দাস। সে জিজ্ঞেস করল : আবার এখন এখানে আমাদের মাঝে বিদ্যমানও রয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। তখন ঐ কষ্টদায়ক ব্যক্তি মনে মনে বলল : এখনই একে মিথ্যাবাদী বলে দেয়া ঠিক হবেনা। তাহলে হয়ত জনসমাবেশে, সে যে এ কথা বলেছে তা স্বীকারই করবেনা। তাই সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল : আমি যদি



জনগণকে একত্রিত করি তাহলে তুমি সবার সামনেও কি এ কথাই বলবে? জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ অবশ্যই। তৎক্ষণাৎ আবু জাহল উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলল : হে বানু কা'ব ইব্ন লু'আই! তোমরা এসে পড়। সবাই তখন দৌড়ে এসে তার পাশে বসে পড়ল। ঐ অভিশপ্ত ব্যক্তি (আবু জাহল) তখন তাকে বলল : এখন তুমি ঐ কথা বর্ণনা কর যে কথা আমার কাছে বর্ণনা করছিলে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে বলতে শুরু করেন : গত রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে। সবাই জিজ্ঞেস করল : কোথায়? উত্তরে তিনি বললেন : বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। জনগণ প্রশ্ন করল : এখন আবার আমাদের মধ্যেই বিদ্যমানও রয়েছে? তিনি জবাব দিলেন : হ্যাঁ। তারা এ কথা শুনে কেহ হাত তালি দিতে শুরু করল, কেহবা অতি বিস্ময়ের সাথে নিজের মাথার উপর হাত রেখে বসে পড়ল এবং তারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে সবাই একমত হয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করল। তারা তাঁকে বলল : আচ্ছা, আমরা তোমাকে তথাকার কতকগুলি অবস্থা ও নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছি, তুমি উত্তর দিতে পারবে কি? তাদের মধ্যে এমন কতকগুলি লোকও ছিল যারা বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছিল এবং সেখানকার অলিগলি সম্পর্কে ছিল পূর্ণ ওয়াকিফহাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা আমাকে মাসজিদটি সম্পর্কে এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম প্রশ্ন করেছিল যেগুলি আমাকে কিছুটা হতভম্ব করে ফেলেছিল। তৎক্ষণাৎ মাসজিদটিকে আমার সামনে আকীলের বাড়ির পাশে বা আকালের বাড়ীর পাশে এনে দেয়া হয়। তখন আমি দেখছিলাম এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম। এটা এ কারণেই যে, মাসজিদের কতকগুলি সিফাত বা বিশেষত্ব আমার স্মরণ ছিলনা। তাঁর এই নিদর্শনগুলির বর্ণনার পর সবাই সমস্বরে বলছিল : তিনি খুঁটিনাটি ও সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! তিনি একটি কথাও ভুল বলেননি। (আহমাদ ১/৩০৯, নাসাঈ ১১২৮৫, দালায়িলুন নুরুওয়াহ ২/৩৬৩)

### মি'রাজ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মি'রাজ করানো হয় তখন তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন যা সপ্তম আকাশে রয়েছে। যে জিনিস উপরে উঠে তা এখান পর্যন্ত পৌঁছে, তারপর এখান থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। আর যে জিনিস অবতরণ করে তা এখান পর্যন্ত অবতরিত হয় এবং তারপর এখান থেকে গ্রহণ করা হয়।

## إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ

যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। (সূরা নাজম, ৫৩ : ১৬)

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, ঐ সিদরাতুল মুনতাহা সোনার ফড়িংয়ে ছেয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পাঁচ ওয়াক্তের সালাত এবং সূরা বাকারাহর শেষের আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং এটাও দেয়া হয় যে, তার উম্মাতের মধ্যে যারা শিরক করবেনা তাদের বড় পাপও (কাবীরা গুনাহও) ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ হাদীসটি ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থেও এই রিওয়ায়াতটি ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে মি‘রাজের সুদীর্ঘ হাদীস রূপে বর্ণিত আছে

### মি‘রাজ সম্পর্কে আবু হুরাইরাহর (রাঃ) বর্ণনা

ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের সহীহ গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মি‘রাজের রাতে মূসার (আঃ) সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তাঁর সম্পর্কে আমার মনে পরে যে, তাঁর চুল ছিল কোকড়ানো এবং দেখতে মনে হচ্ছিল শানু‘আহ গোত্রের লোক। ইসার (আঃ) সাথেও আমার সাক্ষাত হয়। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির গৌর বর্ণের, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি এখনই গোসল করে এসেছেন। আমার সাথে ইবরাহীমেরও (আঃ) সাক্ষাত ঘটে। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আমিই সেই ব্যক্তি যাঁর সাথে তাঁর চেহারার মিল রয়েছে। আমার জন্য দু’টি পাত্রের একটিতে দুধ এবং অপরটিতে মদ নিয়ে আসা হল এবং বলা হল : আপনার যেটি খুশি তা গ্রহণ করুন। আমি দুধের পাত্রটিই গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। আমাকে বলা হল : আপনি ফিতরাতকে পছন্দ করেছেন, অথবা বলা হল আপনি ফিতরাত দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। আপনি যদি মদ পছন্দ করতেন তাহলে আপনার উম্মাত ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। (ফাতহুল বারী ৬/৪৯৩, মুসলিম ১/১৫৪)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকেই ইমাম মুসলিম (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার মনে পড়ে যে, আমি তখন কা‘বার হিজরে উপস্থিত ছিলাম। কাফির কুরাইশরা মি‘রাজ সম্পর্কে আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল। তারা আমার কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে জানতে চাইল। ঐ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলামনা। ফলে

আমাকে এমন চিন্তায় পেয়ে বসল যা আগে আমি কখনও অনুভব করিনি। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার দৃষ্টির সামনে তুলে ধরা হল। এরপর তারা যে প্রশ্নই করছিল, আমি তার জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম। নাবীদের সমাবেশে যাঁরা একত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের ব্যাপারে আমার মনে আছে। মূসা (আঃ) সালাত আদায় করছিলেন। তাঁর ছিল কোকড়ানো চুল, তাঁকে মনে হচ্ছিল তিনি যেন শানু'আহ গোত্রের লোক। আমি ঈসা ইব্ন মারইয়ামকেও (আঃ) সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি দেখতে অনেকটা উরওয়াহ ইব্ন মাসউদ আশ শাকাফীর মত। সালাত আদায় করা অবস্থায় আমি ইবরাহীমকেও (আঃ) দেখেছি। তিনি দেখতে তোমাদের এই সাথীর (রাসূল সাঃ) মত। অতঃপর সালাতের সময় হওয়ায় আমার ইমামতিতে তাঁদেরকে সাথে নিয়ে আমি সালাত আদায় করি। সালাত আদায় করা শেষে আমি একটি আওয়াজ শুনতে পাই : হে মুহাম্মাদ! এই যে মালিক, জাহান্নামের রক্ষক! সুতরাং আমি ফিরে তাকালাম এবং তিনি আমাকে প্রথম সম্ভাষণ জানালেন। (মুসলিম ১/১৫৬)

### কখন মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল

যুহরীর (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী মি'রাজের এই ঘটনাটি হিজরাতের এক বছর পূর্বে ঘটেছিল। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৫৫) উরওয়াহও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৫৪) সুদী (রহঃ) বলেন, ইহা ছিল হিজরাত করার ১৬ মাস পূর্বের ঘটনা। (কুরতুবী ১০/২১০)

এটাই সত্য ঘটনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নের অবস্থায় নয়, বরং জাগ্রত অবস্থায় মাক্কা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। ঐ সময় তিনি বুরাকের উপর সওয়ার ছিলেন। মাসজিদে কুদুসের দরজার পাশে তিনি বুরাকটিকে বাধেন এবং ভিতরে গিয়ে দু' রাকআত 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' সালাত আদায় করেন। তারপর মি'রাজের বাহন আনা হয়, যা ছিল মইয়ের মত, যাতে পদক্ষেপ দিয়ে উঠতে হয়। ওতে করে তাঁকে প্রথম আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে তাঁকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। প্রত্যেক আসমানে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বাসিন্দাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। নাবীদের শ্রেণী মোতাবেক বিভিন্ন আকাশে তাঁদের অবস্থান রয়েছে। তিনি নাবীদের সাথে সালামের আদান প্রদান করেন। ষষ্ঠ আকাশে মূসা কালীমুল্লাহর (আঃ) সাথে এবং সপ্তম আকাশে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁদের সাথে কথা বলেন। তিনি ভাগ্য লিখনের কলমের শব্দ শুনতে পান, যে কলমের মাধ্যমে কি ঘটবে তা লিখা হয়। তিনি সিদরাতুল

মুনতাহা দেখেন যেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ছেয়েছিল। সোনার ফড়িং এবং বিভিন্ন প্রকারের রং তা আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। মালাইকা চারিদিক থেকে ওটিকে পরিবেষ্টন করেছিলেন। সেখানে তিনি জিবরাঈলকে (আঃ) তার আসল রূপে দেখতে পান যার ছ'শ'টি ডানা ছিল। সেখানে তিনি সবুজ রংয়ের 'আচ্ছাদন' দেখেছিলেন যা আকাশের প্রান্তসমূহকে ঢেকে রেখেছিল। তিনি বাইতুল মা'মুরের যিয়ারাত করেন যাতে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ), যিনি দুনিয়ায় কা'বা ঘর তৈরী করেছিলেন, হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাইকা আল্লাহর ইবাদাতের জন্য প্রবেশ করেন। কিন্তু একদিন যে দল প্রবেশ করেন, কিয়ামাত পর্যন্ত আর তাদের সেখানে যাওয়ার পালা (Rotation) আসেনা। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেন। পরম করুণাময় আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত বাধ্যতামূলক (ফারয) করেন এবং পরে তা কমাতে কমাতে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত রেখে দেন। ইহা ছিল তাঁর বান্দা/বান্দীদের প্রতি বিশেষ রাহমাত। এর দ্বারা সালাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফাযীলাত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং সমস্ত নাবীগণও (আঃ) তাঁর সাথে অবতরণ করেন। সালাতের সময় হলে সেখানে তিনি তাঁদের সকলকে নিয়ে তাঁর ইমামতিতে সালাত আদায় করেন। সম্ভবতঃ ওটা ছিল ঐ দিনের ফাজরের সালাত। কোন কোন বিজ্ঞজনের উক্তি এই যে, তিনি নাবীগণের ইমামতি করেছিলেন আসমানে। কিন্তু বিগুদ্ব রিওয়ায়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, এটা বাইতুল মুকাদ্দাসের ঘটনা। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, উর্ধ্বাকাশে যাওয়ার পথে তিনি এ সালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু এরই বেশি সম্ভাবনা যে, ফিরার পথে তিনি ইমামতি করেছিলেন। এর একটি দলীলতো এই যে, আসমানসমূহের নাবীগণের সাথে যখন তাঁর সাক্ষাৎ হয় তখন প্রত্যেকের সম্পর্কেই জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেন : ইনি কে এবং জিবরাঈল (আঃ) তাঁদের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছিলেন। যদি আগমনের পথে বাইতুল মুকাদ্দাসেই তিনি তাদের ইমামতি করতেন তাহলে পরে তাদের সম্পর্কে এই জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন ছিল কি? দ্বিতীয় দলীল এই যে, সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যতো সপ্তম আকাশে আল্লাহ বারী তা'আলার সামনে হাযির হওয়া এবং আল্লাহ তাঁর নাবী ও উম্মাতের প্রতি কি কি বিষয় নির্ধারণ করেন তা জেনে নেয়া। তাহলে স্পষ্টতঃ এটাই ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য। যখন এটা হয়ে গেল এবং তাঁর ও তাঁর উম্মাতের উপর ঐ রাতে যে ফারয সালাত নির্ধারিত হওয়ার ছিল সেটাও হয়ে

গেল তখন তাঁর স্বীয় নাবী ভাইদের সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ হল। আর এই নাবীগণের সামনে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই জিবরাঈল (আঃ) তাদের ইমামতি করতে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন তিনি তাদের ইমামতি করলেন। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের হয়ে বোরাকে আরোহন করে রাতের অন্ধকার শেষ হওয়ার আগেই মাক্কায় পৌঁছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহরই রয়েছে।

এরপর যে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর সামনে দুধ ও মধু কিংবা দুধ ও মদ অথবা দুধ ও পানি পেশ করা হয় অথবা এই চারটি জিনিসই ছিল; এগুলি সম্পর্কে রিওয়াযাতসমূহে এটাও রয়েছে যে, এটা হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাসের ঘটনা। আবার এও রয়েছে যে, এটা আসমানসমূহের ঘটনা। হতে পারে যে, এই দুই জায়গায়ই এ জিনিসগুলি তাঁর সামনে হাযির করা হয়েছিল। কারণ কোন আগন্তকের সামনে যেমন আতিথেয়তা হিসাবে কোন জিনিস রাখা হয়, এটাও ঐ রূপই ছিল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ ও আত্মাসহ মি‘রাজ হয়েছিল এবং হয়েছিল আবার জগত অবস্থায়, স্বপ্নের অবস্থায় নয়। এর বড় দলীল একতো এই যে, এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন।

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ  
 ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বারাকাতময়।

এ ধরনের বর্ণনারীতির দাবী এই যে, ‘সুবহানাল্লাহ’ শব্দ দ্বারা শুরু করা আয়াতের পর যা বর্ণনা করা হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এটাকে স্বপ্নের ঘটনা মেনে নেয়া হয় তাহলে স্বপ্নে এ সব জিনিস দেখে নেয়া তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে, তা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা পূর্বেই স্বীয় অনুগ্রহ ও ক্ষমতার প্রকাশ হিসাবে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করবেন। আবার এটা যদি স্বপ্নের ঘটনা হত তাহলে কাফিরেরা এভাবে এত তাড়াতাড়ি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করতনা। তা ছাড়া যে সব লোক এর পূর্বে ঈমান এনেছিল এবং তাঁর রিসালাত কবুল করেছিল, মি‘রাজের ঘটনা শুনে তাদের ইসলাম থেকে ফিরে আসার কি কারণ

থাকতে পারে? এর দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন বলে বর্ণনা করেননি। তারপর কুরআনুল হাকীমের **بَعْدَهُ** শব্দের উপর চিন্তা গবেষণা করলে বুঝা যাবে যে, **عَبْدٌ** এর প্রয়োগ দেহ ও আত্মা এই দু'এর সমষ্টির উপর হয়ে থাকে।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার **لَيْلًا** **بَعْدَهُ** এই উক্তি এটাকে আরও পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, তিনি তাঁর বান্দাকে রাতের সামান্য অংশের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দেখাকে লোকদের পরীক্ষার কারণ বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

**وَمَا جَعَلْنَا آلَ رُءْيَا آتَىٰ أَرْيُنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ**

আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৬০)

যদি এটা স্বপ্নেই হবে তাহলে এতে মানুষের বড় পরীক্ষা কি এমন ছিল যে, ভবিষ্যতের হিসাবে বর্ণনা করা হত? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দেখা ছিল চোখের দেখা, যা তিনি রাতের ভ্রমনের (মি'রাজ) সময় দেখেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২৫০) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

**مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ**

তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। (সূরা নাজম, ৫৩ : ১৭)

স্পষ্ট কথা যে, **بَصَرٌ** চক্ষু বা দৃষ্টি মানুষের সত্তার একটি বড় গুণ, শুধু আত্মা নয়। তারপর বুরাকের উপর সওয়ার করিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া এরই দলীল যে, এটা জাগ্রত অবস্থার ঘটনা এবং এটা তার স্বশরীরে ভ্রমণ। শুধু রুহের জন্য সওয়ারীর কোন প্রয়োজন হয়না। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

### একটি অভূতপূর্ব ঘটনা

হাফিয আবু নূ'মান আল ইসবাহানী (রহঃ) তার দালায়িলুন নুবুওয়াহ গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইব্ন উমার আল ওয়াকিদী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন : মালিক ইব্ন আবীর রিয্যাল (রহঃ) আমাকে বলেছেন যে, তিনি আমার ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) থেকে শুনেছেন :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাহ্‌ইয়া ইব্ন খালীফাকে (রাঃ) একটি পত্র দিয়ে দূত হিসাবে রোম সম্রাট কাইসারের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সম্রাটের নিকট পৌঁছলে সম্রাট সিরিয়ায় অবস্থানরত আরাব বণিকদেরকে তার দরবারে হাযির করেন। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান সখর ইব্ন হারব (রাঃ) ছিলেন এবং তার সাথে মাক্কার অন্যান্য কাফিরেরাও ছিল। তারপর তিনি তাদেরকে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন যা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান (রাঃ) এই চেষ্টাই করে আসছিলেন যে, কি করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদনাম সম্রাটের সামনে প্রকাশ করা যায় যাতে তার প্রতি সম্রাটের মনে কোন আকর্ষণ না থাকে। তিনি নিজেই বলেছেন : ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ না করতে চেষ্টা করেছি এবং তাঁর প্রতি আমি যদি কোন মিথ্যা আরোপ করি তাহলে আমার সঙ্গীরা এর প্রতিবাদ করবে এবং সম্রাটের কাছে আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হব। আর এটা হবে আমার জন্য বড় লজ্জার কথা এবং এরপর তিনি আমাকে কখনও বিশ্বাস করবেননা। তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটা ধারণা জেগে উঠল এবং আমি বললাম : ‘হে সম্রাট! শুনুন, আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করছি যার দ্বারা আপনার সামনে এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়বে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড়ই মিথ্যাবাদী। একদিন সে বর্ণনা করেছে যে, রাতে সে মাক্কা থেকে বের হয়ে আপনার এই মাসজিদে অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদে কুদস পর্যন্ত এসেছে এবং ফাজরের পূর্বেই মাক্কায় ফিরে গেছে।

আমার এই কথা শোনামাত্রই বাইতুল মুকাদ্দাসের পাদরী, যিনি রোম-সম্রাটের ঐ মাজলিসে তার পাশে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বসা ছিলেন, বলে উঠলেন : ‘এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য ঘটনা। ঐ রাতের ঘটনা আমার জানা আছে।’ তার এ কথা শুনে রোম-সম্রাট অত্যন্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান এবং আদবের সাথে জিজ্ঞেস করেন : ‘জনাব এটা আপনি কি করে জানলেন?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘শুনুন, আমার অভ্যাস ছিল এবং এটা আমি নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলাম যে, যে পর্যন্ত এই মাসজিদের (বাইতুল মুকাদ্দাসের) সমস্ত দরজা নিজের হাতে বন্ধ না করতাম সেই পর্যন্ত ঘুমুতে যেতামনা। ঐ রাতে অভ্যাস মত দরজা বন্ধ করার জন্য আমি দাঁড়ালাম। সমস্ত দরজা ভালরূপে বন্ধ করলাম, কিন্তু একটি দরজা বন্ধ করা আমার দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব হলনা। আমি খুবই শক্তি প্রয়োগ করলাম, কিন্তু দরজা স্বস্থান হতে একটুও নড়লনা।

তখন আমি আমার কর্মচারী এবং অন্যান্য লোকজনকে ডাকলাম। তারা এসে গেলে আমরা সবাই মিলে শক্তি প্রয়োগ করলাম। কিন্তু আমাদের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হল। আমাদের মনে হল আমরা যেন একটি পাহাড়কে ওর স্থান হতে সরাতে চাচ্ছি, কিন্তু ওটা একটুও হেলছেনা বা নড়ছেনা। আমি তখন একজন কাঠ মিস্ত্রীকে ডাকলাম। সে অনেকক্ষণ চেষ্টা করল, কিন্তু পরিশেষে সেও হার মানল এবং বলল : ‘সকালে আবার দেখা যাবে।’ সুতরাং ঐ রাতে ঐ দরজার দুটি পালাই ঐভাবেই খোলা থাকল। সকালে আমি ঐ দরজার কাছে গিয়ে দেখি যে, ওর পাশে কোণায় যে একটি পাথর ছিল তাতে একটি ছিদ্র রয়েছে এবং বুঝা যাচ্ছে যে, ঐ রাতে কেহ সেখানে কোন জন্তু বেঁধে রেখেছিল, ওর চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। আমি তখন আমার লোকদেরকে বললাম যে, রাতে আমাদের ঐ মাসজিদকে কোন নাবীর জন্য খুলে রাখা হয়েছিল এবং তিনি অবশ্যই এখানে সালাত আদায় করেছেন।’ অতঃপর তিনি হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেন।

হাফিয আবুল খাত্তাব উমার ইব্ন দাহইয়াহ (রহঃ) তার **التَّوْبِيرُ فِي مَوْلِدِ**

**السَّرَاجِ الْمُنِيرِ** নামক গ্রন্থে আনাসের (রাঃ) বর্ণনার মাধ্যমে মিরাজের হাদীসটি এনে ওর সম্পর্কে অতি উত্তম মন্তব্য করে বলেন যে, মিরাজের হাদীসটি হল মুতাওয়াতির। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), আলী (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আবু যার (রাঃ), মালিক ইব্ন সা'সা'আহ (রাঃ), আবু হুরাইরাহ (রাঃ), আবু সাঈদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), শাদ্দাস ইব্ন আউস (রাঃ), উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন কারয (রাঃ), আবু হাব্বাহ আনসারী (রাঃ), আবু লাইলা আনসারী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ), যাবির (রাঃ), হুযাইফা (রাঃ), বুরাইদাহ (রাঃ), আবু আইউব (রাঃ), আবু উমামাহ' (রাঃ), সামুরাহ ইব্ন জুনদুব (রাঃ), আবুল হামরা' (রাঃ) সুহাইব আর রুমী (রাঃ), উম্মে হানী (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), আসমা' (রাঃ) প্রমুখ হতে মিরাজের হাদীস বর্ণিত আছে। এদের মধ্যে কেহ কেহ সৎক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন এবং কেহ কেহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যদিও এগুলির মধ্যে কতকগুলি রিওয়ায়াত সনদের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ না। তবে মিরাজের ঘটনা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মুসলিমরা সমষ্টিগতভাবে এর স্বীকারোক্তিকারী। তবে হ্যাঁ, যিনদীক ও মুলহিদ লোকেরা এটা অস্বীকারকারী।

**يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ آلِهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ**

**الْكَافِرُونَ**



তারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে। (সূরা সাফ, ৬১ : ৮)

<p>২। আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক। আমি আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমি ব্যতীত অপর কেহকেও কর্ম বিধায়ক রূপে গ্রহণ করনা।</p>	<p>۲. وَءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا</p>
<p>৩। তোমরাইতো তাদের বংশধর যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, সে ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস।</p>	<p>۳. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا</p>

### মূসা (আঃ) এবং তাঁকে তাওরাত প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মি‘রাজের ঘটনা বর্ণনা করার পর তার নাবী মূসার (আঃ) আলোচনা করছেন যার সাথে আল্লাহ তা‘আলা কথা বলেছেন। কুরআনুল কারীমে প্রায়ই এই দু’জনের বর্ণনা এক সাথে এসেছে। অনুরূপভাবে তাওরাত ও কুরআনের বর্ণনাও মিলিতভাবে এসেছে। মূসার (আঃ) কিতাবের নাম তাওরাত। এ কিতাবটি ছিল বানী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক। তাদের উপর এই নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকেও বন্ধু, সাহায্যকারী ও মা‘বুদ মনে না করে। প্রত্যেক নাবী আল্লাহর একাত্মবাদের দা‘ওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। এরপর তাদেরকে আল্লাহ বলেন : ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ হে ঐ মহান ও সম্ভ্রান্ত লোকদের সম্ভ্রানগণ! যাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহ দ্বারা অনুগ্রহীত করেছিলাম এভাবে যে, তাদেরকে আমি নূহের তুফানের বিশ্বব্যাপী ধ্বংস হতে রক্ষা করেছিলাম এবং আমার প্রিয় নাবী নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম,

তাদের এই সন্তানদের উচিত আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। দেখ, আমি তোমাদের কাছে আমার আখেরী রাসূল মুহাম্মাদকে পাঠিয়েছি।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ঐ বান্দাদের উপর অত্যন্ত খুশী হন যারা কোন খাবার খেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং পানি পান করেও তাঁর শুকরিয়া আদায় করে।’ (মুসলিম ৪/২০৯৫, তিরমিযী ৫/৫৩৬, নাসাঈ ৪/২০২) মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) সম্পর্কে বলেন : তিনি সব সময় সব বিষয়ে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। সহীহ বুখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, মানুষ শাফাআতের জন্য নূহের (আঃ) নিকট গমন করবে। তারা তাঁকে বলবে : ‘দুনিয়াবাসীর নিকট আল্লাহ তা‘আলা আপনাকেই সর্বপ্রথম রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি কৃতজ্ঞ বান্দারূপে আপনার নামকরণ করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন ... (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ৬/৪৩১)

৪। এবং আমি কিতাবে (তাওরাতে) প্রত্যাদেশ দ্বারা বানী ইসরাঈলকে জানিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় উদ্ধতকারী হবে।

٤. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا

৫। অতঃপর এই দু'এর প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার দাসদেরকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত কিছু ধ্বংস করেছিল; শাস্তির প্রতিজ্ঞা কার্যকরী হয়েই থাকে।

٥. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

৬। অতঃপর আমি তোমাদের পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।

ۖ. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

৭। তোমরা সৎ কাজ করলে তা নিজেদেরই জন্য করবে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আমি আমার দাসদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মাসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করার জন্য।

ۗ. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسْئِعُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

৮। সম্ভবতঃ তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তাহলে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন; জাহান্নামকে

ۘ. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ إِلَيْنَا ۚ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

আমি	করেছি	সত্য	
প্রত্যাখ্যানকারীদের		জন্য	
কারাগার।			

## তাওরাতে বর্ণিত আছে, ইয়াহুদীরা দুইবার হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে

বানী ইসরাঈলের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথম থেকেই খবর দিয়েছিলেন যে, তারা যমীনে দু'বার হঠকারিতা করবে এবং ঔদ্ধত্যপনা দেখাবে এবং কঠিন হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। সুতরাং এখানে قَضَيْنَا শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্ধারণ করা এবং প্রথম থেকেই খবর দিয়ে দেয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ

আমি তাকে এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে, প্রত্যুষে তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে। সূরা হিজর, ১৫ : ৬৬)

## ইয়াহুদীদের প্রথম হাঙ্গামা সৃষ্টি এবং এর শাস্তি

আল্লাহ বলেন : فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي

بَأْسٍ شَدِيدٍ তাদের প্রথম হাঙ্গামার সময় আমি আমার মাখলূকের মধ্য হতে ঐ লোকদের আধিপত্য তাদের উপর স্থাপন করি যারা খুব বড় যোদ্ধা এবং বড় বড় যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী। তারা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তাদের শহর দখল করে নেয় এবং লুটপাট করে তাদের ঘরগুলিকে শূন্য করে নির্ভয়ে ও নির্বিবাদে ফিরে যায়। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।

আধিপত্য বিস্তারকারীদের পরিচয় সম্পর্কে সালফে সালিহীন এবং তাদের পরবর্তীগণের মধ্যে মতদ্বৈততা রয়েছে। এ বিষয়ে অনেক ইসরাঈলী রিওয়াযাত রয়েছে। কিন্তু ওগুলি আমি বর্ণনা করতে চাইনা। কারণ তাতে শুধু লিখার কলেবরই বৃদ্ধি পাবে। ঐ সমস্ত বর্ণনার বেশির ভাগই মূল থেকে বিকৃত হয়েছে, নতুবা ওতে খারিজী অথবা নব্য ফিরকাবাজীদের বিভিন্ন উপাদান যোগ করা হয়েছে যার আংশিক সত্য এবং বাকি বেশী অংশই মিথ্যায় ভরপুর। আর আমলের ব্যাপারে এসব জানায় কোন গুরুত্ব বহন করেনা বলে আমরা এখানে উল্লেখ করছি। সত্যের ব্যাপারে আল্লাহই উত্তম জ্ঞানের অধিকারী এবং সমস্ত

প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি তাঁর কিতাবে (কুরআনুল কারীম) যা শিক্ষা দিয়েছেন তা'ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং এর পূর্বের অন্যান্য কিতাবে যা রয়েছে তা আমাদের দরকার নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তা শিক্ষা করার জন্য নির্দেশও দেননি। আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা যখনই আত্মাশন কিংবা সীমা লংঘনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তখনই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য তাদের শত্রুদেরকে তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছেন। তারা তাদের (ইয়াহুদীদের) দেশের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে তাদের আবাসস্থল ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : তাদের প্রতি ঐ অত্যাচার এবং অপমানজনিত শাস্তি ছিল তাদের নিজেদের হাতের অর্জিত ফল। কেননা তোমাদের রাব্ব কারও প্রতি অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করেননা।

বানী ইসরাঈলও কিন্তু যুল্ম ও বাড়াবাড়ী করতে এতটুকুও ত্রুটি করেনি। সাধারণ লোকতো দূরের কথা, নাবীদেরকে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করেনি। বহু আলেমকেও তারা হত্যা করেছিল। বাখতে নাসর সিরিয়ার উপর আধিপত্য লাভ করে। সে বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে, তথাকার অধিবাসীদেরকে হত্যা করে। তারপর সে দামেশকে পৌঁছে। সেখানে সে দেখে যে, একটি কঠিন পাথরের উপর রক্ত উৎসারিত হচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করে : 'এটা কি?' জনগণ উত্তরে বলেন : 'আমাদের পূর্ব পুরুষ থেকে দেখে আসছি, এই রক্ত বরাবরই উৎসারিত হতেই থাকছে।' সে তখন সেখানেই সাধারণ হত্যা শুরু করে দেয়। সত্তর হাজার মুসলিম তার হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। ঐ সময় ঐ রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। (তাবারী ১৭/৩৬৯) বাখতে নাসর তাওরাতের আলেমদেরকে, হাফিযদেরকে এবং সমস্ত সম্মানিত লোককে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। তারপর সে বন্দী করতে শুরু করে। ঐ বন্দীদের মধ্যে নাবীদের ছেলেরাও ছিলেন। মোট কথা এক ভয়াবহ হাঙ্গামা হয়ে যায় যার বর্ণনা দিতে গেলে বইয়ের পাতা বেড়ে যাবে। তাছাড়া ওর সহীহ রিওয়ায়াত দ্বারা অথবা সহীহ'র কাছাকাছি রিওয়ায়াত দ্বারা কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না, তাই আমরা এগুলো উল্লেখ করছি। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদেরই লাভবান হয়, আর যারা খারাপ কাজ করে তারাও নিজেদেরই ক্ষতি করে। যেমন মহামহিম্বিত আল্লাহ বলেন :

## مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সে'ই ভোগ করবে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৫)

### ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় হাঙ্গামা

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا

অতঃপর যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় এলো এবং পুনরায় বানী ইসরাঈল আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচরণ ও মন্দ কাজে লেগে গেল, আর নির্লজ্জভাবে যুল্ম করতে শুরু করল, তখন আবার শত্রুরা তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। তারা তাদের ধ্বংস সাধন করে এবং পূর্বে যেভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদকে নিজেদের দখলে এনেছিল, আবারও তাই করল। সাধ্যমত তারা সব কিছুই সর্বনাশ সাধন করল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয় ওয়াদাও পূর্ণ হল।

মহান আল্লাহ বলেন : তোমাদের রাব্বতো পরম দয়ালুই বটে। সুতরাং তাঁর থেকে নিরাশ হওয়া মোটেই শোভনীয় নয়। খুব সম্ভব, তিনি পুনরায় তোমাদের শত্রুদেরকে তোমাদের পদানত করবেন। وَإِنْ عُدْتُمْ عَدُنَا তবে হ্যাঁ, তোমাদের এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আবারও যদি তোমরা তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তাহলে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এতো হল পার্থিব শাস্তি। এখনও পরকালের ভীষণ ও চিরস্থায়ী শাস্তি বাকী রয়েছে।

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

জাহান্নাম কাফিরদের কয়েদখানা, যেখান থেকে তারা বের হতেও পারবেনা এবং পালাতেও পারবেনা। সব সময় তাদেরকে ঐ শাস্তির মধ্যে পড়ে থাকতে হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'হাসির' শব্দের অর্থ হচ্ছে জেল বা কয়েদখানা। (তাবারী ১৭/৩৯০) মুজাহিদ (রহঃ) আয়াতের অর্থ করেছেন, তাদেরকে ওর ভিতর আটক করে রাখা হবে। হাসান (রহঃ) বলেন : হাসির শব্দের অর্থ হচ্ছে আগুনের বিছানা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : আবার বানী ইসরাঈলরা যুল্ম করতে শুরু করে, আল্লাহর ফরমানকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। ফলে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতকে তাদের উপর বিজয়ী করেন এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় তাদেরকে জিযিয়া কর দিয়ে মুসলিমদের অধীনে থাকতে হয়। (তাবারী ১৭/৩৮৯)

৯। এই কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে এবং সং কর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

۹. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

১০। আর যারা পরকালে বিশ্বাস করেনা তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি মর্মভ্ৰদ শাস্তি।

۱۰. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

### কুরআনুল কারীমের প্রশংসা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় পবিত্র কিতাবের প্রশংসায় বলেন যে, এই কুরআন সুপথ প্রদর্শন করে। যে সব মু'মিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমানের উপর আমল করে, তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে বিরাট পুরস্কার এবং সেখানে পাবে তারা অফুরন্ত নি'আমাত। وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا। যাদের ঈমান নেই তাদেরকে এই কুরআন এই খবর দেয় যে, কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অতঃপর তাকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ৮)

১১। মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষতো তার মনে যা আসে, চিন্তা না করে তার আশু রূপায়ণ কামনা করে।

۱۱. وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

## মানুষ ত্বরা করে নিজের শাস্তি নিজেই ডেকে আনে

আল্লাহ তা‘আলা মানুষের একটা বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা কখনও কখনও নিরাশ হয়ে ভুল করে নিজের জন্য অমঙ্গলের প্রার্থনা করতে শুরু করে। মাঝে মাঝে নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য বদ দু‘আ করতে শুরু করে। কখনও মৃত্যুর, কখনও ধ্বংসের এবং কখনও অভিশাপের দু‘আ করে। কিন্তু তার রাব্ব আল্লাহ তার নিজের চেয়েও তার উপর বেশী দয়ালু। সে যা দু‘আ করে তা যদি তিনি কবুল করেন তাহলে সাথে সাথেই সে ধ্বংস হয়ে যেত (কিন্তু তিনি তা করেননা)। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَوْ يُعِجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ

আর আল্লাহ যদি মানুষের উপর ত্বরিত ক্ষতি সাধন করতেন, যেমন তারা ত্বরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তাহলে তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ হয়ে যেত! (সূরা ইউনুস, ১০ : ১১)

হাদীসেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা নিজেদের জান ও মালের জন্য বদ দু‘আ করনা। হয়তবা আল্লাহর দু‘আ কবুল হওয়ার মুহুর্তে কোন খারাপ কথা তোমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে।’ (মুসলিম ৪/২৩০৪) এর একমাত্র কারণ হচ্ছে মানুষের চাঞ্চল্যকর অবস্থা ও দ্রুততা। وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا মানুষ আশু রূপায়ণ কামনাকারীই বটে।

সালমান ফারসী (রাঃ) ও ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আদমের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তখনও তাঁর রুহ তাঁর পায়ের নিম্নদেশ পর্যন্ত পৌঁছেনি, অথচ তখনই তিনি দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। রুহ মাথার দিক থেকে এসেছিল। যখন মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে তখন তাঁর হাঁচি এলো। তিনি বললেন : الْحَمْدُ لِلَّهِ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا آدَمُ (হে আদম! তোমার রাব্ব তোমার প্রতি দয়া করুন)।

রুহ যখন চোখ পর্যন্ত পৌঁছল তখন তিনি চোখ খুলে দেখতে লাগলেন। তারপর যখন নীচের অঙ্গগুলিতে পৌঁছল তখন তিনি খুশী হয়ে নিজের দিকে তাকাতে থাকলেন। রুহ তখনও পা পর্যন্ত পৌঁছেনি, অথচ হাটার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু হাটতে পারলেননা। তখন দু‘আ করতে লাগলেন : ‘হে আল্লাহ! রাত হওয়ার পূর্বেই যেন চলতে পারি!’ (তাবারী ১৭/৩৯৪, ৩৯৫)



১২। আমি রাত ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাতকে করেছি নিরালোক এবং দিবসকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

۱۲. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ  
فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا  
آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا  
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ  
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ  
فَصَّلَّنَّاهُ تَفْصِيلًا

### রাত্রি ও দিন আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড় বড় ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে দু'টি নিদর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, দিন ও রাতকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে সৃষ্টি করেছেন। রাতকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য। মানুষ যেন ঐ সময় কাজ-কর্ম করতে পারে ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করতে পারে। আর পর্যায়ক্রমে দিন ও রাতের পরিবর্তনের ফলে মানুষ সপ্তাহ, মাস ও বছরের গণনা জানতে পারে যাতে আদান-প্রদান, খাজনা/ট্যাক্স, ঋণের লেন-দেন এবং ইবাদাতের কাজ-কর্মে সুবিধা হয়। যদি সময় একটাই থাকত তাহলে সবকিছু খুবই কঠিন হয়ে পড়ত।

সত্যি কথা এই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে শুধু রাতই রেখে দিতেন। কারও ক্ষমতা হতনা যে, সে দিন করতে পারে। আর তিনি যদি সর্বদা দিনই রেখে দিতেন তাহলে কার এমন ক্ষমতা ছিল যে, সে রাত আনতে পারে? মহান আল্লাহর ক্ষমতার এই নিদর্শনগুলি শোনার, দেখার ও অনুধাবন করার যোগ্যই বটে। এটা একমাত্র তাঁরই রাহমাত যে, তিনি বিশ্রাম ও শান্তির জন্য রাত বানিয়েছেন এবং দিনকে বানিয়েছেন জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ তোমাদের জীবন ব্যবস্থায় এবং জ্ঞানান্বেষণে ও  
খাদ্যের সন্ধানে তোমরা যে ঘুরে বেড়াও তা সহজ করে দেয়ার জন্য সৃষ্টি করা  
হয়েছে এই দিন ও রাত। وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّئِ وَالْحَسَابِ দিন-রাত্রির  
পরিবর্তনের ফলে তোমরা দিন, মাস ও বছরের হিসাব করতে পারছ। যদি  
এগুলির কোন পরিবর্তন না হয়ে বরাবর একই থাকত তাহলে কি অবস্থা হত তা  
একবার ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ সুবহানাছ বলেন :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ  
إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُم بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ  
عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُم بَلِيلٍ  
تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

বল : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত  
স্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে কি যে তোমাদেরকে  
আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি কর্ণপাত করবেনা? বল : ভেবে দেখ  
তো, আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ  
ব্যতীত এমন ইলাহ কে আছে যে তোমাদেরকে রাত দান করতে পারে, যাতে  
তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবেনা? তিনিই তাঁর  
রাহমাতের দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন ও রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম  
গ্রহণ কর এবং তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর, এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ  
কর। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৭১-৭৩)

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا.  
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি এবং তাতে  
স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চাঁদ! এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও

কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী রূপে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬১-৬২)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّىٰ ۖ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তাঁরই অধিকারে রাত ও দিনের পরিবর্তন, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? (সূরা মুমিনুন, ২৩ : ৮০)

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ لِّمَجْرَىٰ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّورُ

তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা মু'মিনুন, ৩৯ : ৫)

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ۚ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মোচকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন'আম, ৬ : ৯৬)

وَأَيَّاهُمْ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ۚ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৭-৩৮)

আল্লাহ তা'আলা রাতকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিদর্শনাবলীকে অন্যদের থেকে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য। যেমন এতে রয়েছে অন্ধকার, আবার চাঁদের মাধ্যমে পাচ্ছি সুনির্মল কিরণ, রয়েছে স্নিগ্ধ জোৎসনার আলো। অন্যদিকে দিনেরও রয়েছে

নিজস্ব স্বকীয়তা। সূর্যের আলোয় সমস্ত জগৎ হয় আলোকিত। সূর্যের আলোর সাথে চাঁদের আলোর রয়েছে ভিন্নতা।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ  
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. إِنَّ فِي آخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঐসব লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান। নিঃসন্দেহে রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আল্লাহ যা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে সৃষ্টি করেছেন তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা আল্লাহর ভয় পোষণ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৫-৬)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল : এগুলি হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য সময়সমূহ (মাসসমূহ) নির্ধারণ (গণনা বা হিসাব) করার মাধ্যম এবং হাজ্জের জন্য। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৯)

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصَرَةً  
এবং দিনের ঔজ্জ্বল্য এসে পড়ে। সূর্য দিনের লক্ষণ এবং চাঁদ রাতের আলামত। আল্লাহ তা'আলা চাঁদকে কিছু কালিমায়ুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। (তাবারী ১৭/৩৯৬) সুতরাং তিনি রাতের নিদর্শন চাঁদকে সূর্যের তুলনায় কিছুটা অস্পষ্ট আলো বিশিষ্ট করেছেন।

১৩। প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার খীবালাগ্ন করেছি এবং কিয়ামাত দিবসে আমি তার জন্য বের

۱۳. وَكُلٌّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ

করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত।	<p>طَبِّرَهُ فِي غُفَةٍ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا</p>
১৪। (আমি বলব) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।	<p>۱۴. أَقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا</p>

### প্রতিটি লোকের আমলনামা তার হাতে তুলে দেয়া হবে

উপরের আয়াতে সময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে সময়ের মধ্যে মানুষ আমল করে থাকে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي** **غُفَةٍ** মানুষ ভাল বা মন্দ যা কিছু আমল করে তা তার সাথেই সংলগ্ন হয়ে যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, 'তায়িরাহ্' শব্দের অর্থ হচ্ছে মানুষের আমল যা তাদের কাছ থেকে উড়ে চলে যায়। ভাল কাজের প্রতিদান ভাল হবে এবং মন্দ কাজের প্রতিদান মন্দ হবে, তা পরিমাণে যতই কম হোক না কেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

**فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.**

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ : ৭-৮) অন্যত্র তিনি বলেন :

**عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ**

স্মরণ রেখ, দুই মালাক তার ডানে ও বামে বসে তার কাজ লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত গ্রহরী রয়েছে। (সূরা কাফ, ৫০ : ১৭-১৮) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَأِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. كِرَامًا كَتِيبِينَ. يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ

অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ; সম্মানিত লেখকবর্গ; তারা অবগত হয় যা তোমরা কর। (সূরা ইন্ফিতার, ৮২ : ১০-১২) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا تَجَزَّوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

তোমাদেরকে শুধু তোমাদের কৃতকর্মেরই প্রতিদান দেয়া হবে। (সূরা তুর, ৫২ : ১৬) অন্যত্র বলেন :

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا سُجَرَ بِهِ

যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে। (সূরা নিসা, ৪ : ১২৩) উদ্দেশ্য এই যে, আদম সন্তানের ছোট-বড়, গোপনীয়, প্রকাশ্য, ভাল-মন্দ কাজ, সকাল-সন্ধ্যা, দিন ও রাতে অনবরতই লিখে নেয়া হয়।

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا মানুষের আমলের সমষ্টির কিতাবটি (আমলনামা) কিয়ামাতের দিন তার ডান হাতে দেয়া হবে অথবা বাম হাতে দেয়া হবে। সৎ লোকদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে এবং মন্দ লোকদেরকে আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। এই আমলনামা খোলা থাকবে, যেন সে নিজে পাঠ করে এবং অন্যরাও দেখে নেয়। তার সারা জীবনের সমস্ত আমল তাতে লিখিত থাকবে। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ.

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৩-১৫) ঐ সময় তাকে বলা হবে :

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট। তুমি ভালরূপেই জান যে, তোমার উপর যুল্ম করা হবেনা। এতে ওটাই লিখা আছে যা তুমি

করেছ। সেই বিস্মরণ হওয়া জিনিসও স্মরণ হয়ে যাবে যে কারণে প্রকৃতপক্ষে কোন ওয়র পেশ করার সুযোগই থাকবেনা। তাছাড়া সামনে কিতাব (আমলনামা) থাকবে যা সে পড়তে থাকবে। যদিও দুনিয়ায় সে মূর্খ ও নিরক্ষর থেকে থাকে তাহলেও সেই দিন সে পড়তে পারবে।

أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবাঙ্গুল করেছি। এখানে গ্রীবাকে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, ওটা এমন একটা বিশেষ অংশ যাতে যে জিনিস লটকে দেয়া হয় তা ওর সাথে সংলগ্ন থাকে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত طَائِرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমল। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলা হয় : ‘হে আদম সন্তান! তোমার ডানে ও বামে মালাক বসে রয়েছে এবং সহীফা (ক্ষুদ্র পুস্তি কা) খুলে রেখেছে। ডান দিকের মালাক সাওয়াব লিখছে এবং বাম দিকের মালাক/ফিরেশতা পাপ লিখছে। এখন তোমার ইচ্ছা, মৃত্যু আসা পর্যন্ত হয় তুমি বেশী সাওয়াবের কাজ কর অথবা বেশী পাপের কাজ কর। তোমার মৃত্যুর পর এই খাতা গুটিয়ে নেয়া হবে এবং তোমার কাবরে তোমার গ্রীবাদেশে লটকিয়ে দেয়া হবে। কিয়ামাতের দিন খোলা অবস্থায় তোমার সামনে পেশ করা হবে এবং তোমাকে বলা হবে : ‘তোমার আমলনামা তুমি স্বয়ং পাঠ কর এবং তুমি নিজেই তোমার হিসাব ও বিচার কর।’ আল্লাহর শপথ! তিনি বড়ই ন্যায় বিচারক, যিনি তোমার কর্মসমূহের ভার তোমার উপর অর্পণ করেছেন যাতে সব কিছু সঠিকভাবে লিখা হয়। (তাবারী ১৭/৪০০)

১৫। যারা সৎ পথ অবলম্বন করবে তারাতো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য তা অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারাতো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কারও ভার বহন করবেনা; আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা।

۱۵. مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

## একজন অপরজনের পাপের বোঝা বহন করবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, রাসূলের সত্য পথ অনুসরণ করে এবং নাবুওয়াতকে স্বীকার করে, এটা তার নিজের জন্যই কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি সৎ পথ থেকে সরে যায়, সঠিক রাস্তা থেকে ফিরে আসে, এর শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ কেহকেও অন্য কারও পাপের কারণে পাকড়াও করা হবেনা। প্রত্যেকের আমল তার সাথেই রয়েছে। এমন কে হবে যে অপরের বোঝা বহন করবে? আর কুরআনুল কারীমে যে রয়েছে :

وَأَنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا تَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৮)

وَلِيَحْمِلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَنْثَقَالًا مَّعَ أَنْفُسِهِمْ

তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা। সূরা আনকাবূত, ২৯ : ১৩)

وَمِنَ الْأَوَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা নাহল, ১৬ : ২৫) যারা অপরকে পথভ্রষ্ট করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার পাপের বোঝা বহন করার সাথে সাথে নিজের পাপের বোঝাও বহন করতে হবে। এটা নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়েছে তাদের পাপ হালকা করে তাদের বোঝা এদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। কারণ আল্লাহ ন্যায় বিচারক, আমাদের আল্লাহ অন্যরূপ করতেই পারেননা। তিনি বলেন :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا  
কেহকেও শাস্তি দিইনা।

## কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আল্লাহ শাস্তি দেননা

এরপর মহান আল্লাহ নিজের একটি রাহমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাসূল প্রেরণ করার পূর্বে কোন উম্মাতকে শাস্তি দেননা। তিনি বলেন :



كَلَّمَ الْاِنْفٰى فِىْهَا فَوْجٌ سَّاهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌۢ ۚ قَالُوْا بَلٰىۤ اَقْدَ جَآءَنَا نَذِيْرٌۢ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍۭۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍۭ

যখন (কাফিরদের) কোন একটি দল জাহান্নামে নিষ্ক্ষিপ্ত হবে তখন ওর রক্ষকগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে : তোমাদের কাছে কি কোন ভয় প্রদর্শনকারী (নাবী) আগমন করেননি? তারা উত্তরে বলবে : নিশ্চয়ই আমাদের কাছে ভয় প্রদর্শনকারী এসেছিলেন, কিন্তু আমরা অবিশ্বাস করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আর তোমরা মহাভ্রমে পতিত আছ। (সূরা মূলক, ৬৭ : ৮-৯) অন্যত্র রয়েছে :

وَسِيقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۤ اِلٰى جَهَنَّمَ زُرًۢمًاۙ حَتّٰٓىۤ اِذَا جَآءُوهَا فَتِيَحَتۡ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌۢ مِّنْكُمْۙ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْۙ ءَايٰتِ رَبِّكُمْۙ وَيُنذِرُوْنَكُمْ لِقَآءِ يَوْمِكُمْۙ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلٰى الْكَٰفِرِيْنَ

কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে : তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা বলবে : অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৭১) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে :

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِىْهَا رَبَّنَاۤ اُخْرِجْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًاۙ غَيْرَ الَّذِىۤ كُنَّا نَعْمَلُۙ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمۡ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَن تَذَكَّرَۙ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُۙ فَذُوقُوا۟ فَمَا لِلظٰلِمِيْنَ مِّنْ نَّصِيْرٍۭ

সেখানে তারা আতর্নাদ করে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করবনা। আল্লাহ

বলবেন : আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আশ্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৭)

মোট কথা, আরও বহু আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা রাসূল প্রেরণ না করে কেহকেও জাহান্নামের শাস্তি দেননা।

## অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যাপারে ফাইসালা

কাফিরদের যে নাবালগ শিশু শৈশবেই মারা যায়, যারা পাগল অবস্থায় রয়েছে, যারা সম্পূর্ণরূপে বধির, যারা মানসিক রোগে ভুগছে এবং যারা এমন যুগে কালাতিপাত করেছে যখন কোন নাবী রাসূলের আগমন ঘটেনি কিংবা তারা দীনের সঠিক শিক্ষা পায়নি এবং তাদের কাছে ইসলামের দা‘ওয়াত পৌঁছেনি এবং যারা জ্ঞানশূন্য বৃদ্ধ, এসব লোকদের হুকুম কি? এ ব্যাপারে সালফে সালিহিন থেকে আজ পর্যন্ত মতভেদ চলে আসছে। এ সম্পর্কে যে হাদীসগুলি রয়েছে তা আপনাদের সামনে বর্ণনা করছি।

## অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে

### আসওয়াদ ইব্ন সারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে : আল আসওয়াদ ইব্ন সারী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : চার প্রকারের লোক কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলার সাথে কথোপকথন করবে। প্রথম হল বধির লোক যে কিছুই শুনতে পায়না; দ্বিতীয় হল সম্পূর্ণ নির্বোধ ও পাগল লোক যে কিছুই জানেনা। তৃতীয় হল অত্যন্ত বৃদ্ধ ও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি যার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। চতুর্থ হল ঐ ব্যক্তি যে এমন যুগে জীবন যাপন করেছে যে যুগে কোন নাবী আগমন করেননি কিংবা কোন ধর্মীয় শিক্ষাও বিদ্যমান ছিলনা। বধির লোকটি বলবে : ‘হে প্রভু! ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পাইনি।’ পাগল বলবে : ‘হে আমার রাব্ব! ইসলাম এসেছিল বটে, কিন্তু আমার অবস্থাতো এই ছিল যে, শিশুরা আমার উপর গোবর নিক্ষেপ করত।’ বৃদ্ধ বলবে : ‘হে আমার রাব্ব! ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। আমি কিছুই বুঝতামনা।’ আর যে লোকটির কাছে কোন রাসূলও আসেনি এবং সে তার কোন শিক্ষাও পায়নি সে বলবে : ‘হে আমার রাব্ব! আমার কাছে কোন রাসূলও

আসেননি এবং আমি কোন হক পথও পাইনি, সুতরাং আমি আমল করতাম কিরূপে?’ তাদের এসব কথা শুনে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে নির্দেশ দিবেন : ‘আচ্ছা যাও, জাহান্নামে লাফিয়ে পড়।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! যদি তারা আল্লাহর আদেশ মেনে নেয় এবং জাহান্নামে ঝাপিড়ে পড়ে তাহলে জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক হয়ে যাবে।’

অন্য রিওয়াযাতে কাতাদাহ (রহঃ) হাসান (রহঃ) থেকে, তিনি রাফী (রহঃ) থেকে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে বর্ণনা একই ধরনের। হাদীসের শেষে বলা হয়েছে : যারা জাহান্নামে লাফিয়ে পড়বে তাদের জন্য তা হয়ে যাবে ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক। আর যারা লাফিয়ে পড়বেনা তাদেরকে হুকুম অমান্যের কারণে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (আহমাদ ৪/২৪) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবু হুরাইরাহর (রাঃ) নিম্নের ঘোষণাটিও উল্লেখ করেছেন : ‘এর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা‘আলার رُسُولًا ‘এই কালেমাও পাঠ করতে পার। অর্থাৎ আমি শাস্তি প্রদানকারী নই যে পর্যন্ত না রাসূল প্রেরণ করি। (তাবারী ১৭/৪০৩)

মা‘মারও (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন তাউস (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি মাওকুফ হাদীস। (কুরতুবী ১০/২৩২)

## অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘প্রত্যেক শিশুর দীন ইসলামের উপরই জন্ম হয়ে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং মাজুসী বানিয়ে দেয়। যেমন বকরীর নিখুত অঙ্গ বিশিষ্ট বাচ্চার কান কাটা হয়ে থাকে। জনগণ জিজ্ঞেস করল : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি সে শৈশবেই মারা যায়?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলাই সঠিক ও পূর্ণ অবগত আছেন।’ (বুখারী ১৩৮৫, মুসলিম ২৬৫৮) মুসনাদের হাদীসে রয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন যে, জান্নাতে মুসলিম শিশুদের দায়িত্ব ইবরাহীমের (আঃ) উপর অর্পিত রয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে কুদুসীতে রয়েছে, আইয়ায ইব্ন হাম্মাদ (রাঃ)

হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদী, একনিষ্ঠ এবং খাঁটি বানিয়েছি।’ (মুসলিম ২৮৬৫) অন্য রিওয়াযাতে ‘মুসলিম’ শব্দটিও রয়েছে।

## অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

হাফিয আবু বাকর আল বারকানি (রহঃ) আউফ আল আরাবী (রহঃ) থেকে, তিনি আবু রাজা আল উতারদী (রহঃ) থেকে, তিনি সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের (প্রকৃতির) উপর জন্ম গ্রহণ করে।’ জনগণ তখন উচ্চ স্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : ‘মুশরিকদের শিশুরাও কি?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘মুশরিকদের শিশুরাও। (বুখারী ৭০৪৭)

তাবারানী (রহঃ) সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : আমরা মুশরিকদের শিশুদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মুশরিকদের শিশুদেরকে জান্নাতবাসীদের খাদেম বানানো হবে। (মুজাম আল কাবীর ৭/২৪৪, আল মাজমা ৭/২১৯)

## অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে হাসনা বিন্ত মুআবিয়া (রহঃ) বর্ণিত হাদীস

হাসনা বিন্ত মুআবিয়া (রহঃ) বানী সুরাইম (রহঃ) হতে বলেন যে, তার চাচা তাকে বলেছেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! জান্নাতে কারা কারা যাবে?’ জবাবে তিনি বলেন : ‘শহীদ, শিশু এবং জীবন্ত প্রোথিত মেয়ে শিশুরা।’ (আহমাদ ৫/৫৮, আল মাজমা ৭/২১৯)

## নাবালক শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা করা অপছন্দনীয়

এ বিষয়ে আলোকপাত করার ব্যাপারে ঐ সমস্ত লোকদেরই এগিয়ে আসা উচিত যাদের শারীয়াতের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান রয়েছে এবং দলীল প্রমাণাদী জানা আছে। মূর্খ লোকদের এ বিষয়ে কোন মতামত দেয়া উচিত নয়। এ বিষয়ের গুরুত্বের কারণে অনেক আলেম তাদের মতামত প্রকাশে বিরত থেকেছেন, এমনকি আলাপ করতেও ইচ্ছুক হননি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাসিম ইব্ন

মুহাম্মাদ ইব্ন আবু বাকর সিদ্দীক (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিয়্যাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকের এ ধরনেরই অভিমত ছিল। (আহমাদ ৫/৭৩)

ইব্ন হিব্বান (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, জারীর ইব্ন হাজিম (রহঃ) বলেছেন : আমি আবু রাজা আল উতারদিকে (রহঃ) বলতে শুনেছি যে, তিনি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন : একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিস্বরে দাঁড়িয়ে বলেন : আমার উম্মাত ততদিন পর্যন্ত মঙ্গলের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান এবং তাকদীর সম্পর্কে (নিজস্ব) মতামত ব্যক্ত না করবে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মূর্তি পূজকদের শিশু সন্তান। (ইব্ন হিব্বান ৮/২৫৬) আবু বাকর আল বাজ্জারও (রহঃ) জারীর ইব্ন হাজিম (রহঃ) থেকে তার গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন : একটি দল আবু রাজা (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে ওটি মাওকুফ হাদীস। (কাস্ফ আল আসতার ৩/৩৫)

১৬। যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। অতঃপর ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি ওটাকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করি।

۱۶. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

### ‘أَمَرْنَا’ শব্দের অর্থ

এ শব্দের অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্যকারী বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে যে, এখানে যে অর্থে ‘আমারনা’ (أَمَرْنَا) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে বিলাসবহুল জীবন। অতঃপর তারা যথেষ্টাচার শুরু করে। ফলে আমি তাদের উপর আমার বিধি-ব্যবস্থা অর্পণ করি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

أَتْنَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا

তখন দিনে অথবা রাতে ওর উপর আমার পক্ষ হতে কোন আপদ এসে পড়ল। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২৪) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ... **أَتَاهَا أَمْرُنَا**

الخ অর্থাৎ সেখানে আমার নির্ধারিত আদেশ এসে পড়ে রাতে অথবা দিবসে।

আল্লাহ তা‘আলা মন্দের হুকুম করেননা। ভাবার্থ এই যে, তারা অশীল ও নিলজ্জতার কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। আর এ কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। এও অর্থ করা হয়েছে : ‘আমি তাদেরকে আমার আনুগত্য করার হুকুম করে থাকি। যখন তারা মন্দ কাজে লেগে পড়ে তখন আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি তাদের উপর অবধারিত হয়ে যায়।’ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্ন যুরাইয (রহঃ) এ মন্তব্য করেছেন। সাঈদ ইব্ন যুবাইরেরও (রহঃ) অনুরূপ মতামত রয়েছে। (তাবারী ১৭/৪০৩)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : **أَمْرُنَا** এর ভাবার্থ হচ্ছে : আমি দুই লোকদেরকে তথাকার নেতা বানিয়ে দেই। তারা সেখানে অসৎ কাজ করতে শুরু করে। অবশেষে তাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে তাদের বস্তিসহ ধ্বংস ও তছনছ করে দেয়। যেমন এক জায়গায় মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

**وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا**

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদের অপরাধীদের জন্য কিছু নেতা নিয়োগ করি। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১৩৩) আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং রাবীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৪০৪)

**وَأِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا** যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে; অতঃপর ওর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : আমি তাদের শত্রুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকি। ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) মতামত অনুরূপ। (তাবারী ১৭/৪০৫)

১৭। নূহের পর আমি কত  
মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি।  
তোমার রাব্বই তাঁর দাসদের  
পাপাচারের সংবাদ রাখা ও  
পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

۱۷. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ  
مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ  
بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

### কুরাইশদের প্রতি হুশিয়ারী

মাক্কার কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে কুরাইশের দল! তোমরা জ্ঞান ও বিবেকের সাথে কাজ কর এবং আমার এই সম্মানিত রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন करना এবং শাস্তি থেকে নির্ভয় ও নিশ্চিত হয়ে যেওনা। তোমাদের পূর্ববর্তী নূহের পরযুগের লোকদের কথা চিন্তা করে দেখ যে, রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করার কারণে তারা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।' এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, নূহের (আঃ) পূর্বে আদম (আঃ) পর্যন্ত মানুষ দীন ইসলামের উপর ছিল। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত দশটি প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে। (আল মাজমা ৬/৩১৮) সুতরাং হে কুরাইশরা! আল্লাহর কাছে তোমরা তাদের অপেক্ষা বেশী প্রিয় নও। তোমরা নাবীকূল শিরমনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করছ! অতএব তোমরা আরও বেশী শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়েছ।

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কোন বান্দার কোন কাজ গোপন নেই। ভাল ও মন্দ সবই তাঁর কাছে প্রকাশমান। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই তিনি জানেন। প্রত্যেক আমল তিনি দেখতে রয়েছেন।

১৮। কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ  
কামনা করলে আমি যাকে যা  
ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি; পরে  
তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত  
করি যেখানে সে প্রবেশ করবে  
নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত  
অবস্থায়।

۱۸. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ  
عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ  
نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ  
يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا

<p>১৯। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।</p>	<p>۱۹. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا</p>
---	---

### দুনিয়াদারী ও আখিরাত মুখীদের জন্য পরকালের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে তার সব চাহিদা পূর্ণ হবে তা নয়। বরং তিনি যার যে চাহিদা পূর্ণ করতে চান পূর্ণ করেন। **ثُمَّ جَعَلْنَا** তবে হ্যাঁ, এরূপ লোক পরকালে সম্পূর্ণরূপে শূন্য হস্ত রয়ে যাবে। সেখানে সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে সে অত্যন্ত লাঞ্চিত ও অপমানিত অবস্থায় থাকবে। সে ধ্বংসশীলকে চিরস্থায়ীর উপর এবং দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছিল। এ জন্যই সেখানে সে আল্লাহর করুণা হতে দূরে থাকবে।

<p>২০। তোমার রাব্ব তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের দান অব্যাহত।</p>	<p>۲۰. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا</p>
---	---

<p>২১। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।</p>	<p>۲۱. أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا</p>
--	---



দুই প্রকারের লোককে আমি (আল্লাহ) বাড়িয়ে দিয়ে থাকি। এক প্রকার হল তারা, যারা শুধু দুনিয়াই কামনা করে। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক হল তারা, যারা পরকাল চায়। এদের যারা যেটা চায়, তাদের জন্য সেটাই বৃদ্ধি করে থাকি। হে নাবী! এটা তোমাদের রবের বিশেষ দান। তিনি এমন দানকারী ও এমন বিচারক যিনি কখনও যুলুম করেননা। ভাগ্যবানকে সৌভাগ্য এবং হতভাগাকে তিনি দুর্ভোগ দিয়ে থাকেন। তার আহকাম কেহ খন্ডন করতে পারেনা।

وَمَا كَانَ عَطَاءَ رَبِّكَ مَحْظُورًا তোমার রবের দান অব্যাহত। তা কারও বন্ধ করা দ্বারা বন্ধও হয়না এবং কেহ দূর করার চেষ্টা করলে তা সরেও যায়না। তাঁর দান অফুরন্ত, তা কখনও কমেনা। মহান আল্লাহ বলেন :

انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ লক্ষ্য কর, দুনিয়ায় আমি মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী রেখেছি। তাদের মধ্যে ধনীও আছে, ফকীরও আছে এবং মধ্যবিত্তও আছে। কেহ দেখতে সুন্দর, কেহ দেখতে কুৎসিত এবং কেহ এর মাঝামাঝি। কেহ বাল্যাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে, কেহ পূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হয়ে মারা যাচ্ছে, আবার কেহ এই দুইয়ের মাঝামাঝি বয়সে মারা যাচ্ছে।

وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا শ্রেণী বিভাগের দিক দিয়ে আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে অনেক উত্তম। কেহ শৃংখল পরিহিত অবস্থায় জাহান্নামের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করবে, কেহ আল্লাহর করুণা ও দয়ায় জান্নাতে পরম সুখে কালতিপাত করবে। তারা সেখানে বিরাট অট্টালিকায় নি‘আমাত প্রাপ্ত হবে এবং শান্তিতে আরামের মধ্যে থাকবে। জাহান্নামীদের অনুরূপ জান্নাতীদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। এক একটি শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান ও তারতম্য রয়েছে। জান্নাতের মধ্যে একশ’টি শ্রেণী রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যারা জান্নাতের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করবে তারা ইল্লীয়িনের লোকদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন তোমরা কোন উজ্জ্বল তারকাকে উচ্চাকাশে দেখে থাক। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১৭৭)

وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا সুতরাং আখিরাত শ্রেণী ও ফাযীলাতের দিক দিয়ে খুবই বড়।

২২। আল্লাহর সাথে অপর কোন মা'বুদ স্থির করনা; তাহলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।

۲۲. لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا  
ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا

### ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করনা

ইবাদাতের বাধ্য বাধকতা যাদের উপর রয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলা এখানে সম্মোদন করছেন। তিনি বলছেন : তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর। তাঁর ইবাদাতে অন্য কেহকে শরীক করনা। যদি এরূপ কর তাহলে লাঞ্চিত হবে এবং তোমাদের উপর থেকে আল্লাহর সাহায্য সরে যাবে। ঐ সময় তোমাদেরকে তারই কাছে সমর্পণ করা হবে যার তোমরা ইবাদাত করবে। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়। ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর যার কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ এক ও অংশীবিহীন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে দারিদ্রতায় পতিত হয় এবং লোকদের কাছে ঐ দারিদ্রতা দূর করার জন্য সাহায্যের প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার ক্ষুধা নিবারণ করেননা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে, তিনি তার প্রার্থনা কবুল করেন এবং তাকে সম্পদশালী করে দেন, তাড়াতাড়ি হোক অথবা বিলম্বেই হোক।' (আহমাদ ১/৪০৭, আবু দাউদ ২/২৯৬, তিরমিযী ৬/৬১৭)

২৩। তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমাদের জীবদশায় থাকাকালে বার্ষিক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তি সূচক কিছু বলনা এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা

۲۳. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا  
إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ  
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ

করনা; তাদের সাথে কথা বল  
সম্মান সূচক নম্রভাবে।

هُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ  
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

২৪। অনুকম্পায় তাদের প্রতি  
বিনয়াবনত থাক এবং বল :  
হে আমার রাব্ব! তাঁদের প্রতি  
দয়া করুন যেভাবে শৈশবে  
তঁারা আমাকে লালন পালন  
করেছিলেন।

۲۴. وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ  
الذَّلِّ مِنَ الرِّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ  
أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

## আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে এবং মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে

এখানে **قَضَى** শব্দের অর্থ আদেশ করা। আল্লাহ তা'আলার গুরুত্বপূর্ণ আদেশ  
যা কখনও নড়বার নয়। তা এই যে, ইবাদাত করতে হবে শুধু আল্লাহর এবং  
মাতা-পিতার আনুগত্যে যেন তিল পরিমাণও ত্রুটি না হয়। উবাই ইব্ন কা'ব  
(রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং যাহহাক ইব্ন মাযাহিমের (রহঃ) কিরাআতে  
**قَضَى** এর স্থলে **وَصَّى** রয়েছে। এই দু'টি হুকুম একই সাথে যেমন এখানে  
রয়েছে, অনুরূপভাবে আরও বহু আয়াতেও রয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে :

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا ذِكُّكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তনতো  
আমারই নিকট। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৪)

**وَلَا تَنْهَرُهُمَا** বিশেষ করে তাদের বার্ষিকের সময় তাদের সাথে ভদ্রতাপূর্ণ  
আচরণ করা, কোন বড় কথা মুখ দিয়ে বের না করা, এমনকি তাদের সামনে  
কোন বিরক্তিসূচক কথা উচ্চারণ না করা।

‘আতা ইব্ন রাবাহ (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হল বেআদবীর সাথে নিজের  
হাত তাদের দিকে না বাড়ানো। (তাবারী ১৭/৪১৭)

বরং **وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا** আদব ও সম্মানের সাথে কথাবার্তা বলা, ভদ্রতার সাথে কথোপকথন করা, তারা যে সং কাজে সম্বৃষ্ট থাকেন সেই কাজ করা, তাদেরকে দুঃখ না দেয়া। **وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ** তাদের সামনে বিনয় প্রকাশ করা, তাদের বার্ষক্যের সময় এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য দু'আ করা অবশ্য কর্তব্য।

বিশেষ করে নিম্নরূপ দু'আ করতে হবে : **رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا** : হে আমার রাব্ব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : কাফিরদের জন্য দু'আ করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

**مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ**

নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১১৩) পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার অনেক হাদীস রয়েছে। একটি রিওয়াযাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মিসরের উপর উঠে তিনবার আমীন বলেন। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : 'আমার কাছে জিবরাঈল (আঃ) এসেছিলেন। এসে তিনি বলেন : 'হে নাবী! ঐ ব্যক্তির নাক ধূলা-মলিন হোক, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হয়, অথচ সে আপনার উপর দুরূদ পাঠ করেনা। বলুন আমীন।' সুতরাং আমি আমীন বললাম। আবার তিনি বললেন : 'ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধুসরিত হোক যার জীবনে রামাযান এলো এবং চলেও গেল, অথচ তাকে ক্ষমা করা হলনা; বলুন আমীন।' আমি আমীন বললাম। পুনরায় তিনি বললেন : 'ঐ ব্যক্তিকেও আল্লাহ ধ্বংস করুন যে, তার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে পেল, অথচ তাদের খিদমাত করে জান্নাতে যেতে পারলনা; আমীন বলুন।' আমি তখন আমীন বললাম। (তিরমিযী ৫/৫৫০)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! যে তার মাতা-পিতার একজনকে অথবা উভয়কে পেল, অথচ তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে পেয়েও জান্নাত হাসিল করতে পারলনা। (আহমাদ ২/৩৪৬, মুসলিম ৪/১৯৭৮)

মুয়াবিয়া ইব্ন জাহিসাহ আস সুলামী (রহঃ) বলেন যে, জাহিসাহ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি জিহাদের যাওয়ার জন্য আপনার কাছে এসেছি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘তোমার মা (বঁচে) আছে কি?’ উত্তরে সে বলল : হ্যাঁ, আছে।’ তখন তিনি লোকটিকে বললেন : ‘যাও, তারই খিদমাতে লেগে থাক, জান্নাত তার পায়ের কাছে রয়েছে।’ (আহমাদ ৩/৪২৯, নাসাঈ ৬/১১, ইব্ন মাজাহ ২/৯৩০)

মিকদাম ইব্ন মা‘যীকারিব (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতা সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতা সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতা সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন : তিনি তোমাদেরকে তোমাদের নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে অসীয়াত করেছেন, প্রথমে সর্বাপেক্ষা নিকটতমদের ব্যাপারে এবং এরপর তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে (অসীয়াত করেছেন)। (আহমাদ ৪/১৩২, ইব্ন মাজাহ ২/১২০৭ আবদুল্লাহ ইব্ন আইয়াস থেকে)

বানু ইয়ারবু গোত্রের এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে। তখন তিনি এক লোককে বলছিলেন : ‘দাতার হাত উপরে। তোমরা সদাচরণ কর তোমাদের মাতাদের সাথে, পিতাদের সাথে, বোনদের সাথে, ভাইদের সাথে এবং এরপর পরবর্তী নিকটতম আত্মীয়দের সাথে এভাবে স্তরের পর স্তর।’ (আহমাদ ৪/৬৪)

২৫। তোমাদের রাব্ব তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; তোমরা যদি সৎ কর্মপরায়ণ হও তাহলে তিনি তাদের (আল্লাহ অভিমুখীদের) প্রতি ক্ষমাশীল।

২৫. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ  
إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ  
كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

**ভুলক্রমে মাতা-পিতার সাথে ব্যবহারে কোন অপরাধ হলে তা  
উত্তম ব্যবহার ও অনুশোচনা দ্বারা মিটে যায়**

সান্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা ঐ লোকদের বুঝানো হয়েছে যাদের হঠাৎ করে পিতা-মাতাদের সাথে কোন কথা বলা হয়ে যায় যা তাদের কাছে মনে হয়নি যে, ওটা দোষের ও পাপের হতে পারে। তাদের নিয়্যাত ভাল

বলে আল্লাহ তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখেন। (তাবারী ১৭/৪২২) رَبُّكُمْ

أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

তোমাদের রাক্ষ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; তোমরা যদি সৎ কর্মপরায়ণ হও তাহলে তিনি তাদের (আল্লাহ অভিমুখীদের) প্রতি ক্ষমাশীল।

শু'বাহ (রহঃ) ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন : এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা পাপ করে, অতঃপর তাওবাহ করে। আবার পাপ করে এবং আবার তাওবাহ করে। (তাবারী ১৭/৪২৩)

আ'তা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : তারা ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা ভালর দিকে ফিরে আসে। (তাবারী ১৭/৪২৪, ৪২৫) মুজাহিদ (রহঃ) উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) থেকে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন : এখানে ঐ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যে, সে একাকী নির্জনে থাকা অবস্থায় তার কৃত পাপসমূহের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। এ বিষয়ে মুজাহিদও (রহঃ) তার সাথে একমত পোষণ করেন। (তাবারী ১৭/৪২৪)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন : এ বিষয়ে তাদের মতামত/দৃষ্টিভঙ্গি উত্তম যারা বলেন যে, এ আয়াতে ঐ ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে যারা পাপ করার পর অনুতপ্ত হয়, যারা অবাধ্যতা থেকে ফিরে এসে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ করে এবং আল্লাহ যা ভালবাসেন, আল্লাহর খুশির জন্য তারা তা পছন্দ করেন। (তাবারী ১৭/৪২৫) তিনি যা বলেছেন এটাই উত্তম বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنْ إِلَيْنَا يُبَايِعُ

নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ২৫)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর হতে ফিরার সময় বলতেন :

أَبُونُ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাহকারী, ইবাদাতকারী এবং আমরা আমাদের রাবের প্রশংসাকারী। (ফাতহুল বারী ৩/৭২৪)

<p>২৬। আত্মীয় স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও, এবং কিছুতেই অপব্যয় করনা।</p>	<p>۲۶. وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا</p>
<p>২৭। নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শাইতানের ভাই এবং শাইতান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।</p>	<p>۲۷. إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا</p>
<p>২৮। আর তুমি যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তুমি তোমার রবের নিকট হতে অনুকম্পা লাভের প্রত্যাশায় ও সন্ধানে থাক তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল।</p>	<p>۲۸. وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ أَبْغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا</p>

### আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অপব্যয় না করার নির্দেশ

মাতা-পিতার সাথে সদয় আচরণের নির্দেশ দানের পর আল্লাহ তা‘আলা আত্মীয়দের সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মাতার সাথে সদাচরণ কর এবং পিতার সাথেও সদাচরণ কর। তারপর তার সাথে উত্তম ব্যবহার কর যে বেশী নিকটবর্তী, তারপর তার পরবর্তী যে বেশী নিকটবর্তী।’ (আহমাদ ২/২২৬) অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি তার জীবিকায় ও বয়স বৃদ্ধি বা উন্নতি চায় সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।’ (মুসলিম ৪/১৯৮২)

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا খরচের হুকুমের পর অপব্যয় করতে আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন। মানুষের কৃপণ হওয়াও উচিত নয় এবং অপব্যয়ী হওয়াও উচিত নয়, বরং মাধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা, কার্পণ্যও করেনা; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৭)

তারপর আল্লাহ তা‘আলা অপব্যয়ের মন্দগুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَأَنوَإِ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ অপব্যয়কারী লোকেরা শাইতানের ভাই।

تَبْذِيرًا বলা হয় অন্যায় পথে ব্যয় করাকে।

ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে বিনা প্রয়োজনে অহেতুক অর্থ কড়ি খরচ করা। (তাবারী ১৭/৪২৮) ইবন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি তার কাছে থাকা সমস্ত সম্পদও সঠিক কাজে ব্যয় করে তাহলে ঐ ব্যয় করাকে অপব্যয় বলা যাবেনা। কিন্তু সে যদি অহেতুক/বাজে কাজে সামান্য অর্থও ব্যয় করে তা’ই অপব্যয়। (তাবারী ১৭/৪২৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : অপব্যয় হল আল্লাহর অবাধ্যতায় পাপ কাজে, ভুল পথে এবং অনাচার/নীতি বিবর্জিত কাজে কোন কিছু ব্যয় করা। (তাবারী ১৭/৪২৯)

আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন : বানু তামীম গোত্রের এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে : হে আল্লাহর রাসূল! আমার অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে, আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি রয়েছে। আমি বিলাস বহুল শহুরে জীবন যাপন করছি। দয়া করে আমাকে বলুন! আমি কিভাবে ব্যয় করব এবং কতটুকু ব্যয় করব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন :

‘প্রথমে তুমি যাকাতকে তোমার সম্পদ হতে পৃথক করে নাও, তাহলে তোমার সম্পদ পবিত্র হবে। তারপর তোমার আত্মীয় স্বজনদের সাথে সৎ ব্যবহার কর, ভিক্ষুককে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং প্রতিবেশী ও মিসকীনদের উপরও খরচ কর।’ সে আবার বলল : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অল্প কথায় পূর্ণ উদ্দেশ্যটি আমাকে বুঝিয়ে দিন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি



ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন : ‘আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের হক আদায় কর এবং বাজে খরচ করনা।’ সে তখন বলল : **حَسْبِيَ اللَّهُ** অর্থাৎ আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। আচ্ছা জনাব! যখন আপনার যাকাত আদায়কারীকে আমার যাকাতের সম্পদ প্রদান করব তখন কি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুক্ত হয়ে যাব? (অর্থাৎ আমার উপর আর কোন দায়িত্ব থাকবেনাতো?)’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে তাকে বললেন : ‘হ্যাঁ, যখন তুমি আমার পক্ষ থেকে যাকাত আদায়কারীকে তোমার যাকাতের মাল প্রদান করবে তখন তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তোমার জন্য প্রতিদান ও পুরস্কার সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যে উহা উল্টে দিবে, এর পাপ তার উপরই বর্তাবে।’ (আহমাদ ৩/১৩৬)

এখানে বলা হয়েছে : অপব্যয়, নির্বুদ্ধিতা, আল্লাহর আনুগত্য হতে ফিরে আসা এবং অবাধ্যতার কারণে অপব্যয়ী লোকেরা শাইতানের ভাই। **وَكَانَ** শাইতানের মধ্যে এই বদঅভ্যাসই আছে যে, সে আল্লাহর নি‘আমাতের না শোকরী করে এবং তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

**وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا** আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের কেহ যদি তোমার কাছে কিছু চায় এবং ঐ সময় তোমার হাতে কিছুই না থাকে, আর এ কারণে তোমাকে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় তাহলে তাকে নরম কথায় বিদায় করতে হবে। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৭/৪৩১, ৪৩২)

২৯। তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা; তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে।

২৯. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقَعْدَ مَلُومًا مُحْسُورًا

৩০। তোমার রাব্ব যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন; তিনি তাঁর দাসদেরকে ভালভাবে জানেন ও দেখেন।

۳۰. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

### ব্যয় করার ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন : খরচ করার ব্যাপারে তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ কৃপণও হয়োনা এবং অপব্যয়ীও হয়োনা। তোমার হাত তোমার গ্রীবার সাথে বেধে রেখনা। অর্থাৎ এমন কৃপণ হয়োনা যে, কেহকেও কিছু দিবেনা। ইয়াহুদীরাও এই বাক পদ্ধতিই ব্যবহার করত এবং বলত যে, আল্লাহর হাত বন্ধ রয়েছে। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক যে, তারা কার্পণ্যের দিকে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্ক স্থাপন করত। অথচ আল্লাহ তা'আলা বড় দাতা, দয়ালু এবং পবিত্র। কার্পণ্য থেকে তিনি বহু দূরে রয়েছেন। মহান আল্লাহ কার্পণ্য করা থেকে নিষেধ করার পর অপব্যয় করা থেকেও নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন :

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ তোমরা এত মুক্তহস্ত হয়োনা যে, সাধ্যের অতিরিক্ত দান করে ফেলবে। অতঃপর তিনি এই হুকুম দু'টির কারণ বর্ণনা করছেন যে, কৃপণতা করলে তোমরা নিন্দার পাত্র হবে। সবাই বলবে যে, লোকটি বড়ই কৃপণ। সুতরাং সবাই তোমার থেকে দূরে সরে থাকবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দান খাইরাত করার ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে যায়, শেষে সে অসমর্থ হয়ে বসে পড়ে। তার হাত শূন্য হয়ে যায় এবং এর ফলে সে দুর্বল ও অপারগ হয়ে পড়ে। যেমন কোন জন্তু চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পথে আটকে যায়। حَسِيرٌ এর অর্থ হচ্ছে ক্লান্ত হওয়া। সূরা মুল্ক-এ এসেছে :

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ فَإِذْ جِئَ الْبَصَرُ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি দেখতে পাবেনা; আবার দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ৩-৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘কৃপণ ও দাতার দৃষ্টান্ত ঐ দুই ব্যক্তির মত যাদের শরীরে গলা হতে বক্ষ পর্যন্ত দু’টি লোহার জামা রয়েছে। দাতা ব্যক্তি যখন খরচ করে তখন ওর বর্মটি বৃদ্ধি পেয়ে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেয়, এমন কি তার সমস্ত শরীরও ঢেকে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখনই খরচ করার ইচ্ছা করে তখনই তার জুব্বার কড়াগুলি আরও সংকুচিত হয়ে যায়। সে যতই ওটাকে প্রশস্ত করার ইচ্ছা করে ততই তা সংকুচিত হয় এবং একটুও প্রশস্ত হয়না।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৫৮, মুসলিম ২/৭০৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, মুয়াবিয়া ইব্ন আবী মুজাররিদ (রহঃ) সাঈদ ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় দু’জন মালাক আকাশ থেকে অবতরণ করেন। একজন প্রার্থনা করেন : হে আল্লাহ! আপনি দাতাকে প্রতিদান দিন।’ আর অন্যজন প্রার্থনা করেন : হে আল্লাহ! আপনি কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করুন।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দান খাইরাতে কারও সম্পদ কমে যায়না এবং প্রত্যেক দাতাকে আল্লাহ তা‘আলা সম্মানিত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশক্রমে অন্যদের সাথে বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করে, আল্লাহ তা‘আলা তার মর্যাদা উঁচু করেন।’ (মুসলিম ৪/২০০১)

আবু কাসীর (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা লোভ হতে বেঁচে থাক। এই লোভ লালসাই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। লোভ

লালসার প্রথম হুকুম হল : ‘তুমি কার্পণ্য কর।’ তখন সে কার্পণ্য করে। তারপর সে বলে : ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন কর।’ সুতরাং সে সম্পর্ক ছিন্ন করে। অতঃপর সে বলে : ‘অসৎ কাজে লিপ্ত হও।’ এবারও সে তার কথা মতই কাজ করে।’ (আহমাদ ২/১৫৯) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ আল্লাহ তা‘আলাই হচ্ছেন তাঁর বান্দাদের রিয়্যকদাতা। তিনিই রিয়্যক বৃদ্ধি করেন এবং তিনিই হ্রাস করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ধনী এবং যাকে ইচ্ছা গরীব করেন। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমাত বা নিপুণতায় পরিপূর্ণ।

إِنَّهُ كَانَ بَعَادَهُ خَيْرًا بَصِيرًا তিনি ভাল রূপে জানেন কে সম্পদ লাভের যোগ্য, আর কে দরিদ্র অবস্থায় কালাতিপাত করার যোগ্য। তবে হ্যাঁ, এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কতক লোকের পক্ষে ধনের প্রাচুর্যতা ঢিল বা অবকাশ হিসাবে হয়ে থাকে এবং কতক মানুষের পক্ষে দারিদ্রতা শাস্তি স্বরূপ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এই দুটো হতে রক্ষা করুন! আমীন!!

৩১। তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করা, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিই; তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

۳۱. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ كُنْ نَزُّقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

### শিশু সন্তানকে হত্যা করা নিষেধ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : দেখ, আমি তোমাদের উপর তোমাদের মাতা-পিতার চেয়েও বেশী দয়ালু। তিনি মাতা-পিতাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে ধন-সম্পদ প্রদান করে। তাদেরকে আরও আদেশ করছেন যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে হত্যা না করে। অজ্ঞতার যুগে মানুষ তাদের কন্যাদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ প্রদান করতনা এবং তাদেরকে জীবিত রাখাও পছন্দ করতনা। এমনকি গরীব হওয়ার ভয়ে কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত কাবর দেয়া তাদের একটা সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা এই জঘন্য প্রথাকে খন্ডন করছেন। তিনি বলছেন :

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ এটা কতই না অবাস্তব ধারণা যে, তোমরা তাদেরকে খাওয়াবে কোথা থেকে? জেনে রেখ যে, কারও জীবিকার দায়িত্ব কারও উপর নেই। সবারই জীবিকার ব্যবস্থা মহান আল্লাহই করেন। সূরা আন'আমে রয়েছে :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা। কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিই। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৫১) إِنَّ

فَتْلَهُمْ تাদের হত্যা করা মহাপাপ (বড় পাপ/কাবীরাহ গুনাহ)।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন : আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে বড় পাপ এই যে, তুমি তার শরীক স্থাপন করছ, অথচ তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন : ‘এরপর কোনটি?’ তিনি জবাবে বলেন : ‘তুমি তোমার সন্তানদেরকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, তারা তোমার খাদ্যে অংশী হবে।’ তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন : ‘এরপর কোনটি?’ তিনি উত্তর দেন : ‘তুমি তোমার প্রতিবেশিনীর সাথে ব্যভিচার করবে।’ (ফাতহুল বারী ৮/১৩)

৩২। তোমরা অবৈধ যৌন  
সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা,  
ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

۳۲. وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ  
فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

**অবৈধ মিলন এবং এ পথে প্ররোচিত করে এমন কাজ করা  
হতে বিরত থাকতে আদেশ করা হয়েছে**

আল্লাহ তা‘আলা ব্যভিচার ও ওতে উৎসাহিত করে বা প্ররোচিত করে এমন সমস্ত দুষ্কার্য হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। শারীয়াতে ব্যভিচারকে কাবীরাহ বা বড় পাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন : একজন যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ব্যভিচারের অনুমতি প্রার্থনা

করে। জনগণ প্রতিবাদ করে বলে : ‘চুপ কর, কি বলছ?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন : ‘বসে যাও।’ সে বসে গেলে তিনি তাকে বলেন : ‘তুমি এই কাজ কি তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর?’ উত্তরে সে বলে : ‘আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আল্লাহর শপথ! আমি কখনও এটা পছন্দ করিনা।’ তখন তিনি তাকে বললেন : ‘অন্যরাও তাদের মায়ের জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।’ এরপর তিনি তাকে বললেন : ‘আচ্ছা, এই কাজটি তুমি তোমার মেয়ের জন্য পছন্দ কর কি?’ সে বলল : ‘আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা।’ তিনি বললেন : ‘ঠিক এরূপই অন্যরাও তাদের মেয়ের জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।’

তারপর তিনি বললেন : ‘এই কাজটি তুমি তোমার বোনের জন্য পছন্দ করবে কি? এবারও সে বলল : ‘আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘এরূপ অন্যরাও তাদের বোনের জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।’ অতঃপর তিনি বললেন : ‘কেহ তোমার ফুফুর সাথে এই কাজ করুক এটা তুমি পছন্দ কর কি?’ সে বলল : ‘আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘এরূপ অন্যরাও তাদের ফুফুর জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।’

এরপর তিনি বলেন : ‘তোমার খালার জন্য এ কাজ তুমি পছন্দ কর কি?’ উত্তরে সে বলল : ‘আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘এরূপ অন্যরাও তাদের খালার জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।’

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাত তার মাথার উপর স্থাপন করে দু’আ করলেন : ‘হে আল্লাহ! আপনি এর পাপ ক্ষমা করুন! এর অন্তর পবিত্র করে দিন এবং একে অপবিত্রতা হতে বাঁচিয়ে নিন!’ অতঃপর তার অবস্থা এমন হল যে, সে কোন মহিলার দিকে দৃষ্টিপাতও করতনা। (আহমাদ ৫/২৫৬)

৩৩। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা; কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি

۳۳. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي  
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ

প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সেতো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই।

مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ  
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ  
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

### শারঈ কারণ ছাড়া কেহকে হত্যা করা যাবেনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, শারীয়াতের কোন হক ছাড়া কেহকেও হত্যা করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ এক এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছে তাকে তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া হত্যা করা বৈধ নয়। কারণগুলি হচ্ছে : হয়ত সে কেহকেও হত্যা করেছে অথবা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার করেছে কিংবা দীন হতে ফিরে গিয়ে জামা‘আতকে পরিত্যাগ করেছে। (ফাতহুল বারী ১২/২০৯, মুসলিম ৩/১৩০২)

সুন্নাহের হাদীসে রয়েছে যে, সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট একজন মু‘মিনকে হত্যা করা অনেক বড় অপরাধ। (তিরমিযী ৪/২৫৬, নাসাঈ ৭/৮২, ইব্ন মাজাহ ২/৮৭৪)

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا  
অন্যভাবে নিহত হয় তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তার উত্তরাধিকারীদেরকে হত্যাকারীর উপর অধিকার দান করেছেন। তার উপর কিসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যা) লওয়া বা রক্তপণ গ্রহণ করা অথবা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়া তাদের ইখতিয়ারে রয়েছে।

একটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কুরআনের বিশেষজ্ঞ এবং দীনী জ্ঞানের সাগর ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের হুকুমকে সাধারণ হিসাবে ধরে নিয়ে মুআবিয়ার (রাঃ) রাজত্বের উপর এটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন যে, তিনি শাসনকার্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। কেননা উসমানের (রাঃ) ওয়ালী তিনিই ছিলেন। আর উসমান (রাঃ) শেষ পর্যায়ে যুল্মের সাথে শহীদ হয়েছিলেন। মুআবিয়া (রাঃ) আলীর (রাঃ) নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন যে, উসমানের (রাঃ)

হত্যাকারীদের উপর যেন কিসাস নেয়া হয়। কেননা মুআবিয়াও (রাঃ) উমাইয়া বংশীয় ছিলেন। আলী (রাঃ) এ ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা করছিলেন। এদিকে তিনি মুআবিয়ার (রাঃ) নিকট আবেদন করেছিলেন যে, তিনি যেন সিরিয়াকে তার হাতে অর্পণ করেন। মুআবিয়া (রাঃ) আলীকে (রাঃ) পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছিলেন : ‘যে পর্যন্ত না আপনি উসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদেরকে আমার হাতে সমর্পণ করবেন, ততদিন আমি সিরিয়াকে আপনার শাসনাধীন করবনা।’ সুতরাং তিনি সমস্ত সিরিয়াবাসীসহ আলীর (রাঃ) হাতে বাইআত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী কলহ শুরু হয় এবং মুআবিয়া (রাঃ) সিরিয়ার শাসনকর্তা হয়ে যান। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ওয়ারিসদের জন্য এটা উচিত নয় যে, হত্যার বদলে হত্যার ব্যাপারে তারা সীমা লংঘন করে। যেমন তার মৃতদেহকে নাক, কান কেটে বিকৃত করা অথবা হত্যাকারী ছাড়া অন্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা ইত্যাদি। শারীয়াতে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে অধিকার ও ক্ষমা প্রদানের দিক দিয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করা হয়েছে।

৩৪। পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়োনা এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

۳۴. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا  
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ  
أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ  
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

৩৫। মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।

۳۵. وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلَّمْتُمْ  
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



## ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মাপে ও ওয়নে সততা বজায় রাখার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়েনা। অর্থাৎ তোমরা অসদুদ্দেশ্যে ইয়াতীম বা পিতৃহীনের মালে হেরফের করনা।

**وَلَا تَأْكُلُوهُمَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ**

অথবা তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে বলে ওটা সত্ত্বরতা সহকারে আত্মসাৎ করনা; এবং দেখাশোনাকারী যদি অভাবমুক্ত হয় তাহলে ইয়াতীমের মাল খরচ করা হতে সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে। (সূরা নিসা, ৪ : ৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু যারকে (রাঃ) বলেন : ‘হে আবু যার (রাঃ)! আমি তোমাকে খুবই দুর্বল দেখছি এবং তোমার জন্য আমি ওটাই পছন্দ করছি যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। সাবধান! তুমি কখনও দুই ব্যক্তির ওয়ালী হবেনা এবং কখনও পিতৃহীনের মালের মুতাওয়ালী হবেনা।’ (মুসলিম ৩/১৪৫৮)

মহান আল্লাহ বলেন : **وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ** তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। যে প্রতিশ্রুতি ও লেনদেন হবে তা পালন করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করনা। জেনে রেখ যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

তারপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ মাপ ও ওয়ন সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন : **وَإِذَا كُنْتُمْ زُرُوعًا بِالْقُسْطَاسِ** তোমরা কোন কিছু মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে মেপে দিবে। মোটেই কম করবেনা। আর কোন জিনিস ওয়ন করে দেয়ার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওয়ন করে দিবে। এখানেও কেহকে ঠিকানোর চেষ্টা করবেনা। মাপ ও ওয়ন সঠিকভাবে করলে দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জগতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন :

‘হে বনিকের দল! তোমাদেরকে এমন দু’টি বিষয়ের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে যার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। ঐ দু’টি জিনিস হচ্ছে মাপ ও ওযন (সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে)।’ (তাবারী ১৭/৪৪৬)

৩৬। যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়োনা; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় - ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।

۳۶. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

### যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সেই সম্পর্কে কিছু বলা নিষেধ

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : তোমার যেটা জানা নেই সেই বিষয়ে মুখ খুলনা। না জেনে কারও উপর দোষারোপ করনা এবং কেহকেও মিথ্যা অপবাদ দিওনা। না দেখে দেখেছি বলনা, না শুনে শুনেছি বলনা। এবং না জেনে জানার কথাও বলনা। কেননা আল্লাহ তা‘আলার কাছে এই সব কিছুরই জবাবদিহি করতে হবে। মোট কথা, সন্দেহ ও ধারনার বশবর্তী হয়ে কিছু বলতে নিষেধ করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ যেমন এক জায়গায় বলেন :

أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২)

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা সন্দেহ করা থেকে বেঁচে থাক, সন্দেহ করা হচ্ছে জঘন্য মিথ্যা কথা। (ফাতহুল বারী ৯/১০৬) সুনান আবু দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মানুষের ঐ ধরনের কথা খুবই খারাপ যা মানুষ ধারণা করে থাকে।’ (আবু দাউদ ৫/২৫৪) অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জঘন্যতম অপবাদ এই যে, মানুষ মিথ্যা সাজিয়ে গুছিয়ে বলে যে, সে স্বপ্নে দেখেছে, অথচ সে স্বপ্ন দেখেনি। (ফাতহুল বারী ১২/৪৪৬) অন্য একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে : যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন নিজে বানিয়ে নেয় (অথচ সে তা স্বপ্নে দেখেনি), কিয়ামাতের দিন তাকে বলা হবে যে, সে যেন দু’টি যবের মধ্যে গিরা লাগিয়ে দেয়, কিন্তু তার

দ্বারা তা কখনওই সম্ভব হবেনা। (ফাতহুল বারী ১২/৪৪৬) কিয়ামাতের দিন চোখ, কান ও হৃদয়ের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

৩৭। ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করনা, তুমিতো কখনওই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবেনা।

۳۷. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

৩৮। এই সবের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার রবের নিকট ঘৃণ্য।

۳۸. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

### দাষ্টিকদের মত পদচারণা করা নিষেধ

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে দর্পভরে ও বাবুয়ানা চালে চলতে নিষেধ করেছেন। উদ্ধত ও অহংকারী লোকদের এটা অভ্যাস। এরপর তাদেরকে নীচু করে দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা বলছেন :

তুমি যতই মাথা উঁচু করে চল না কেন, তুমি পাহাড়ের উচ্চতা থেকে নীচেই থাকবে। আর যতই খট্ খট করে দম্ভভরে মাটির উপর দিয়ে চলনা কেন, তুমি যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবেনা। বরং এরূপ লোকদের অবস্থা বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে : এক ব্যক্তি জাকজমকের পোশাক পড়ে দর্পভরে চলছিল, এমতাবস্থায় তাকে যমীনে ধসিয়ে দেয়া হয় এবং কিয়ামাত পর্যন্ত সে নীচে নামতেই থাকবে। কুরআনুল কারীমে কারুনের কাহিনী বর্ণিত আছে যে, তাকে তার প্রাসাদসহ যমীনে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম ৩/১৬৫৪) পক্ষান্তরে, যারা নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করে তাদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা উঁচু করে দেন।

এ সবের মধ্যে যেগুলি মন্দ

সেগুলি তোমার রবের নিকট ঘৃণ্য। কোন কোন বিজ্ঞজন 'সাইয়িআতান' (سَيِّئَةً)

শব্দ পাঠ করতেন, যার অর্থ হচ্ছে খারাপ কাজ, গর্হিত কাজ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছু ব্রূত ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে।

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. وَلَا تَقْرَبُوا الرِّئْيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করা, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিই; তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হইয়ানা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা; কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সেতো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে। পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইয়ানা এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট। যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হইয়ানা। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় - ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করনা, তুমিতো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবেনা। এ সবার মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার রবের নিকট ঘৃণ্য (১৭ : ৩১-৩৮)

سَيِّئُهُ এর দ্বিতীয় পঠন سَيِّئُهُ রয়েছে। তখন অর্থ হবে : ‘আমি তোমাদেরকে যে সব কাজ থেকে নিষেধ করেছি ঐ সব কাজ অত্যন্ত মন্দ এবং আল্লাহ তা‘আলার নিকট অপছন্দনীয়। অর্থাৎ ‘সন্তানদেরকে হত্যা করা’ থেকে ‘দর্পভরে চলনা’ পর্যন্ত সমস্ত কাজ। আর سَيِّئُهُ পড়লে অর্থ হবে : إِيَّاهُ : তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা। যে হুকুম-আহকাম ও নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে যত খারাপ কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ওগুলো সবই আল্লাহ তা‘আলার নিকট অপছন্দনীয় কাজ। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

৩৯। তোমার রাব্ব অহীর দ্বারা তোমাকে যে হিকমাত দান করেছেন এগুলি উহার অন্তর্ভুক্ত; তুমি আল্লাহর সাথে কোন মা‘বুদ স্থির করনা, তাহলে তুমি নিন্দিত ও (আল্লাহর) অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

۳۹. ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۖ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ۚ آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا

### আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে রয়েছে হিকমাত

আল্লাহ তা‘আলা বলছেন : হে নাবী! যে সব হুকুম আমি নাযিল করেছি সবগুলি উত্তম গুণের অধিকারী এবং যে সব জিনিস থেকে আমি নিষেধ করেছি সেগুলি সবই জঘন্য। এসব কিছু আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে নাযিল করেছি যে, তুমি লোকদেরকে নির্দেশ দিবে এবং নিষেধ করবে।

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ۚ آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা‘বুদ স্থির করবেনা। অন্যথায় এমন এক সময় আসবে যখন তুমি নিজেকেই ভর্তসনা করবে এবং আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকেও তুমি তিরস্কৃত হবে। আর তোমাকে সমস্ত কল্যাণ থেকে দূরে রাখা হবে। এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাঁর উম্মাতকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা তিনিতো সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ।

৪০। তোমাদের রাব্ব কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি নিজে (মালাইকা/ ফেরেশতাদের) কন্যা রূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরাতো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক।

٤٠. أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ  
وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتِثًا إِنَّكُمْ  
لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا

### ‘মালাইকা আল্লাহর কন্যা-সন্তান’ এ দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা‘আলা অভিশপ্ত মুশরিকদের কথা খন্ডন করছেন। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন : এটা তোমরা খুব চমৎকার বস্তুনি করলে যে, পুত্র তোমাদের আর কন্যা আল্লাহর! যাদেরকে তোমরা নিজেরা অপছন্দ কর, এমনকি জীবন্ত কাবর দিতেও দ্বিধাবোধ করনা, তাদেরকেই আল্লাহর জন্য স্থির করছ, আবার তাদের ইবাদাতও করছ! অন্যান্য আয়াতসমূহে তাদের এই ধীকৃত নীতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. تَكَادُ السَّمَوَاتُ  
يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا.  
وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
إِلَّا ءَاتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ فَرْدًا

তারা বলে : দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরাতো এক ভয়ংকর কথার অবতারণা করেছে। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮৮-৯৫)

৪১। এই কুরআনে বহু নীতিবাক্য আমি বারবার বিবৃত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তাতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

٤١. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ এই পবিত্র কিতাবে (কুরআনে) আমি সমস্ত দৃষ্টান্ত খুলে খুলে বর্ণনা করেছি। প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে মানুষ মন্দ কাজ ও আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকে। وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا কিন্তু তবুও অত্যাচারী লোকেরা সত্যকে গ্রহণ করতে ঘৃণা করছে এবং ওর থেকে দূরে পলায়ন করা বেড়েই চলেছে।

৪২। বল : তাদের কথা মত যদি তাঁর সাথে আরও মা'বুদ থাকত তাহলে তারা আরশ অধিপতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত।

٤٢. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا

৪৩। তিনি পবিত্র, মহিমাম্বিত এবং তারা যা বলে তা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে।

٤٣. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

যে মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যদেরও ইবাদাত করে এবং তাদেরকে তাঁর শরীক মনে করে, আর মনে করে যে, তাদের কারণে তারা তাঁর নৈকট্য লাভ করবে তাদেরকে বলে দাও : তোমাদের এই বাজে ধারণার যদি কোন মূল্য থাকত তাহলে তারা যাদেরকে ইচ্ছা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাতো

এবং যাদের জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করত। কিন্তু ব্যাপারতো এই যে, স্বয়ং ঐ মা'বুদই তাঁর ইবাদাত করত ও তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান করত। সুতরাং তোমাদেরও শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করা উচিত। তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা মোটেই উচিত নয়। অন্য মা'বুদের কোন প্রয়োজনই নেই যে, তারা তোমাদের জন্য মাধ্যম হবে। এই মাধ্যম আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই অপছন্দনীয়। তিনি এটা অস্বীকার করছেন। তিনি তাঁর সমস্ত নাবী ও রাসুলের নিজ ভাষায় এরূপ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ আল্লাহর সত্তা অত্যাচারীদের বর্ণনাকৃত এই বিশেষণ হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। এই মলিনতা ও অপবিত্রতা হতে আমাদের রাক্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র। তিনি এক ও অভাবমুক্ত, কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির তাঁকে প্রয়োজন। তিনি পিতা-মাতা ও সন্তান হতে পবিত্র। তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই।

৪৪। সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যের সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা। কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা প্রায়ণ।

٤٤. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ  
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ  
شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ  
لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ  
كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

### সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে

সাত আকাশ, যমীন ও এগুলির অন্তর্বর্তী সমস্ত মাখলুক আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা, মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে। মুশরিকরা যে আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে বাজে ও মিথ্যা বিশেষণে বিশেষিত করছে, এর থেকে সমস্ত মাখলুক নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছে এবং তিনি যে মা'বুদ ও রাক্ব এটা তারা অকপটে স্বীকার করছে। তারা এটাও স্বীকার করছে যে তিনি এক, তাঁর কোন



অংশীদার নেই। অস্তিত্ব বিশিষ্ট সব কিছু আল্লাহর একাত্মের জীবন্ত সাক্ষী। এই নালায়েক, অযোগ্য ও অপদার্থ লোকদের আল্লাহ সম্পর্কে জঘন্য উক্তি সারা মাখলুক কষ্টবোধ করছে।

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ

هَذَا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا

এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯০-৯১) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

মাখলুকের মধ্যে وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ সমস্ত কিছু তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা করে। কিন্তু হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারনা। কেননা তাদের ভাষা তোমাদের জানা নেই। প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জড় পদার্থ সবকিছুই আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে।

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তাঁর খাওয়ার সময় খাদ্যের তাসবীহ শুনতে পেতেন। (ফাতহুল বারী ৬/৬৭৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতগুলি লোককে দেখেন যে, তারা তাদের উষ্ট্রী ও জন্তুগুলির উপর আরোহণরত অবস্থায় ওগুলিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ইহা দেখে তিনি তাদেরকে বলেন : ‘সওয়ারীতে শান্তির সাথে আরোহণ কর এবং উত্তমরূপে ওদেরকে মুক্ত কর। ওগুলিকে পথে ও বাজারের লোকদের সাথে কথা বলার চেয়ার বানিয়ে রাখনা। জেনে রেখ, অনেক সওয়ারী তাদের সওয়ারের চেয়েও উত্তম হয়ে থাকে।’ (আহমাদ ৩/৪৩৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাঙকে মারতে নিষেধ করেছেন। (নাসাঈ ৭/২১০)

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا আল্লাহ তা‘আলা বিজ্ঞানময় ও ক্ষমাশীল। তিনি তাঁর পাপী বান্দাদেরকে শান্তি দানে তাড়াহুড়া করেননা, বরং বিলম্ব করেন এবং অবকাশ দেন। কিন্তু এরপরেও যদি সে কুফরী ও পাপাচারে লিপ্ত থেকে যায় তখন অনন্যোপায় হয়ে তাকে পাকড়াও করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছেড়ে দেননা।’ (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন :

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন জনপদকে তাদের অত্যাচার-অবিচারের কারণে পাকড়াও করেন তখন এরূপই পাকড়াও হয়ে থাকে ... (শেষ পর্যন্ত)। (সূরা হুদ, ১১ : ১০২) অন্য আয়াতে রয়েছে :

فَكَأَيُّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبْنَؤُ مَّعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. وَدَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ تُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وَكَأَيُّ مِّنْ قَرْيَةٍ أُمْلِتُهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনও ভংগ করেননা, তোমার রবের একদিন তোমাদের গণনায় সহস্র বছরের সমান। এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪৫-৪৮) তবে হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ থেকে ফিরে আসে এবং তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করে থাকেন। যেমন এক জায়গায় রয়েছে :

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ

যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে এবং নিজের নাফসের উপর যুল্ম করে, অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সূরা নিসা, ৪ : ১১০) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

ফাতিরের শেষ আয়াতাতংশে তিনি বলেন :

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. وَأَقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. أُولَئِكَ يَسْمُرُونَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُونَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ

আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে। কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এলো তখন তারা শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র ওর উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তাহলে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের

কখনও কোন পরিবর্তন পাবেনা এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবেনা। তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা দেখতে পেত। তারাতো এদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪১-৪৫)

৪৫। তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করেনা তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই।

৫৫. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالًا خِرَةً حِجَابًا مُّسْتُورًا

৪৬। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি। তোমার রাব্ব এক, এটা যখন তুমি কুরআন হতে আবৃত্তি কর তখন তারা সরে পড়ে।

৫৬. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوُاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا

### মূর্তি পূজকদের অন্তরে পর্দা রয়েছে

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার এবং মূর্তি পূজকদের মাঝে একটি অদৃশ্য পর্দা টেনে দিই। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইবন যায়িদ (রহঃ) বলেন : তখন তাদের হৃদয়ে একটি আবরণ পরে যায়। (তাবারী ১৭/৪৫৭) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا

وَبَيْنَكَ حِجَابٌ

তারা বলে : তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সেই বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৫) অর্থাৎ তোমার বলা বাক্য আমাদের কাছে পৌছার ব্যাপারে কোন কিছুতে বাধা দিচ্ছে।

حَجَابًا مُّسْتَوْرًا এক প্রচ্ছন্ন পর্দা। অর্থাৎ এমন কিছু রয়েছে যা ঢেকে ফেলে, যা দেখা যায়না। সুতরাং তাদের মাঝে এমন কিছু রয়েছে যা তাদের হিদায়াতের জন্য বাধা স্বরূপ। ইব্ন জারীর (রহঃ) একেই উত্তম ব্যাখ্যা বলে মত প্রকাশ করেছেন।

মুসনাদ আবি ইয়ালা মুসিলীতে আসমা বিন্ত আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন **وَبَّ أَبِي لَهَبٍ** সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখন এক চোখ কানা বিশিষ্ট (আবু লাহাবের স্ত্রী) উম্মে জামীল একটি তীক্ষ্ণ পাথর হাতে নিয়ে ‘এই নিন্দিত ব্যক্তিকে আমরা মানবনা’ (বর্ণনাকারী আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমার ঠিক মনে নেই যে, সে কি বাক্য উচ্চারণ করেছিল) এ কথা চীৎকার করে বলতে বলতে আসে। সে আরও বলে : তার দীন আমাদের কাছে পছন্দনীয় নয়। আমরা তার ফরমানের বিরোধী।’ ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা ছিলেন এবং আবু বাকর (রাঃ) তাঁর পাশেই ছিলেন। তিনি তাঁকে বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেতো আসছে! আপনাকে দেখে ফেলবে?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘নিশ্চিত থাকুন, সে আমাকে দেখতে পাবেনা।’ অতঃপর তিনি তার থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে কুরআন থেকে **وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ**

এই আয়াতটিই পাঠ করেন। সে এসে আবু বাকরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করে : ‘আমি শুনেছি যে, তোমাদের নাবী নাকি আমার দুর্নাম করেছে?’ তিনি উত্তরে বলেন : ‘না, না। কা’বার রবের শপথ! তিনি তোমার কোন দুর্নাম বা নিন্দা করেননি।’ ‘সমস্ত কুরাইশ জানে যে, আমি তাদের নেতার কন্যা’ এ কথা বলতে বলতে সে ফিরে গেল। (মুসনাদ আবু ইয়ালা ১/৫৩) **وَجَعَلْنَا عَلَىٰ**

أَكْنَّةٌ قُلُوبِهِمْ তোমার ও তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই। অকনَّة শব্দটি

কন শব্দের বহুবচন। ঐ পর্দা তাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যার কারণে তারা কুরআন বুঝতে পারেনা। তাদের কানে বধিরতা রয়েছে, ফলে তারা তা ঐভাবে শুনতে পায়না যাতে তাদের উপকার হয়।

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন : হে নাবী! যখন তুমি কুরআনের ঐ অংশ পাঠ কর যাতে আল্লাহর একাত্ববাদের বর্ণনা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) রয়েছে তখন তারা পালাতে শুরু করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

একক আল্লাহর কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৫) মুসলিমদের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ মুশরিকদের মন বিষিয়ে তোলে। ইবলীস এবং তার সেনাবাহিনী এতে খুবই বিরক্ত হয় এবং এটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তাদের বিপরীত। তিনি চান তাঁর এই কালেমাকে সম্মুখ করে এটিকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে। ইহা এমন একটি কালেমা যে, এর উজ্জিকারী সফলকাম হয় এবং এর উপর আমলকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। দেখ, এই উপদ্বীপের অবস্থা তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত এই পবিত্র কালেমা ছড়িয়ে পড়েছে। (তাবারী ১৭/৪৫৮)

৪৭। যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শুনে তখন তারা কেন তা শুনে আমি তা ভাল জানি, এবং এটাও জানি যে, গোপনে আলোচনা কালে সীমা লঙ্ঘনকারীরা বলে : তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।

٤٧. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ  
بِهِمْ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ  
نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن  
تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا

৪৮। দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ খুঁজে পাবেনা।

٤٨. اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ  
الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا  
يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

### কুরআন তিলাওয়াত শোনার পর কাফিরদের পরামর্শ

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন : কাফির নেতৃবর্গ পরস্পর কথা বানিয়ে নিত। সেটাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন : হে নাবী! যখন তুমি কুরআন পাঠে মগ্ন থাক তখন এই কাফির ও মুশরিকদের দল চুপে চুপে পরস্পর বলাবলি করে : ‘এর উপর কেহ যাদু করেছে।’ ভাবার্থ এও হতে পারে : ‘এতো একজন মানুষ, যে পানাহারের মুখাপেক্ষী।’ যদিও এই শব্দটি এই অর্থে কবিতায়ও এসেছে এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকে সঠিকও বলেছেন, কিন্তু এতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এ স্থলে তাদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, স্বয়ং এ ব্যক্তি যাদুর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। কেহ কি আছে যে, তাকে এ সময় কিছু শিক্ষা দিয়ে যায়? কাফিরেরা তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রকাশ করত। কেহ বলত যে, তিনি কবি। কেহ বলত যাদুকর এবং কেহ বলত পাগল। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا  
কিভাবে এরা বিভ্রান্ত হচ্ছে! তারা সত্যের দিকে আসতেই পারছেননা।

মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিবাহ আয যুহরী (রহঃ) থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে আল্লাহর কালাম শোনার উদ্দেশ্যে এক রাতে আবু সুফিয়ান ইব্ন হারব, আবু জাহল ইব্ন হিশাম এবং আখনাস ইব্ন গুরাইক ইব্ন আমর ইব্ন অহাব আশ শাকাফী নিজ নিজ ঘর হতে বেরিয়ে আসে। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ঘরে রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায়

করছিলেন। ঐ তিন ব্যক্তি চুপে চুপে এখানে ওখানে বসে পড়ে। তাদের একের অপরের ব্যাপারে কোন খবর জানা ছিলনা। রাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা কুরআন পাঠ শুনতে থাকে। ফাজর হয়ে গেলে তারা সেখান থেকে চলে যায়। পথে তাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়। তখন তারা একে অপরকে তিরস্কার করে বলে : ‘এভাবে তোমরা আর এসোনা, তাহলে লোকদের কাছে তোমরা ভুল ধারণা পৌঁছাবে। ফলে সব লোকই তাঁর হয়ে যাবে।’ কিন্তু পরের রাতেও আবার ঐ তিন জনই আসে এবং নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে কুরআন শুনতে শুনতে রাত কাটিয়ে দেয়। ফাজরের সময় তারা চলে যায়। পথে আবার তাদের সাক্ষাত ঘটে। আবার তারা পূর্ব রাতের কথার পুনরাবৃত্তি করে। তৃতীয় রাতেও এরূপই ঘটে। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করে : ‘এসো, আমরা অঙ্গীকার করি যে, এরপর আমরা এভাবে আর কখনওই আসবনা।’ এভাবে অঙ্গীকার করে তারা পৃথক হয়ে যায়। সকালে আখনাস ইব্ন সুরাইক তার লাঠিটি হাতে ধরে আবু সুফিয়ানের (রাঃ) বাড়ী যায় এবং বলে : ‘হে আবু হানযালা!’ সত্যি করে বলত! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনলে সেই ব্যাপারে তোমার মতামত কি?’ আবু সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেন : ‘হে আবু সা’লাবাহ, আল্লাহর শপথ! আমি কুরআনের যে আয়াতগুলি শুনছি সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই ভাবার্থ আমি বুঝেছি, কিন্তু বহু আয়াতের অর্থ আমি বুঝতে পারিনি।’ আখনাস বলল : ‘তুমি যার শপথ করেছ, আমি তাঁর শপথ করেই বলছি! আমার অবস্থাও তাই।’ ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আখনাস আবু জাহলের কাছে গেল এবং তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করল। তখন আবু জাহল বলল : ‘শোন! শরাফাত ও নেতৃত্বের ব্যাপার নিয়ে আবদে মানাফের সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের প্রতিযোগিতা চলে আসছে। তারা মানুষকে খাদ্য দান করেছে, তাদের দেখাদেখি আমরাও মানুষকে খাদ্য দান করেছি। তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, আমরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি; তারা দান-খাইরাত করেছে, আমরাও দান-খাইরাত করেছি। ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতার মত আমাদের দুই গোত্রের মধ্যে সমান সমান মর্যাদার লড়াই চলে আসছিল। কোন ব্যাপারেই আমরা তাদের পিছনে থাকা পছন্দ করিনি। এসব কাজে যখন তারা ও আমরা সমান হয়ে গেলাম এবং কোনক্রমেই তারা আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারলনা তখন হঠাৎ করে তারা বলে বসল যে, তাদের মধ্যে নাবুওয়াত এসেছে। তাদের মধ্যে এমন একটি লোক রয়েছে যার কাছে নাকি আকাশ থেকে অহী এসে থাকে। এখন তুমি বল, আমরা কি করে



একে মানতে পারি? আল্লাহর শপথ! আমরা কখনও তাঁর উপর ঈমান আনবনা এবং কখনও তাঁকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করবনা।' ঐ সময় আখনাস তাকে ছেড়ে চলে যায়। (ইবন হিশাম ১/৩৩৭)

<p>৪৯। তারা বলে : আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত হব?</p>	<p>٤٩. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا</p>
<p>৫০। বল : তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লৌহ -</p>	<p>٥٠. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا</p>
<p>৫১। অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। তারা বলবে : কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? বল : তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়াবে এবং বলবে : ওটা কবে হবে? বল : হবে সম্ভবতঃ শীঘ্রই।</p>	<p>٥١. أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۚ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيَنْغَضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۚ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا</p>
<p>৫২। যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে</p>	<p>٥٢. يَدْعُوكُمْ يَوْمَ</p>

তাঁর আস্থানে সাড়া দিবে এবং  
তোমরা মনে করবে, তোমরা  
অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।

فَتَسْتَجِيبُونَ  
وَتَذُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا  
نَحْمَدُهُ

### পুনরায় জীবিত হওয়া অস্বীকারকারীদের দাবী খন্ডন

কাফির, যারা কিয়ামাতে বিশ্বাসী ছিলনা এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানকে  
অসম্ভব মনে করত, তারা অস্বীকারের উদ্দেশ্য নিয়ে জিজ্ঞেস করত : أَئِذَا كُنَّا  
عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا  
পরেও কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? অন্যত্র এই অস্বীকারকারীদের  
উক্তি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে :

يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا خِرَّةً. قَالُوا تِلْكَ  
إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

তারা বলে : আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই, গলিত অস্থিতে পরিণত  
হওয়ার পরও? তারা বলে : তা'ই যদি হয় তাহলেতো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।  
(সূরা নাযিয়াত, ৭৯ : ১০-১২) অন্যত্র বলা রয়েছে :

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ  
يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে  
যায়; বলে : অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল : ওর  
মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি  
প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৭৮-৭৯) সুতরাং  
তাদেরকে উত্তর দেয়া হচ্ছে :

হাড়তো  
قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ  
দূরের কথা, তোমরা পাথর হয়ে যাও বা লোহা হয়ে যাও অথবা এর চেয়ে শক্ত  
কিছু হয়ে যাও, যেমন পাহাড় বা যমীন অথবা আসমান, এমনকি যদি তোমাদের

মৃত্যুও হয়, তবুও তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই সহজ। তোমরা যা'ই হয়ে যাও না কেন, পুনরুত্থিত হবেই।

ইবন ইসহাক (রহঃ) ইবন আবী নাযিহ (রহঃ) হতে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি ইবন আব্বাসকে (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : ইহা হল মৃত ব্যক্তি। আতিয়িয়াহ (রহঃ) বলেন যে, ইবন উমার (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : তুমি যদি মৃতও হও তবুও আমি তোমাকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। (তাবারী ১৭/৪৬৩) সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৪৬৩) এর অর্থ হল এই যে, আল্লাহ যখনই চান তখনই তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে সক্ষম। তিনি যখন যা চান তা করতে কিংবা বাধা দিতে পারে এমন কেহ নেই। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আকাশ, পৃথিবী কিংবা পাহাড় যেখানেই পালিয়ে বেড়াও না কেন, তোমার মৃত্যুর পর আল্লাহ তোমাকে পুনরুজ্জীবিত করবেনই। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا তারা (কাফির ও মুশরিকরা) জিজ্ঞেস করে : 'আচ্ছা, আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, অথবা পাথর ও লোহা হয়ে যাব, বা এমন কিছু হয়ে যাব যা খুবই শক্ত, তখন কে এমন আছে যে আমাদেরকে নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত করবে? أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ هُوَ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ তুমি তাদের এই প্রশ্ন ও বাজে প্রতিবাদের জবাবে তাদেরকে বুঝিয়ে বল : তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন তিনিই যিনি তোমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যখন তোমরা কিছুই ছিলেনা। তাহলে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কঠিন হতে পারে কি? না, বরং এটা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ, তোমরা যা কিছুই হয়ে যাও না কেন।

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রুম, ৩০ : ২৭)

এ উত্তরে তারা সম্পূর্ণরূপে নির্বাক হয়ে যাবে বটে, কিন্তু এর পরেও তারা হঠকারিতা ও দুষ্টামি হতে বিরত থাকবেনা এবং তাদের বদ আকীদাহ পরিত্যাগ করবেনা। বরং তারা উপহাসের ছলে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলবে : وَيَقُولُونَ

هُوَ مَتَى এবং বলবে : ওটা কবে? ‘আচ্ছা, ওটা হবে কখন? যদি সত্যবাদী হও তাহলে এর নির্দিষ্ট সময় বলে দাও?’

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

তারা বলে : তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল : এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৪৮)

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। (সূরা শূরা, ৪২ : ১৮) বেঈমানদের অভ্যাস এই যে, তারা সব কাজেই তাড়াহুড়া করে। তাই তাদের প্রশ্নের জবাবে বলা হচ্ছে :

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا এই সময় অতি নিকটবর্তী। তোমরা এ জন্য অপেক্ষা করতে থাক। এটা যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যা আসার তা আসবেই এটা মনে করে নাও।

إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ

অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। (সূরা রুম, ৩০ : ২৫)

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ : ৫০)

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি ‘হও,’ ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা নাহল, ১৬ : ৪০)

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র; ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ : ১৩-১৪)

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ তোমাদের দ্বারা হাশরের মাইদান পূর্ণ হয়ে যাবে। কাবর হতে উঠে আল্লাহর প্রশংসা করে তাঁর নির্দেশ পালনে তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে।

وَتَتَذَكَّرُونَ إِن لَّبِثُمْ إِلَّا قَلِيلًا ঐ সময় মানুষের বিশ্বাস হবে যে, তারা খুব অল্প সময় দুনিয়ায় অবস্থান করেছে।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৪৬)

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. لَّحْنُ أَعْلَمَ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে : তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। তারা কি বলবে তা আমি ভাল জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে : তোমরা এক দিনের বেশি অবস্থান করেনি। (সূরা, তা-হা, ২০ : ১০২-১০৪)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ

যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা এক ঘন্টার বেশি (দুনিয়ায়) অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হত। (সূরা রুম, ৩০ : ৫৫)

قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلُ الْعَادِينَ. قُلْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

তিনি বলবেন : তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে : আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন : তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১১২-১১৪)

৫৩। আমার দাসদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল; শাইতান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেয়; শাইতান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৫৩. وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا اَلَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

### মানুষের উচিত নম্রভাবে উত্তম কথা বলা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন : তুমি আমার মু'মিন বান্দাদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন উত্তম ভাষায়, সুবাক্যে এবং ভদ্রতার সাথে কথা বলে। অন্যথায় শাইতান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যাবে। মনে রেখ যে, আদমের সৃষ্টি এবং তাকে ইবলীসের সাজদাহ করতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে যে শত্রুতা শুরু হয়েছে তা এখনও আদম সন্তানের মধ্যেও সে বজায় রেখেছে। এ কারণে কোন মুসলিম ভাইয়ের দিকে কোন লৌহ শলাকা দ্বারা ইশারা করাও নিষেধ। কেননা হয়ত শাইতান ওটা দ্বারা তার শরীরে ছোয়া লাগিয়ে দিবে। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা কেহ তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কখনও অস্ত্র দ্বারা ইশারা করবেনা। কারণ সে জানেনা যে, ঐ অস্ত্র দ্বারা শাইতান তাকে আঘাত করতে প্ররোচিত করছে এবং এর ফলে সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (আহমাদ ২/৩১৭, ফাতহুল বারী ১৩/২৬, মুসলিম ৪/২০২০)

৫৪। তোমাদের রাক্ব  
তোমাদেরকে ভালভাবে জানেন;  
ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের  
প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা  
করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন;  
আমি তোমাকে তাদের  
অভিভাবক করে পাঠাইনি।

٥٤. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ  
يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِنَّ يَشَاءُ يُعَذِّبَكُمْ  
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

৫৫। যারা আকাশমন্ডলী ও  
পৃথিবীতে আছে তাদেরকে  
তোমার রাক্ব ভালভাবে জানেন;  
আমিতো নাবীদের কতককে  
কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি;  
দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি।

٥٥. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ  
فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى  
بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও  
মু’মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন : رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ তোমাদের মধ্যে কারা  
ইন ইশা হিদায়াত লাভের যোগ্য তা তোমাদের রাক্ব ভালভাবেই জানেন।  
তিনি যাকে চান তার উপর দয়া করেন, নিজের আনুগত্যের তাওফীক দেন এবং নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন।  
পক্ষান্তরে যাকে চান দুষ্কার্যের উপর পাকড়াও করেন এবং শাস্তি দেন। وَمَا  
হে নাবী! তোমার রাক্ব তোমাকে তাদের উপর উকিল  
নির্ধারণ করেননি। তোমার কাজ হচ্ছে শুধু তাদেরকে সতর্ক করা। যারা তোমাকে  
মেনে চলবে তারা জান্নাতে যাবে এবং যারা মানবেনা তারা জাহান্নামী হবে।  
তোমার রাক্ব যমীন ও আসমানের

সমস্ত দানব, মানব ও মালাক/ফেরেশতার খবর রাখেন এবং প্রত্যেকের মর্যাদা সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

## কোন নাবীকে অন্য নাবীর উপর আল্লাহর প্রাধান্য দেয়া

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ তিনি একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দান করেছেন। মর্যাদার দিক দিয়ে নাবীদের মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। কেহ আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং কারও অন্য দিক দিয়ে মর্যাদা রয়েছে।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ

এই সকল রাসূল, আমি যাদের কারও উপর কেহকে মর্যাদা প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কেহকে পদমর্যাদায় সমুন্নত করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৩)

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা আমাকে নাবীদের উপর ফাযীলাত দিওনা।’ (ফাতহুল বারী ৬/৫১৯, মুসলিম ৪/১৮৪৪) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে : শুধু গোড়াবীর কারণে ফাযীলাত কয়েম করা। এ হাদীস দ্বারা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত ফাযীলাত অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। যে নাবীর যে মর্যাদা দলীল দ্বারা প্রমাণিত তা মেনে নেয়া ওয়াজিব। সমস্ত নাবীর উপর যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা রয়েছে এটা অনস্বীকার্য। আবার রাসূলগণের মধ্যে স্থির প্রতিজ্ঞ পাঁচজন রাসূল বেশী মর্যাদাবান। তাঁরা হলেন : মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ

স্মরণ কর, যখন আমি নাবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭) নিম্নের আয়াতেও এই পাঁচজন রাসূলের নাম বিদ্যমান রয়েছে।



شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে। আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করনা। (সূরা শূরা, ৪২ : ১৩)

এটাও যেমন সমস্ত উম্মাত মেনে থাকে, অনুরূপভাবে এটাও সর্বজন স্বীকৃত যে, মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। এর পর হলেন ইবরাহীম (আঃ), এর পর হলেন মূসা (আঃ), এরপর ঈসা (আঃ) যেমন এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমরা এর দলীলগুলি অন্য জায়গায় বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তা‘আলাই তাওফীক প্রদানকারী। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا আমি দাউদকে যাবূর প্রদান করেছিলাম। এটাও তাঁর মর্যাদা ও আভিজাত্যের দলীল। সহীহ বুখারীতে রয়েছে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘দাউদের (আঃ) উপর যাবুরকে এত সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, জম্বুর বাহনের জিন বাধতে যেটুকু সময় লাগে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি যাবূর পড়ে নিতেন।’ (ফাতহুল বারী ৬/৫২২)

৫৬। বল : তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মা’বুদ মনে কর তাদেরকে আহ্বান কর; করলে দেখবে তোমাদের দুঃখ দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।

۵۶. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا

৫৭। তারা যাদেরকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাইতো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা

۵۷. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ

করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয়  
করে। তোমার রবের শাস্তি  
ভয়াবহ।

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ  
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ  
رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

## মুশরিকদের দেবতারা মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেনা, বরং তারাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুসন্ধান করে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : **قُلْ**  
أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ হে নাবী! যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের ইবাদাত  
করে তাদেরকে বলে দাও : তোমরা তাদেরকে খুব ভাল করে আহ্বান করে দেখে  
নাও যে, তারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে কি না। তাদের কি এই  
শক্তি আছে যে, তোমাদের কষ্ট কিছু লাঘব করে? **فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ**  
**عَنْكُمْ** জেনে রেখ যে, তাদের কোনই ক্ষমতা নেই। ব্যাপক ক্ষমতাবান একমাত্র  
আল্লাহ। তিনি এক। তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা এবং হুকুমদাতা একমাত্র তিনিই।  
আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন : এই মুশরিকরা বলত যে,  
তারা মালাইকার, ঈসার (আঃ) এবং উযায়েরের (আঃ) ইবাদাত করে। তাই  
মহান আল্লাহ তাদেরকে বলেন : **أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ**  
**الْوَسِيلَةَ** তোমরা যাদের ইবাদাত কর তারা নিজেরাইতো আল্লাহর নৈকট্য  
অনুসন্ধান করে।

সহীহ বুখারীতে সুলাইমান ইব্ন মাহরান (রহঃ) আল আমাশ (রহঃ) থেকে,  
তিনি ইবরাহীম (রহঃ) থেকে, তিনি আবু মা‘মার (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ  
(রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :  
‘এই মুশরিকরা যে জিনদের ইবাদাত করত তারা নিজেরাই মুসলিম হয়ে  
গিয়েছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ সমস্ত জিনেরা মুসলিম হয়ে গেলেও

তাদেরকে যারা ইবাদাত করত তারা মুশরিকই থেকে যায় এবং ঐ জিনদের ইবাদাত করতে থাকে। (ফাতহুল বারী ৮/২৪৯, ২৫০) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

কে ভয় করে। ইবাদাত পূর্ণ হতে পারেনা যদি তাতে ভয় ও আশংকার সাথে সাথে পাবার আশা না থাকে। যে সমস্ত কাজ অবৈধ, তা করা থেকে বিরত রাখে মানুষের অন্তরে থাকা ভয়-ভীতি। আর পাবার আশা মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করে আরও বেশি বেশি ভাল কাজ করার।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ। তাই তাঁর শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য প্রত্যেকের উচিত দীনের কাজ করে যাওয়া এবং মনে এই ভয় রাখা যে, না জানি কখন বিচার দিবসের কঠিন সময় এসে যায় এবং বিচারের ফলাফল কি হয়! এমন কঠিন দিনে কামিয়াবী হওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৮। এমন কোন জনপদ নেই যা আমি কিয়ামাত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করবনা অথবা কঠোর শাস্তি দিবনা; এটাতো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

۵۸. وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

৫৯। পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ হামুদের নিকট উদ্বী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুলুম করেছিল; আমি

۵۹. وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ

ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন  
প্রেরণ করি।

بِالْأَيِّتِ إِلَّا تَخَوْفًا

## কিয়ামাতের পূর্বে সমস্ত মুশরিকদের শহর ধ্বংস হবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : সেই লিখিত বস্তু যা লাওহে মাহফুযে লিখে দেয়া হয়েছে, সেই হুকুম যা জারি করে দেয়া হয়েছে, এটা অনুযায়ী পাপীদের জনপদগুলি নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে অথবা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এটা হবে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে অথবা তাদের উপর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। এটা হবে তাদের পাপের কারণে।

وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। (সূরা হুদ, ১১ : ১০১)

আমার পক্ষ থেকে এটা তাদের কৃতকর্মেরই শাস্তি, আমার আয়াতসমূহে এবং আমার রাসূলদের সাথে ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতা করারই পরিণাম।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عِقَبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا

অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আশ্বাদন করল; ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণাম। (সূরা তালাক, ৬৫ : ৯)

وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهَا

কত জনপদ তাদের রাক্ষ ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল দম্ভভরে। (সূরা তালাক, ৬৫ : ৮)

## যে কারণে আল্লাহ মু‘জিযা প্রেরণ করেননা

সাদ্দিদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কাফিরেরা তাঁকে বলেছিল : ‘হে মুহাম্মাদ! আপনার পূর্ববর্তী নাবীদের কারও অনুগত ছিল বাতাস, কেহ মৃতকে জীবিত করতেন ইত্যাদি। আপনি যদি চান যে, আমরাও আপনার উপর ঈমান আনি তাহলে আপনি এই সাফা পাহাড়টিকে সোনার পাহাড় করে দিন। তাহলে আমরা আপনার সত্যবাদীতা স্বীকার করে নিব।’ ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী এলো : ‘হে নাবী! তারা যা বলে তা আমি শুনেছি। যদি

তোমারও এই আকাংখা হয় যে, আমি একে সোনা করি দেই তাহলে এখনই আমি এটাকে সোনা করে দিব। কিন্তু মনে রাখবে যে, এর পরেও যদি এরা ঈমান না আনে তাহলে আর তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা। এর পরে তাদের আর কোন অজুহাতের সুযোগ থাকবেনা। সাথে সাথেই শাস্তি নেমে আসবে এবং এদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। আর যদি তুমি তাদেরকে অবকাশ দেয়া ও চিন্তা করার সুযোগ দেয়া পছন্দ কর তাহলে আমি তা 'ই করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : 'হে আল্লাহ! তাদেরকে আরও সময় প্রদান করুন।' কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৭/৪৭৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে : মাক্কার কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল যে, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেন এবং মাক্কার আশে-পাশে যে পাহাড়সমূহ রয়েছে তা যেন ওখান থেকে সরিয়ে ফেলেন যাতে তারা চাষাবাদ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দেন : তুমি চাইলে আমি তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করব এবং তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে অবকাশ দিব। আর তুমি যদি চাও তাহলে তারা তোমার কাছে আরও যা দাবী করছে তাও আমি তাদেরকে প্রদান করব। কিন্তু এর পরেও যদি তারা কুফরীকেই আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই তাদের পূর্বের জাতিসমূহের মত ধ্বংস করা হবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হে আল্লাহ! তাদেরকে আরও সময় দিন। অতঃপর আল্লাহ বলেন :

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ

কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাদের নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। (আহমাদ ১/২৫৮, নাসাঈ ৬/৩৮০, তাবারী ১৭/৪৭৬)

অন্য এক হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন : কুরাইশ কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল : তুমি তোমার রাক্বকে বল, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেন। তাহলে আমরা তোমার দা'ওয়াতকে স্বীকার করব। তিনি বলেন : সত্যিই কি তোমরা তা করবে? তারা উত্তরে বলেছিল : হ্যাঁ। সুতরাং তিনি তাঁর রাক্বকে বললেন : তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং বলেন : 'আপনার রাক্ব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যদি আপনি চান তাহলে সকালেই এই পাহাড়টিকে সোনা বানিয়ে দিবেন। কিন্তু এর পরেও যদি তাদের মধ্যে কেহই ঈমান না আনে তাহলে তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হবে যা

ইতোপূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি। আর যদি আপনি চান তাহলে তিনি তাদের জন্য তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খুলে রাখবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : বরং তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খুলে রাখুন। (আহমাদ ১/২৪২) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে, ভীত হয়ে কুফরী থেকে ফিরে এসে তাঁর দীনকে আঁকড়ে ধরে।

ইব্ন মাসউদের (রাঃ) যুগে কুফায় ভূমিকম্প হয়। তখন তিনি জনগণকে বলেন : 'আল্লাহ তা'আলা চান যে, অনতিবিলম্বে তোমাদের তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত।' (তাবারী ১৭/৪৭৮) উমারের (রাঃ) যুগে মাদীনায় কয়েকবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তখন তিনি জনগণকে বলেন : 'আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তোমাদের দ্বারা নতুন কিছু (অন্যায়) সংঘটিত হয়েছে। এর পর যদি তোমাদের দ্বারা এইরূপ কিছু ঘটে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন।' (ইব্ন আবী শাইবাহ ২/৪৭৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। এগুলিতে কারও মরণ ও জীবনের কারণে গ্রহণ লাগেনা, বরং আল্লাহ তা'আলা এগুলির মাধ্যমে মানুষকে ভয় দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং যখন তোমরা এরূপ দেখবে তখন আল্লাহর যিক্র, দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার দিকে ঝুকে পড়বে। হে মুহাম্মাদের উম্মাত! আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক লজ্জা ও মর্যাদাবোধ আর কারও নেই যখন বান্দা ও বান্দী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী।' (ফাতহুল বারী ২/৬১৫, মুসলিম ২/৬১৮)

৬০। স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার রাব্ব মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন; আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি কিংবা

٦٠. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ  
أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا

কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত  
বৃক্ষ শুধু মানুষের পরীক্ষার  
জন্য আমি তাদেরকে ভীতি  
প্রদর্শন করি। কিন্তু এটা  
তাদের প্রচণ্ড অবাধ্যতাই বৃদ্ধি  
করে।

الرُّيَا أَلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً  
لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي  
الْقُرْآنِ ۚ وَخَوْفُهُمْ ۚ فَمَا  
يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

### সবাই আল্লাহর অধীন্যস্ত, রাসূল প্রেরণ তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দীনের  
দাওয়াতের কাজে উৎসাহিত করছেন এবং তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ  
করেছেন। তিনি বলছেন যে, সমস্ত লোক তাঁরই ক্ষমতাধীন। তিনি সবারই উপর  
জয়যুক্ত। সবাই তাঁর অধীন্যস্ত। অতএব হে নাবী! তোমার রাব্ব তোমাকে এই  
সব কাফির ও মুশরিক থেকে রক্ষা করবেন।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ  
বলেছিলাম, তোমার রাব্ব মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। মুজাহিদ (রহঃ),  
উরওয়াহ ইব্নুয় যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও  
অনেকে বলেন : এর অর্থ হচ্ছে তিনি (আল্লাহ) সকল কিছু থেকে তোমাকে  
সুরক্ষা করেন। (তাবারী ১৭/৪৭৯, ৪৮০)

وَمَا جَعَلْنَا الرُّيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ  
আমি তোমাকে যা দেখিয়েছি  
তা জনগণের জন্য একটা স্পষ্ট পরীক্ষা। এই দেখানো ছিল মি‘রাজের রাতের  
সাথে সম্পর্কিত, যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ  
আর ঘণ্য ও অভিশপ্ত বৃক্ষ দ্বারা ‘যাক্কুম’ বৃক্ষকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী  
৮/২৫০, আহমাদ ১/২২১, আবদুর রায্যাক ২/৩৮০) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ  
ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), মাশরুফ (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), কাতাদাহ  
(রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকের হতে বর্ণিত  
আছে যে, এই দেখানো ছিল যা মি‘রাজের রাতে হয়েছিল। মি‘রাজের হাদীসগুলি

খুবই বিস্তারিতভাবে এই সূরার শুরুতে আমরা বর্ণনা করেছি। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলার এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, মি‘রাজের ঘটনা শুনে বহু মুসলিম ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে যায় এবং সত্য হতে ফিরে যায়। কেননা তাদের জ্ঞান এটা মেনে নিতে পারেনি। তাই তাঁরা অজ্ঞতা বশতঃ এটাকে মিথ্যা মনে করে এবং দীনকে ত্যাগ করে। অপরপক্ষে যাদের ঈমান ছিল পূর্ণ, তাদের ঈমান এতে আরও বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা এই ঘটনাকে জনগণের পরীক্ষার একটা মাধ্যম করে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খবর দেন এবং কুরআনুল কারীমের আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, জাহান্নামীদের যাক্কুম বৃক্ষ খাওয়ানো হবে, আর তিনি স্বয়ং ঐ গাছ দেখে এসেছেন, তখন অভিশপ্ত আবু জাহল বিদ্রোহের ছলে বলেছিল : ‘খেজুর ও মাখন নিয়ে এসো। এরপর ঐ দু’টি মিশ্রিত করে খাচ্ছিল আর বলছিল : এ দুটোকে মিশ্রিত করে খেয়ে নাও। এটাই যাক্কুম। এটা ছাড়া অন্য কিছুকে যাক্কুম বলে মনে করিনা। সুতরাং এই খাদ্যে ভয় পাওয়ার কি আছে?’ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মাসরূক (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অন্যান্যদের থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। মি‘রাজের রাতের ব্যাপারে যারাই বর্ণনা করেছেন তারাই যাক্কুম বৃক্ষ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। (তাবারী ১৭/৪৮৪-৪৮৬) যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মাসরূক (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ) ও হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ। মহান আল্লাহ বলেন :

وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا আমি কাফিরকে শাস্তি ইত্যাদি দ্বারা ভয় প্রদর্শন করছি। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা ও বেঈমানীতে বেড়েই চলেছে।

৬১। স্মরণ কর, যখন আমি মালাইকাকে বললাম : আদমের প্রতি সাজদাহবনত হও; তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহবনত হল; সে বলল : আমি কি তাকে সাজদাহ করব যাকে আপনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন?

৬১. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا



৬২। সে আরও বলল : লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব।

٦٢. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أُخِّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأُحْتَنِكَ بِذُرِّيَّتِهِ إِلَّا قَلِيلًا

### আদম (আঃ) ও ইবলীসের ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে ইবলীসের প্রাচীন শত্রুতা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলছেন : ‘দেখ, এই শাইতান তোমাদের পিতা আদমের প্রকাশ্য শত্রু ছিল। তার সন্তানেরা অনুরূপভাবে বরাবরই তোমাদের শত্রু। সাজদাহর নির্দেশ শুনে সমস্ত মালাক/ফেরেশতা বিনা বাক্য ব্যয়ে আদমের (আঃ) সামনে মাথা নত করে। কিন্তু ইবলীস গর্ব প্রকাশ করে এবং তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞানে সাজদাহ করতে অস্বীকৃতি জানায়।’ সে বলল : خَلَقْتَ طِينًا যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তার সামনে আমার মাথা নত হবে এটা অসম্ভব। অন্যত্র বলা হয়েছে :

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দ্বারা। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ১২) অতঃপর সে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে স্পর্ধা দেখিয়ে বলে : قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ সে আরও বলল : লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : আচ্ছা, আপনি যে আদমকে (আঃ) আমার উপর মর্যাদা দান করলেন তাতে কি হল? জেনে রাখুন যে, আমি তার সন্তানদেরকে ধ্বংস করে ছাড়ব। আমি তাদের সকলকে ঘিরে রাখব। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে : আমি তাদের সকলকে বেষ্টন করে রাখব। ইব্ন

যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন : আমি তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করব। (তাবারী ১৭/৪৮৯) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাদের সকলের ব্যাখ্যার মূল কথা একই। তা হচ্ছে, আপনি যাকে আমার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে সম্মানিত করলেন, আপনি আমাকে অবকাশ দিলে আমি তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র কিছু লোক ব্যতীত সকলকে বিপথে পরিচালিত করব। অল্প কিছু লোক আমার ফাঁদ থেকে ছুটে যাবে বটে, কিন্তু অধিকাংশকেই আমি ধ্বংস করব।

৬৩। (আল্লাহ) বললেন :  
যা, জাহান্নামই তোর সম্যক  
শাস্তি এবং তাদের, যারা  
তোর অনুসরণ করবে।

৬৩. قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ  
مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ  
جَزَاءً مَوْفُورًا

৬৪। তোর আহ্বানে তাদের  
মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত  
কর, তোর অশ্বারোহী ও  
পদাতিক বাহিনী দ্বারা  
তাদেরকে আক্রমণ কর এবং  
তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা,  
এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি  
দে। শাইতান তাদেরকে যে  
প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা  
মাত্র।

৬৪. وَاسْتَفْزِرْ مِنْ أَسْطَظَّتْ  
مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ  
بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي  
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ ۚ وَمَا  
يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

৬৫। আমার দাসদের উপর  
তোর কোন ক্ষমতা নেই;  
কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর  
রাব্বই যথেষ্ট।

৬৫. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ  
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ  
وَكَيْلًا

আল্লাহ তা‘আলার কাছে ইবলীস অবকাশ চায়, তিনি তা মঞ্জুর করেন।  
ইরশাদ হয় :

فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া হল। (সূরা সাদ, ৩৮ : ৮০-৮১)

তোর ও তোর  
وَاسْتَفْزِرْ مَنْ  
অনুসারীদের দুষ্কার্যের প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম, যা পূর্ণ শাস্তি।

তোর আহ্বানে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস  
استطعت منهم بصوتك  
সত্যচ্যুত কর। তোর আহ্বান দ্বারা তুই যাকে পারিস বিভ্রান্ত কর অর্থাৎ গান,  
তামাশা দ্বারা তাদেরকে বিপথগামী করতে থাক। যে শব্দ আল্লাহ তা‘আলার  
অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করে সেটাই শাইতানী শব্দ। অনুরূপভাবে তুই তোর  
পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা যার উপর পারিস আক্রমণ চালাতে থাক।  
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ  
হে শাইতান! তোর সাধ্যমত তুই তাদের  
উপর তোর আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রয়োগ কর। এটা হল ‘আমরে কদরী’, নির্দেশ  
সূচক ‘আমর’ নয়। অন্যত্র বলা হয়েছে :

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا

তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য শাইতানদেরকে ছেড়ে  
রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুদ্ধ করার জন্য। (সূরা মারইয়াম,  
১৯ : ৮৩)

শাইতানদের অভ্যাস এটাই যে, তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে উত্তেজিত ও  
বিভ্রান্ত করতে থাকে। তাদেরকে পাপ কাজে উৎসাহিত করে। ইব্ন আব্বাস  
(রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্যতার কাজে যে ব্যক্তি সওয়ারীর উপর চলে  
বা পদব্রজে চলে সে শাইতানের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ১৭/৪৯১,  
৪৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : এরূপ দলে মানবও রয়েছে এবং দানবও রয়েছে  
যারা শাইতানের অনুগত। (তাবারী ১৭/৪৯১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

হে ইবলীস! তুই তাদের ধন-সম্পদে ও  
সন্তান-সন্ততিতেও শরীক থাক। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন  
: এর অর্থ হচ্ছে তুই তাদেরকে তাদের সম্পদ আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে খরচ

করাতে থাক। যেমন তারা সুদ খাবে, হারাম উপায়ে সম্পদ জমা করবে এবং হারাম কাজে তা ব্যয় করবে। আর সন্তান সন্ততিতে তাঁর শরীক হওয়ার অর্থ হল : যেমন ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হওয়া, বাল্যকালে অজ্ঞতা বশতঃ মাতা-পিতারা তাদের সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা, তাদের ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মাজুসী ইত্যাদি বানিয়ে দেয়া, সন্তানদের নাম আবদুল হারিস, আবদুশ-শামস, আবদে ফুলান (অমুকের দাস) ইত্যাদি রাখা। মোট কথা, যে কোনভাবে শাইতানকে তার সঙ্গী করে নিল। এটাই হচ্ছে সন্তান-সন্ততিতে শাইতানের শরীক হওয়া।

وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ এবং তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা। যদিও এ আয়াতে শুধুমাত্র সম্পদ ও সন্তানদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ আরও ব্যাপক, এ দু'টি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোন বিষয়ে আল্লাহর আইন অনুযায়ী যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হয় এবং নিজের খেয়াল-খুশি অথবা অন্যের দিক-নির্দেশনার অনুসরণ করা হয় তাহলে তা'ই হবে শাইতানকে ঐ কাজে শরীক করে নেয়া।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : 'আমি আমার বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ একাত্মবাদী করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শাইতান এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং হালাল জিনিসগুলিকে তারা হারাম বানিয়ে নেয়। (মুসলিম ৪/২১৯৭)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তোমাদের কেহ যখন তার জ্বীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন যেন সে পাঠ করে :

اللَّهُمَّ جَبِّنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচাও এবং আমাদের যে সন্তান দান করবে তাকেও শাইতান থেকে রক্ষা কর। এর ফলে যদি কোন সন্তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে টিকে যায়, তাহলে শাইতান কখনও তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৭৬, মুসলিম ২/১০৫৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَعَدَهُمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا হে শাইতান! যা, তুই তাদেরকে মিথ্যা ওয়াদা-অঙ্গীকার দিতে থাক। কিয়ামাতের দিন এই শাইতান তার অনুসারীদেরকে বলবে :

## إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২২) মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا আমার মু'মিন বান্দারা আমার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে। আমি তাদেরকে বিভাঙিত শাইতান হতে রক্ষা করতে থাকব। আল্লাহর কর্মবিধান, তাঁর হিফাযাত, তাঁর সাহায্য এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য যথেষ্ট।

৬৬। তোমাদের রাব্ব তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার; তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٦٦. رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

### নৌযান আল্লাহর দয়ার একটি উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা নিজের ইহুসান ও অনুগ্রহের কথা বলছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের সুবিধার্থে এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সহজ করার জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেছেন। তাঁর ফায়ল ও কারম এবং স্নেহ ও দয়ার এটাও একটি নিদর্শন যে, তাঁর বান্দারা বহু দূর দেশে যাতায়াত করতে পারছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অর্থাৎ নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারছে। তিনি বলেন :

إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। তিনি তোমাদের জন্য এসব নি'আমাতের ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের প্রতি তাঁর অশেষ দয়া ও রাহমাতের কারণে।

<p>৬৭। সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।</p>	<p>৬৭. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَ ۚ فَلَمَّا نَجَّيْكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا</p>
---	---

### বিপদের সময় কাফিরেরা একমাত্র আল্লাহকেই ডাকে

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা বলেন : বান্দা বিপদের সময় আন্তরিকতার সাথে তাদের রবের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং অনুনয় বিনয় করে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে। যেমন বলা হয়েছে :

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু যখনই মহান আল্লাহ তাদেরকে ঐ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তখনই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মাক্কা বিজয়ের সময় যখন আবু জাহলের পুত্র ইকরিমাহ (রাঃ) আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়েন এবং একটি নৌকায় আরোহণ করেন। তখন ঘটনাক্রমে সমুদ্রে বড় তুফান শুরু হয়। ঐ সময় ঐ নৌকায় যত কাফির ছিল তারা একে অপরকে বলতে থাকে : ‘এই সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ কোনই উপকার করতে পারবেনা। সুতরাং এসো, আমরা তাঁকেই ডাকি।’ তৎক্ষণাৎ ইকরিমাহর (রাঃ) মনে খেয়াল জাগলো যে, সমুদ্রে যখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেহ উপকার করতে পারেননা, তখন এটা স্পষ্ট কথা যে, স্থলেও একমাত্র আল্লাহই উপকারে লাগবেন, আর কেহ উপকার করতে সক্ষম নয়। তখন তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন : ‘হে আল্লাহ! আমি অঙ্গীকার করছি যে, যদি আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তাহলে আমি

সরাসরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে হাতে হাতে দিব। নিশ্চয়ই তিনি আমার উপর দয়া করবেন।’ অতঃপর বড় থেমে গেলে তিনি সমুদ্র তীরে নেমে যান এবং তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি ইসলামের একজন বড় অনুসারী রূপে খ্যাতি লাভ করেন। (হাকিম ৩/২৪১) আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! তাই মহান আল্লাহ বলেন :

فَلَمَّا نَجَّاهُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ তখনই তোমরা আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে আবার অন্যদের কাছে প্রার্থনা শুরু কর। তখন তোমরা সমুদ্রের বিপদের সময় যে একমাত্র শরীকবিহীন আল্লাহকে ডেকেছিলে তা ভুলে যাও। وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا সত্যি মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ যে, সে আল্লাহর নি‘আমাতরাশির কথা ভুলে যায়, এমন কি অস্বীকার করে বসে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা‘আলা যাকে বাঁচিয়ে নেন ও ভাল হওয়ার তাওফীক দান করেন সে ভাল হয়ে যায়।

৬৮। তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেননা অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেননা? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্ম বিধায়ক পাবেনা।

٦٨. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ تَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا

### যমীনেও আল্লাহর দেয়া বিপদ পতিত হয়

বিশ্ব-রাব্ব আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে গিয়ে বলছেন : তোমরা কি মনে কর, যে আল্লাহ তোমাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারতেন তিনি কি তোমাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম নন? অথবা পাথর বর্ষণ করে শাস্তি দিতে? নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ لَّحِيقَهُمْ بِسَحَرٍ نَّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচন্ড ঝটিকা, কিন্তু লুত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে, আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ। (সূরা কামার, ৫৪ : ৩৪-৩৫)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ

এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল (বর্ষিত হচ্ছিল)। (সূরা হুদ, ১১ : ৮২)

ءَأَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمْ  
أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেননা, আর ওটা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে? অথবা তোমরা নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী! (সূরা মূলক, ৬৭ : ১৬-১৭) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا  
কর্মবিধায়ক এবং রক্ষক।

৬৯। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তোমাদেরকে আর একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেননা এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঝটিকা পাঠাবেননা এবং তোমাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেননা? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবেনা।

٦٩. أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُم فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ ۖ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۖ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا



## আল্লাহ তোমাদেরকে আবারও সমুদ্রে পাঠাতে পারেন

মহাপ্রতাপাশ্রিত আল্লাহ বলেন : **أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ**

**عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ** ওহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকারকারীর দল! সমুদ্রে তোমরা আমার তাওহীদের স্বীকারোক্তি করে পার হয়ে এসেছ। এসেই আবার অস্বীকার করতে শুরু করেছ। তাহলে এটা কি হতে পারেনা যে, তোমরা পুনরায় সামুদ্রিক সফর করবে এবং আবার প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত হয়ে তোমাদের নৌকার মাস্তুল ভেঙ্গে দিবে এবং নৌকাকে উল্টে দিবে এবং তোমরা সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে? **فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا** আর এভাবে তোমরা তোমাদের কুফরীর স্বাদ গ্রহণ করবে! এরপর তোমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেনা। আর তোমরা এমন কেহকেও পাবেনা যারা তোমাদের জন্য আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। আমার পশ্চাদ্ধাবনের ক্ষমতা কারও নেই।

৭০। আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; আর তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

٧٠. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ  
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ  
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

## উত্তম এবং আদর্শবান লোকদের বর্ণনা

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আদম সন্তানকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যান্য সৃষ্ট জীব থেকে উন্নত ও মহান চরিত্রের অধিকারী করে সবার উপরে সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেন :

## لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

আমিতো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। (সূরা তীন, ৯৫ : ৪) তিনি মানব জাতিকে দুই পায়ে হাটা-চলা করা এবং দুই হাতে খাবার তৈরী করে পাক-পবিত্র খাদ্য আহার করার ব্যবস্থা করেছেন। পক্ষান্তরে বেশির ভাগ প্রাণী চার পায়ে হাটে এবং খাদ্যদ্রব্য পরিষ্কার করার সুযোগ না পেয়ে মুখের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করছে। তিনি মানুষকে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং ভাল-মন্দ বুঝার জন্য একটি হৃদয় দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে বিবেক ও বুদ্ধি দিয়েছেন যার দ্বারা তারা ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারছে এবং এর ফলে দুনিয়ায় এবং আখিরাতের দীনী ও অন্যান্য কাজে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে।

وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বিভিন্ন বাহনের ব্যবস্থা করেছেন যার ফলে অতি সহজে ও দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করে ব্যবসা-বানিজ্য ও অন্যান্য আয়ের তথা জীবিকার অন্বেষণে অনেক পথ পাড়ি দিতে পারছে। তাদের জন্য স্থলপথে রয়েছে ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি এবং নৌপথে যাতায়াতের জন্য রয়েছে ছোট-বড় বিভিন্ন নৌযান। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ আমি তাদের জন্য উৎপন্ন করি উত্তম জীবনোপকরণ। অর্থাৎ মানুষের খাদ্য হিসাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ফল, গোশত, দুধ ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ সবেবর এক একটির রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ, বর্ণ ও সুগন্ধ। তাদের পরিধানের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র। ওর কোনটি মোটা, কোনটি সূক্ষ্ম। এসব বস্ত্র তারা নিজেরা তৈরী করে অথবা অন্য এলাকা থেকে তাদের জন্য তৈরী করে নিয়ে আসা হয়।

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا তাদেরকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে সব বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা যেন আল্লাহর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এ আয়াতটি এটাই প্রকাশ করছে যে, মানব জাতিকে মালাইকা/ফেরেশতাদের চেয়েও সম্মানিত করা হয়েছে।

৭১। স্মরণ কর সেই দিনকে  
যখন আমি প্রত্যেক  
সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ

۷۱. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ

<p>আহ্বান করব; যাদেরকে ডান হাতে ‘আমলনামা দেয়া হবে তারা তাদের ‘আমলনামা পাঠ করবে (আনন্দের সাথে) এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুল্ম করা হবেনা।</p>	<p>بِأَمْرِهِمْ <sup>عَلَى</sup> فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِئْمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا</p>
<p>৭২। যে ইহলোকে অন্ধ পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।</p>	<p>۷۲. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا</p>

## কিয়ামাত দিবসে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার নেতার নামসহ আহ্বান করা হবে

এখানে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য নাবী। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : প্রত্যেক উম্মাতকে কিয়ামাতের দিন তাদের নাবীসহ ডাকা হবে।

পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষীর উক্তি রয়েছে যে, এতে আহলে হাদীসের খুবই বড় মর্যাদা রয়েছে। কেননা তাঁদের ইমাম হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কিতাব যা তাদের শারীয়াতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই তাফসীরকে খুবই পছন্দ করেছেন। ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কিতাব।

আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, **يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ** এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : সম্ভবতঃ কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর আহ্‌কামের কিতাব অথবা আমলনামা। (তাবারী ১৭/৫০২) আবুল ‘আলিয়া (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) এটাই বলেছেন। (তাবারী ১৭/৫০২, ৫০৩) আর এটাই বেশী প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি। মহান আল্লাহ বলেন :

## وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

আমি প্রত্যেক বিষয়কে স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১২) অন্য আয়াতে আছে :

## وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে ‘আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৯) অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু; প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে। এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দিবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২৮-২৯) এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এই তাফসীর প্রথম তাফসীরের বিপরীত নয় যে, একদিকে আমলনামা হাতে বান্দাদের বিচার হতে থাকবে এবং অপর দিকে স্বয়ং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও সামনে বিদ্যমান থাকবেন। কিন্তু এখানে ইমাম দ্বারা আমলনামাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ

নেতাসহ আহ্বান করব; যাদেরকে ডান হাতে ‘আমলনামা দেয়া হবে তারা তাদের ‘আমলনামা পাঠ করবে। তারা যে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় উত্তম আমল করেছে তারই প্রতিদান হিসাবে যখন তাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তখনই তারা তাদের জান্নাত প্রাপ্তির খবরের ব্যাপারে আশংকামুক্ত হবে এবং আল্লাহর এমন বিশেষ অনুগ্রহের কথা আমলনামা থেকে পাঠ করতে থাকবে। মহান

আল্লাহর এমন দয়া ও করুণায় তারা হবে আনন্দে উৎফুল্লিত। এ জন্যই এরপরেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُ وَكِتَابِي. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْتَقٍ بِحِسَابِيهِ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْبِثُنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ. يَلْبِثُهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةِ. مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ

তখন যাকে তার ‘আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে : নাও, আমার ‘আমলনামা পাঠ করে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুমহান জান্নাতে, যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে : পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। কিন্তু যার ‘আমলনামা তার বাম হস্তে দেয়া হবে সে বলবে : ‘হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার ‘আমলনামা! এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! আমার ধনসম্পদ আমার কোন কাজেই এলোনা। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে। (সূরা হাক্বাহ, ৬৯ : ১৯-২৯)

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا এবং তাদের উপর ‘ফাতিল’ পরিমাণও যুল্ম করা হবেনা। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, খেজুরের বিচির ফাঁকা অংশে যে সাদা সূতার মত দেখতে পাওয়া যায় তাকে ‘ফাতিল’ বলে।

হাফিয আবু বাকর আল বায্যার (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন : ‘একটি লোককে ডেকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে। তখন তার দেহ সুগঠিত হবে, চোহারা উজ্জ্বল হবে এবং মাথায় উজ্জ্বল হীরার মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে। সে তার দলীয় লোকদের দিকে এগিয়ে যাবে। তারা দূর থেকে তাকে ঐ অবস্থায় আসতে দেখে সবাই আকাংখা করে বলবে : ‘হে আল্লাহ! তাকে আমাদের কাছে আসতে দিন। আমাদেরকেও এটা দান করুন এবং আমাদেরকেও এরূপ প্রতিদান দিয়ে দয়া করুন।’ ঐ লোকটি তাদের কাছে এসে বলবে : ‘তোমরা আনন্দিত হও।

তোমাদের প্রত্যেককেও এটা দেয়া হবে।’ কিন্তু কাফিরের চেহারা কালো ও মলিন হয়ে যাবে এবং তার দেহও বৃদ্ধি পাবে। তাকে দেখে তার সঙ্গীরা বলবে : ‘আমরা তার থেকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, তার দুষ্কৃতি থেকে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তাকে আমাদের কাছে আনবেননা।’ ইতোমধ্যে সে সেখানে চলে আসবে। তারা তখন তাকে বলবে : ‘আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করুন!’ সে জবাবে তাদেরকে বলবে : ‘তোমাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন! এটা আল্লাহর মার। এটা তোমাদের সবারই জন্য অবধারিত রয়েছে।’ আল বায্যার (রহঃ) বলেন যে, এ বর্ণনাটি শুধু এই একটি ধারা থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (মাওয়ারিদ আল যামান ২৫৮৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন : এই দুনিয়ায় যারা আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহ হতে, তাঁর কিতাব হতে এবং তাঁর হিদায়াতের পথ হতে চক্ষু ফিরিয়ে নিয়েছে, পরকালে প্রকৃতপক্ষেই তারা অন্ধ হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার চেয়েও বেশী পথভ্রষ্ট হবে। আমরা এর থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তাবারী ১৭/৫০৪, ৫০৫)

৭৩। আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাশা করেছি তা হতে তোমার পদস্খলন ঘটানোর জন্য তারা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর। সফলকাম হলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করত।

۷۳. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ  
عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ  
لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذَا  
لَا تَحْذُوكَ حَلِيلًا

৭৪। আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে।

۷۴. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ  
كِدْتَ تَرُكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا

৭৫। তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে

۷۵. إِذَا لَا أَذُقَنَّكَ ضِعْفَ

ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি  
আস্বাদন করাতাম; তখন  
আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য  
কোন সাহায্যকারী পেতেনা।

الْحَيَوَةُ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا  
تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

### বিধর্মীদের দাবী ছিল যে, রাসূল (সাঃ) নিজে অহীর পরিবর্তন করেছেন

আল্লাহ তা‘আলা চক্রান্তকারী ও পাপীদের চালাকি ও চক্রান্ত হতে স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বদা রক্ষা করেছেন। তাঁকে তিনি রেখেছেন নিষ্পাপ ও স্থির। তিনি নিজেই তাঁর সাহায্যকারী ও অভিভাবক রয়েছেন। সদা সর্বদা তিনি তাঁকে নিজের হিফাযাতে ও তত্ত্বাবধানে রেখেছেন। তিনি তাঁর দীনকে দুনিয়ার সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত রেখেছেন। তাঁর শত্রুদের উঁচু বক্র বাসনাকে নীচু করে দিয়েছেন। পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর কালেমাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই দু’টি আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অসংখ্য দুর্নুদ ও সালাম বর্ষণ করতে থাকুন। আমীন!

৭৬। তারা তোমাকে দেশ  
হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত  
চেষ্টা করেছিল তোমাকে  
সেখান হতে বহিস্কার করার  
জন্য; তাহলে তোমার পর  
তারাও সেখানে অল্পকালই  
টিকে থাকত।

۷۶. وَإِنْ كَادُوا  
لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ  
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا  
يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا

৭৭। আমার রাসূলদের মধ্যে  
তোমার পূর্বে যাদেরকে আমি  
পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও  
ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি  
আমার নিয়মের কোন

۷۷. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا  
قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ

পরিবর্তন দেখতে পাবেনা।

لُسْنَتِنَا تَحْوِيلًا

## ১৭ : ৭৬-৭৭ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ

কুরাইশ কাফিরেরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কা থেকে বিতারিত করতে চেয়েছিল সেই বিষয়ের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। আল্লাহ সুবহানাহু কাফিরদেরকে হুশিয়ার করে বলছেন যে, তারা যদি তাঁর রাসূলকে মাক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এর পর তাদেরকেও আর বেশি দিন ওখানে বসবাস করার সুযোগ দেয়া হবেনা। বাস্তবেও হয়েছিল তাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরাত করার কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের উপর আল্লাহর বিভিন্ন রকমের শাস্তি আপতিত হয় এবং সফল পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন। মাত্র দেড় বছর পরেই বিনা প্রস্ততি ও বিনা ঘোষণায়ই আকস্মিকভাবে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে কাফিরদের ও কুফরীর মাজা ভেঙ্গে পড়ে। তাদের গন্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা নিহত হয়। তাদের শান শওকত মাটির সাথে মিশে যায়। তাদের বড় বড় নেতারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ বন্দী হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ أَوَّلَ آيَاتٍ أَنزَلْنَا عَلَىٰ رُسُلِنَا أَن يَقُولُوا رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْلِطُونَ ۚ (হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। (সূরা আনফাল, ৮ : ৩৩)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

(হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। (সূরা আনফাল, ৮ : ৩৩)

৭৮। সূর্য হেলে পড়ার পর  
হতে রাতের ঘন অন্ধকার

٧٨. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ



পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে  
এবং কায়েম করবে ফাজরের  
কুরআন পাঠও। কারণ  
ভোরের কুরআন পাঠ স্বাক্ষী  
স্বরূপ।

الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ  
وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ  
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

৭৯। আর রাতের কিছু অংশে  
তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা  
তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য;  
আশা করা যায় তোমার রাব্ব  
তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন  
প্রশংসিত স্থানে।

٧٩. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ  
نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ  
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

### নির্দিষ্ট ওয়াক্তে যথা সময়ে সালাত আদায় করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা সালাতের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সকল  
সালাতই যেন নির্দিষ্ট ওয়াক্তে (যথা সময়ে) আদায় করা হয়। **أَقِمِ الصَّلَاةَ**  
**لِدُلُوكِ الشَّمْسِ** (সূর্য হেলে পড়ার পর সালাত কায়েম করবে) হুশাইম (রহঃ)  
মুগিরাহ (রহঃ) হতে, তিনি শা'বী (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে  
বর্ণনা করেন যে, 'দুলুক' (**دُلُوكُ**) শব্দের অর্থ হচ্ছে মাথার উপর সোজাসুজি  
আকাশের অংশ। (তাবারী ১৭/৫১৪) নাফিও (রহঃ) এটি ইব্ন উমার (রাঃ) হতে  
এরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম মালিক (রহঃ) তার তাফসীরে যুহরী (রহঃ)  
হতে, তিনি ইব্ন উমার (রাঃ) হতে একই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। আবু বারযাহ  
আসলামী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবু জাফর  
আল বাকীর (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী  
১৭/৫১৫, ৫১৬) **دُلُوكُ** শব্দ দ্বারা সূর্য অস্তমিত হওয়া বা হেলে পড়া উদ্দেশ্য।  
সাধারণভাবে বুঝা হয় যে, পাঁচ ওয়াক্তের সালাতের সময়েরই বর্ণনা এই আয়াতে  
রয়েছে। **لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ** সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের

ঘন অন্ধকার পর্যন্ত। غَسَقَ এর অর্থ হচ্ছে অন্ধকার। যারা বলেন যে, دُلُوكُ এর অর্থ হচ্ছে সূর্য অস্তমিত হওয়া তাঁদের মতে এতে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাতের বর্ণনা আছে। আর ফাজরের বর্ণনা রয়েছে وَقُرْآنَ الْفَجْرِ এর মধ্যে। হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের এই ধারাবাহিকতা হতে পাঁচ ওয়াক্তের সালাতের সময় সাব্যস্ত আছে এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, মুসলিমরা এখন পর্যন্ত এর উপরই রয়েছে। প্রত্যেক পরবর্তী যুগের লোক পূর্ববর্তী যুগের লোকদের হতে বরাবরই এটা গ্রহণ করে আসছে। যেমন এই মাসআলাগুলির বর্ণনার জায়গায় এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

### ফাজর এবং আসরের সময় মালাইকা একত্রিত হন

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (ভোরের কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ।) ফাজরের কুরআন পাঠের সময় দিন ও রাতের মালাইকা একত্রিত হন। ইবন মাসউদ (রাঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম مَشْهُودًا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا এবং কায়ম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ স্বাক্ষী স্বরূপ- এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন : যে সকল মালাইকা রাতে অবস্থান করেন এবং যারা দিবসের দায়িত্ব পালন করার জন্য মানুষের কাছে আগমন করেন তারা উভয়ে এই সালাত (ফাজর) আদায়ের সাক্ষী থাকেন। (তাবারী ১৭/৫২০)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একাকী সালাত আদায় করার পরিবর্তে জামাআতের সালাতে সাওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। ফাজরের সালাতের সময় দিন ও রাতের মালাইকা একত্রিত হন। এটা বর্ণনা করার পর এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন : তোমরা কুরআনের وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا এবং কায়ম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ- এই আয়াতটি পড়ে নাও।’ (ফাতহুল বারী ৮/২৫১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইবন মাসউদ (রাঃ) এবং আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : রাতের এবং দিনের কর্তব্যরত মালাইকা এর (সালাত আদায়ের)

সাক্ষী থাকেন। (আহমাদ ২/৪৭৪, তিরমিযী ৮/৫৬৯, নাসাঈ ৬/৩৮১, ইব্ন মাজাহ ১/২২০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘রাত ও দিনের মালাক/ফেরেশতা তোমাদের কাছে পর্যায়ক্রমে আসতে রয়েছে। ফাজর ও আসরের সময় তাঁরা (উভয় দল) একত্রিত হন। তোমাদের মধ্যে মালাইকার যে দলটি রাত অতিবাহিত করেন তারা যখন আকাশে উঠে যান তখন আল্লাহ তা‘আলার জানা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : ‘তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ?’ তারা উত্তরে বলেন : ‘আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দেখি যে, তারা সালাত আদায় করছে, ফিরে আসার সময়েও তাদেরকে সালাত আদায় করা অবস্থায়ই রেখে এসেছি।’ (ফাতহুল বারী ২/৪১, মুসলিম ১/৪৩৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এই প্রহরী মালাইকা ফাজরের সালাতে একত্রিত হন। তারপর একদল আকাশে উঠে যান এবং অপর দল রয়ে যান। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে তাদের তাফসীরে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৭/৫২১)

## রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করার আদেশ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাহাজ্জুদ সালাতের নির্দেশ দিচ্ছেন। ফারয সালাতের নির্দেশতো রয়েছেই। সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় : ফারয সালাতের পরে কোন্ সালাত উত্তম?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘(রাতের) তাহাজ্জুদ সালাত।’ (মুসলিম ২/৮২১) তাহাজ্জুদ বলা হয় রাতে ঘুম থেকে উঠে আদায়কৃত সালাতকে। আলকামাহ (রহঃ), আল আসওয়াদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং আরও অনেকেই এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আরাবী অভিধানেও এটা বিদ্যমান রয়েছে। আর বহু হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাসও ছিল এটাই যে, তিনি ঘুম হতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এর প্রমাণ মিলে। (ফাতহুল বারী ৮/৮৩, ৩/৩৯) তবে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, ইশার পরে যে সালাত আদায় করা হয় ওটাই তাহাজ্জুদ সালাত। খুব সম্ভব তাঁর এই উক্তিও উদ্দেশ্য হচ্ছে ইশার পরে

ঘুমানোর পর জেগে উঠে যে সালাত আদায় করা হয় তা'ই তাহাজ্জুদ সালাত। (তাবারী ১৭/৫২৪)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : **نَافِلَةٌ لَّكَ** হে নাবী! এটা তোমার একটা অতিরিক্ত কর্তব্য। এই বিশেষত্বের কারণে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর উম্মাতেরা এটা পালন করলে অতিরিক্ত সালাত হিসাবে তাদের পাপ দূর হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (আহমাদ ৫/২৫৫, তাবারী ১৭/৫২৫) এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

**عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا** হে নাবী! তুমি আমার এই নির্দেশ পালন করলে আমি তোমাকে এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করব যেখানে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে সমস্ত সৃষ্টজীব তোমার প্রশংসা করবে, আর স্বয়ং মহান সৃষ্টিকর্তাও প্রশংসা করবেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অধিকাংশ মন্তব্য করেছেন : কিয়ামাতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাতের শাফা'আতের জন্য এই মাকামে মাহমূদে যাবেন যাতে সেই দিনের কোন কোন ভয়াবহতা থেকে তিনি তাঁর উম্মাতের মনে শান্তি আনয়ন করতে পারেন। (তাবারী ১৭/৫২৬)

হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, সমস্ত মানুষকে একই মাইদানে একত্রিত করা হবে, ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা যাবে এবং তাদের সকলকে দেখা যাবে। তারা খালি পায়ের ও নগ্ন দেহে থাকবে যেভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেহ কথা বলতে পারবেনা। বলা হবে : 'হে মুহাম্মাদ! তিনি উত্তরে বলবেন : আমি আপনার খিদমাতে উপস্থিত হে আমার রাব্ব! সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে, অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নয়। সুপথ প্রাপ্ত সে যাকে আপনি সুপথ দেখিয়েছেন। আপনার দাস আপনার সামনে বিদ্যমান। সে আপনার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং আপনার দিকেই বুক পড়েছে। আপনার দয়া ছাড়া কেহ আপনার পাকড়াও হতে রক্ষা পাবেনা। আপনার দরবার ছাড়া আর কোন আশ্রয় স্থল নেই। আপনি কল্যাণময় ও সমুচ্চ। আপনিই পবিত্র গৃহের (কা'বা) মালিক।' এটাই হল মাকামে মাহমূদ, যার উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে করেছেন। (তাবারী ১৭/৫২৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই স্থানই হচ্ছে শাফা'আতের স্থান। (তাবারী

১৭/৫২৭) ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) থেকে এবং হাসান বাসরীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যমীন হতে বের হবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সর্বপ্রথম শাফা‘আত তিনিই করবেন। (তাবারী ১৭/৫২৮) আহলুল উলুম বলেন যে, এটাই মাকামে মাহমুদ, যার ওয়াদা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا এ আয়াতে করেছেন। নিঃসন্দেহে কিয়ামাতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন বহু মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে যাতে তাঁর সমকক্ষ কেহ হবেনা। সর্বপ্রথম তাঁরই যমীনের কাবর ফেটে যাবে এবং তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে হাশরের মাইদানের দিকে যাবেন। তাঁর কাছে একটা পতাকা থাকবে যার নীচে আদম (আঃ) থেকে সবাই থাকবেন। তাঁকে হাউজে কাওসার দান করা হবে যার কাছে সবচেয়ে বেশী লোক জমায়েত হবে। শাফা‘আতের জন্য মানুষ আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) কাছে যাবে, কিন্তু তাঁরা সবাই অস্বীকার করবেন এবং তারা প্রত্যেকে বলবেন : আমি এটা করতে সক্ষম হবনা। শেষ পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুপারিশের জন্য আসবে। তিনি সম্মত হবেন, যেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হাদীসসমূহে আসছে ইনশাআল্লাহ।

যাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হবে তাদের ব্যাপারে তিনি সুপারিশ করবেন। অতঃপর তাদেরকে তাঁর সুপারিশের কারণে ফিরিয়ে আনা হবে। সর্বপ্রথম তাঁর উম্মাতেরই ফাইসালা করা হবে। তিনিই নিজের উম্মাতসহ সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবেন। জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনিই প্রথম সুপারিশকারী, যেমন এটা সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (মুসলিম ১/১৮২)

সূর বা শিঙ্গার ফুৎকার দেয়ার হাদীসে আছে যে, মু‘মিনরা তাঁরই সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে যাবে। সর্বপ্রথম তিনিই জান্নাতে যাবেন এবং তাঁর উম্মাত অন্যান্য উম্মাতের পূর্বে জান্নাতে যাবে। তাঁর শাফাআতের কারণে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নিম্ন স্তরের জান্নাতীরা উচ্চ স্তরের জান্নাত লাভ করবেন। ‘ওয়াসীলা’ এর অধিকারী তিনিই হবেন, যা জান্নাতের সর্বোচ্চ মানযিল। এটা তিনি ছাড়া আর কেহই লাভ করবেনা। এটা সঠিক কথা যে, আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে মুসলিম পাপীদের জন্য মালাইকা, নাবীগণ এবং মু‘মিন বান্দাগণ শাফাআত করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত অন্য কেহ এত

বেশী লোকের শাফাআত করতে সক্ষম হবেননা এবং তাদের সংখ্যা কত হবে তা আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জানেন। এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ হবেনা। (তাবারানী ৩৬)

কিতাবুস্ সীরাতের শেষাংশে বাবুল খাসায়েসে বিস্তারিতভাবে আমি (ইব্ন কাসীর) এটি বর্ণনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এখন মাকামে মাহমূদের ব্যাপারে যে হাদীসসমূহ রয়েছে সেগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সাহায্য করুন!

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন : ‘কিয়ামাতের দিন মানুষ হাঁটুর ভরে পড়ে থাকবে। প্রত্যেক উম্মাত তাদের নাবীর পিছনে থাকবে। তারা বলবে : ‘হে অমুক! আমাদের জন্য সুপারিশ করুন! শেষ পর্যন্ত শাফাআতের দায়িত্ব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অর্পিত হবে। সুতরাং এটা হচ্ছে ঐ দিন যে দিন আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে মাকামে মাহমূদে প্রতিষ্ঠিত করবেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/২৫১)

ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘সূর্য খুবই নিকটে হবে, এমনকি ঘাম কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ঐ সময় মানুষ সুপারিশের জন্য আদমের (আঃ) নিকট যাবে। তিনি বলবেন : আমি এর উপযুক্ত নই। তারপর তারা মূসার (আঃ) কাছে যাবে। তিনিও উত্তরে বলবেন : ‘আমি এর যোগ্য নই।’ তারা তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবে। তিনি মাখলূকের শাফাআতের জন্য অগ্রসর হবেন এবং জান্নাতের দরজার পাল্লা ধরে নিবেন। সুতরাং ঐ দিন আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছিয়ে দিবেন। (তাবারী ১৭/৫২৯) সহীহ বুখারীতে যাকাত অধ্যায়ে এই রিওয়াযাতের শেষাংশে এও রয়েছে যে, হাশরের মাইদানের সমস্ত লোক সেই সময় তাঁর প্রশংসা করবে। (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৬)

আবু দাউদ তায়ালেসী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা শাফাআতের অনুমতি দিবেন। তখন রুহুল কুদুস জিবরাঈল (আঃ) দাঁড়িয়ে যাবেন। তারপর দাঁড়াবেন আল্লাহর নিকটতম বন্ধু ইবরাহীম (আঃ), তারপর মূসা (আঃ) অথবা ঈসা (আঃ)। আবু যারা (রাঃ) বলেন : আমার মনে নেই যে, এদের দু’জনের কার নাম আগে বলা হয়েছে। এরপর তোমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে যাবেন এবং শাফাআত করবেন। তাঁর চেয়ে বেশী

আর কারও দ্বারা শাফাআত হবেনা। এটাই হল মাকামে মাহমূদ, যার বর্ণনা عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا এই আয়াতে রয়েছে। (আবু দাউদ ৫১)

## আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একদা কিছু গোশত আনা হয়। তিনি কাঁধের গোশত খুবই পছন্দ করতেন বলে ঐ গোশত থেকে তিনি তা তুলে নিয়ে এক লোকমা মুখে দিয়ে বললেন : কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষের নেতা আমিই হব। তোমরা কি জান এর কারণ কি? আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একই মাঠে জমা করবেন এবং তাদের সবাইকে দেখা যাবে। সূর্য খুবই নিকটে আসবে এবং মানুষ এত কঠিন দুঃখ ও চিন্তার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়বে যে, তা সহ্য করার মত নয়। ঐ সময় তারা পরস্পর বলাবলি করবে : তোমরা কি লক্ষ্য করছনা? চল, কেহকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য বলি। এভাবে পরামর্শে একমত হয়ে তারা আদমের (আঃ) কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে : ‘আপনি সমস্ত মানুষের পিতা। আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে নিজের রুহ ফুঁকে দিয়েছে। আর মালাইকাকে হুকুম দিয়ে আপনাকে সাজদাহ করিয়েছেন। আপনি কি আমাদের দুরাবস্থা দেখছেননা? আপনি আমাদের জন্য আমাদের রবের নিকট শাফা‘আত করুন।’ আদম (আঃ) উত্তরে বলবেন : ‘আজ আমার রাব্ব এত রাগান্বিত রয়েছেন যে, এর পূর্বে তিনি কখনও এত রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও কখনও এত রাগান্বিত হবেননা। তিনি আমাকে একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমার দ্বারা তাঁর অবাধ্যাচরণ হয়ে গেছে। আমি আজ নিজের চিন্তায়ই ব্যাকুল রয়েছি। তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা নূহের (আঃ) কাছে যাও।’

তারা তখন নূহের (আঃ) কাছে যাবে এবং বলবে : ‘হে নূহ (আঃ)! আপনাকে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াবাসীর কাছে সর্বপ্রথম রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন। আপনাকে তিনি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা নামে আখ্যায়িত করেছেন। আপনি আমাদের জন্য রবের কাছে শাফা‘আত করুন! আমরা কি ভীষণ বিপদের মধ্যে রয়েছি তাতো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন!’ নূহ (আঃ) জবাবে বলবেন : ‘আজ আমার রাব্ব এত ক্রোধান্বিত রয়েছেন যে, ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত বেশী রাগান্বিত

হননি এবং এর পরেও এত বেশী ক্রোধান্বিত হবেননা। আমার জন্য একটি প্রার্থনা ছিল যা আমি আমার কাওমের বিরুদ্ধে করেছিলাম। আজতো আমি নিজেই নাফসী! নাফসী! করতে রয়েছে। তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা ইবরাহীমের (আঃ) কাছে যাও।’

তারা তখন ইবরাহীমের (আঃ) কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে : ‘দুনিয়াবাসীর মধ্যে আপনি আল্লাহর নাবী ও তাঁর বন্ধু। আপনি কি আমাদের এই দুরাবস্থা দেখছেননা?’ ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে বলবেন : ‘আজ আমার রাব্ব তীষণ রাগান্বিত রয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত বেশী রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও কখনও এত বেশী রাগান্বিত হবেননা।’ তারপর তাঁর মিথ্যা কথা বলা স্মরণ হবে এবং তিনি নাফসী! নাফসী! করতে শুরু করবেন এবং বলবেন : ‘তোমরা মূসার (আঃ) কাছে যাও।’

তারা তখন মূসার (আঃ) কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে : ‘হে মূসা (আঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি আপনার সাথে কথা বলেছিলেন। আপনি আমাদের রবের কাছে গিয়ে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন! দেখছেনতো আমরা কি দুরাবস্থায় রয়েছি!’ তিনি জবাব দিবেন : ‘আজ আমার রাব্ব কঠিন রাগান্বিত হয়ে রয়েছেন। ইতোপূর্বে কখনও তিনি এত বেশী রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও হবেননা। আমি একবার তাঁর বিনা হুকুমে একটি লোককে মেরে ফেলেছিলাম যার ব্যাপারে আমাকে আদেশ করা হয়নি। অতএব আমি আজ নিজের চিন্তায়ই ব্যাকুল রয়েছি। সুতরাং তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও এবং অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা বরং ঈসার (আঃ) কাছে যাও।’

তারা তখন বলবে : ‘হে ঈসা (আঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল, তাঁর কালেমা এবং তাঁর রুহ! যা তিনি মারইয়ামের (আঃ) প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। শৈশবে দোলনায়ই আপনি কথা বলেছিলেন। আপনি আমাদের জন্য রবের নিকট সুপারিশ করুন! আমরা যে কত উদ্ধিগ্ন অবস্থায় রয়েছি তাতো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন!’ ঈসা (আঃ) উত্তরে বলবেন : ‘আমার রাব্ব আজ খুবই রাগান্বিত রয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত বেশী রাগান্বিত হননি এবং এরপরে আর কখনও এত বেশী ক্রোধান্বিত হবেননা। তিনিও নাফসী! নাফসী! করতে থাকবেন। কিন্তু তিনি নিজের কোন পাপের কথা উল্লেখ করবেননা। অতঃপর তিনি তাদেরকে বলবেন : ‘তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে যাও।’



তারা তখন আমার কাছে আসবে এবং বলবে : ‘আপনি সর্বশেষ নাবী। আল্লাহ তা‘আলা আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য শাফা‘আত করুন! আমরা যে কি কঠিন বিপদের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছি তাতো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন!’ আমি তখন দাঁড়িয়ে যাব এবং আরশের নীচে এসে আমার মহামহিমাম্বিত রবের সামনে সাজদাহয় পড়ে যাব। তারপর আল্লাহ তা‘আলা আমার উপর তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের ঐ সব শব্দ খুলে দিবেন যা আমার পূর্বে আর কারও কাছে খুলেননি। অতঃপর তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলবেন : ‘হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উত্তোলন কর। চাও, তোমাকে দেয়া হবে এবং শাফা‘আত কর, কবুল করা হবে।’ আমি তখন সাজদাহ হতে আমার মাথা উত্তোলন করব এবং বলব : ‘হে আমার রাব্ব! আমার উম্মাত (এর কি অবস্থা হবে) হে আমার রাব্ব! আমার উম্মাত (এর কি অবস্থা হবে!), হে আল্লাহ! আমার উম্মাত (কে রক্ষা করুন)! তখন তিনি আমাকে বলবেন : ‘যাও তোমার উম্মাতের ঐ লোকদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও যাদের কোন হিসাব নেই। তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে পৌঁছে দাও। এরপর অন্যান্য সব দরজা দিয়ে তারা অন্যান্য উম্মাতের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! জান্নাতের দু’টি তোরণের মধ্যে এত দূর ব্যবধান রয়েছে যতদূর ব্যবধান রয়েছে মাক্কা ও ‘হাযারের’ মধ্যে অথবা মাক্কা ও বসরার মধ্যে।’ (আহমাদ ২/৪৩৫, বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৮৯৪)

৮০। বল : হে আমার রাব্ব! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।

৮০. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ  
مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ  
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ  
لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

৮১। আর বল : সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে;

৮১. وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ

মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।

الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

## হিজরাত করার আদেশ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাঁর প্রতি হিজরাতের হুকুম হয় এবং নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয় :

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّيْ

بَل : হে আমার রাক্ব! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষ-জনক আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি। (আহমাদ ১/২২৩, তিরমিযী ৮/৫৭৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : মাক্কার কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার অথবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার কিংবা বন্দী করার পরামর্শ করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা মাক্কাবাসীকে তাদের দুষ্কার্যের স্বাদ গ্রহণ করার ইচ্ছা করেন এবং স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাদীনায় হিজরাত করার নির্দেশ দেন। এই আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। (তাবারী ১৭/৫৩৩)

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ এর ভাবার্থ

হচ্ছে মাক্কা হতে বের হওয়া ও মাদীনায় প্রবেশ করা। এই উক্তিটিই সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ। (আহমাদ ১/২২৩) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৫৩৪) এরপর আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিচ্ছেন :

وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا এবং আপনার নিকট হতে আমাকে

দান করুন সাহায্যকারী শক্তি। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, এই প্রার্থনার কারণে আল্লাহ তা‘আলা পারস্য ও রোম দেশ বিজয় এবং ওদের শাসনভার তাঁর উপর প্রদানের ওয়াদা করেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : এটাতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, বিজয় লাভ ছাড়া দীনের প্রচার, প্রসার এবং পূর্ণ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। এ জন্যই তিনি মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য ও বিজয় কামনা করেছিলেন যাতে তিনি আল্লাহর কিতাব, তাঁর হুদুদ, শারীয়াতের কর্তব্যসমূহ এবং দীনের প্রতিষ্ঠা চালু করতে পারেন। এই বিজয় দানও আল্লাহ তা‘আলার এক বিশেষ রাহমাত। এটা না হলে সবল দুর্বলকে আক্রমণ করত এবং একে অপরকে গ্রাস করে ফেলত। (তাবারী ১৭/৫৩৬) সত্যের সাথে বিজয় ও শক্তিও যরুরী, যাতে সত্যের বিরোধীরা জন্ম থাকে এবং তাদের আচরণ স্তব্ধ করা যায়। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা লোহা অবতীর্ণ করার অনুগ্রহকে কুরআনুল কারীমে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

### وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ

আমি লৌহও দিয়েছি। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৫)

### কুরাইশ কাফিরদের প্রতি হুশিয়ারী

এরপর কুরাইশ কাফিরদের সতর্ক করা হচ্ছে : وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে সত্যের আগমন ঘটেছে যাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। কুরআন, ঈমান এবং লাভজনক সত্য ইল্ম আল্লাহর পক্ষ হতে এসে গেছে এবং কুফরী ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়েছে। ওটা সত্যের মুকাবিলায় হাত-পাহীন দুর্বল সাব্যস্ত হয়েছে।

### بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১৮)

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কায় (বিজয়ী বেশে) প্রবেশ করেন সেই সময় বাইতুল্লাহর চারিদিকে তিনশ’ ষাটটি মূর্তি ছিল। তিনি তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা ওগুলিকে আঘাত করছিলেন এবং মুখে নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করছিলেন।

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا  
সত্য এসেছে এবং  
মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

সত্যের আগমন ঘটেছে এবং মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে, মিথ্যা বিদূরিত হয়েই থাকে। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৪৯) (ফাতহুল বারী ৮/২৫২)

৮২। আমি অবতীর্ণ করি  
কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য  
সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা  
সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই  
বৃদ্ধি করে।

۸۲. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ  
شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا  
يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

### কুরআন হল প্রতিষেধক এবং করুণা

যে কিতাবে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই, মহান আল্লাহ তাঁর সেই কিতাব সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন ঈমানদারদের অন্তরের রোগসমূহের জন্য উপশম স্বরূপ। সন্দেহ, কপটতা, শির্ক, বক্রতা, মিথ্যার সংযোগ ইত্যাদি সব কিছু এর মাধ্যমে বিদূরিত হয়। ঈমান, হিকমাত, কল্যাণ, করুণা, সৎকাজের প্রতি উৎসাহ ইত্যাদি এর দ্বারা লাভ করা যায়। যে কেহই এর উপর ঈমান আনবে, একে সত্য মনে করে এর অনুসরণ করবে, এ কুরআন তাকে আল্লাহর রাহমাতের ছায়াতলে দাঁড় করিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে যে অত্যাচারী হবে এবং একে অস্বীকার করবে সে আল্লাহর রাহমাত থেকে দূরে সরে পড়বে। কুরআন পাঠ শুনে তার কুফরী আরও বেড়ে যাবে। সুতরাং এই বিপদ স্বয়ং কাফিরের পক্ষ থেকে তার কুফরীর কারণেই ঘটে থাকে, কুরআনের পক্ষ থেকে নয়। এতো সরাসরি রাহমাত ও প্রশান্তি। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي

ءَاذَانِهِمْ وَقُرْهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

বল : মু'মিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য

অঙ্কত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ৪৪) আর এক জায়গায় রয়েছে :

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ۖ إِيْمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করেছে। আর যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১২৪-১২৫) এ বিষয়ে আরও আয়াত রয়েছে।

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : মু'মিন এই পবিত্র কিতাব শুনে উপকার লাভ করে। সে একে মুখস্থ করে এবং মনে গেঁথে রাখে। وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا আর অবিশ্বাসী কাফির এর দ্বারা কোন উপকারও পায়না, একে মুখস্থও করেনা, এর রক্ষণাবেক্ষণও করেনা। আল্লাহ একে উপশম ও রাহমাত বানিয়েছেন শুধু মাত্র মু'মিনদের জন্য।

৮৩। যখন আমি মানুষের উপর অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।

۸۳. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ ۖ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا

৮৪। বল : প্রত্যেকে তার নিজ নিজ রীতি অনুসারে কাজ করে। কিন্তু তোমার রাব্ব ভাল

۸۴. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ

করে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা  
নির্ভুল পথে আছে।

شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ  
أَهْدَىٰ سَبِيلًا

## অকৃতজ্ঞেরা সুখের সময় আল্লাহ থেকে বিমুখ থাকে এবং বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকে

ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণের ব্যাপারে মানুষের যে অভ্যাস রয়েছে, কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মানুষের অভ্যাস এই যে, সে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ, দৈহিক সুস্থতা, বিজয়, জীবিকা, সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা, স্বচ্ছলতা এবং সুখ শান্তি লাভ করলেই আল্লাহর আনুগত্যতা ও ইবাদাত করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহ হতে দূরে সরে পড়ে। দেখে মনে হয় যেন সে কখনও বিপদে পড়েনি বা পড়বেওনা। এর অনুরূপ একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ صُرِّمَسَّهُ

অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি। (সূরা ইউনুস, ১০ : ১২)

فَلَمَّا نَجَّيْنَاكَ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ

অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৬৭)

كَانَ يُؤُوسًا যখন তার উপর কষ্ট ও বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে, সে আর কখনও কল্যাণ, মুক্তি ও সুখ-শান্তি লাভ করবেইনা। কুরআনুল হাকীমের অন্যত্র রয়েছে :

وَلَيْنَ أَدْقِنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحْمَةً ثُمَّ تَزَعَّنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُؤُوسٌ كَفُورٌ  
وَلَيْنَ أَدْقِنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ

لَفَرِحَ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

আর যদি আমি মানুষকে স্বীয় অনুগ্রহ আশ্বাদন করাই, অতঃপর তা তার হতে ছিনিয়ে নিই তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আর যদি তাকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করার পর আমি তাকে নি'আমাতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে বলতে শুরু করে : আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল; (আর) সে গর্ব করতে থাকে, আত্ম প্রশংসা করতে থাকে। কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান। (সূরা হুদ, ১১ : ৯-১১)

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এতে মুশরিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ

যারা বিশ্বাস করেনা তাদেরকে বল : তোমরা যেমন করছ, করতে থাক। (সূরা হুদ, ১১ : ১২১)

فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا তারা যে নীতির উপর কাজ করে যাচ্ছে এবং ওটাকেই সঠিক মনে করছে, কিন্তু ওটা যে সঠিক পন্থা নয় তা তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে গিয়ে জানতে পারবে, যেদিন প্রত্যেককে তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে এবং কোন কিছুই আর গোপন থাকবেনা।

৮৫। তোমাকে তারা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বল : রুহ আমার রবের আদেশ ঘটিত; এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।

٨٥. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

## ‘রুহ’ কী

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনার ফসলী ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলছিলেন। তাঁর হাতে একটি খেজুর গাছের লাঠি ছিল। আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। ইয়াহুদীদের একটি দল তাঁকে দেখে পরস্পর বলাবলি করে : ‘এসো, আমরা তাঁকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করি।’ কেহ কেহ বলল : ‘এতে আমাদের কি লাভ?’ আবার কেহ কেহ বলল : ‘তিনি হয়ত এমন উত্তর দিবেন যা তোমরা পছন্দ করবেন। সুতরাং যেতে দাও, প্রশ্ন করার দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত তারা এসে প্রশ্ন করেই বসলো। তারা রুহ সম্পর্কে জানতে চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি বুঝে নিলাম যে, তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং আমিও নীরবে দাঁড়িয়ে গেলাম। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি পাঠ করলেন :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বল : রুহ আমার রবের আদেশ ঘটিত ব্যাপার।

এ দ্বারা বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, এটি মাদানী আয়াত। অথচ সম্পূর্ণ সূরাটি মাক্কী। কিন্তু হতে পারে যে, মাক্কায় অবতীর্ণ আয়াত দ্বারাই এই স্থলে মাদীনার ইয়াহুদীদেরকে জবাব দেয়ার অহী হয়েছিল কিংবা এও হতে পারে যে, দ্বিতীয়বার এই আয়াতটিই অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারাও এই আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হওয়া বুঝা যায়।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, ইয়াহুদীরা বলল : ‘আমাদের অনেক জ্ঞান রয়েছে। আমরা তাওরাত লাভ করেছি এবং যার কাছে তাওরাত আছে সে বহু কল্যাণ লাভ করেছে। ইয়াহুদীদের রুহ সম্পর্কিত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদের ঐ অপছন্দনীয় কথার প্রতিবাদে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়া বর্ণিত আছে :

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয় সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৬৯)



وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ  
أَحْجُرٍ مَا نَفِذْتَ كَلِمَتُ اللَّهِ

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও  
সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবেনা। (সূরা  
লুকমান, ৩১ : ২৭) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করা  
হয়েছে তা যদি জাহান্নাম হতে রক্ষা করে তাহলে সেই জ্ঞান একটা বড় বিষয়।  
কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞানের তুলনায় এটা অতি নগন্য। (তাবারী ১৭/৫৪২)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ এর ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে  
যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে যে,  
দেহের সাথে রূহের শাস্তি কেন হয়? ওটাতো আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে  
এসেছে? এ ব্যাপারে তাঁর উপর কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি বলে তিনি তাদেরকে  
কোন জবাব দেননি। তৎক্ষণাৎ তার কাছে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং  
قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا তুমি বল : রূহ আমার  
রবের আদেশ ঘটিত; এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে - এই  
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা শুনে ইয়াহুদীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে : ‘এর খবর  
আপনাকে কে দিল?’ তিনি জবাবে বলেন : জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে  
এ খবর নিয়ে এসেছিলেন।’ তারা তখন বলতে শুরু করল : ‘আল্লাহর শপথ!  
আপনার জন্য যে বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে সেই জিবরাঈল (আঃ) আমাদের  
শত্রু।’ তাদের এই কথার প্রতিবাদে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ  
করেন :

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا  
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَنُذْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ  
وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

তুমি বল : যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে এ জন্য যে, সে  
আল্লাহর হুকুমে এই কুরআনকে তোমার অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, যা পূর্ববর্তী  
কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করেছে এবং মু‘মিনদের সুসংবাদ দিচ্ছে; যে ব্যক্তি

আল্লাহর, তাঁর মালাইকার, তাঁর রাসূলগণের, জিবরাঈলের এবং মিকাইলের শত্রু, নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শত্রু। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৯৭-৯৮)

### ‘রুহ’ এবং ‘নাফস’ এর মধ্যে সম্পর্ক

সুহাইলী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, রুহ কি নাফস, নাকি অন্য কিছু? এটাকে এভাবে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, রুহ দেহের মধ্যে বাতাসের মত চালু রয়েছে এবং এটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিস, যেমন গাছের শিরায় পানি চলাচল করে থাকে। আর মালাক/ফেরেশতা যে রুহ মায়ের পেটের বাচ্চার মধ্যে ফুঁকে থাকেন তা দেহের সাথে মিলিত হওয়া মাত্রই নাফস হয়ে যায়। এর সাহায্যে ওটা ভাল-মন্দ গুণ নিজের মধ্যে লাভ করে। হয় আল্লাহর যিক্রের সাথে প্রশান্তি আনয়নকারী হয় (৮৯ : ২৭), না হয় মন্দ কাজের হুকুমদাতা হয়ে যায়। (১২ : ৫৩) যেমন পানি গাছের জীবন। ওটা গাছের সাথে মিলিত হওয়ার কারণে একটা বিশেষ জিনিস নিজের মধ্যে পয়দা করে নেয়। আগ্নের সৃষ্টি হয়, অতঃপর ওর পানি বের করা হয় অথবা মদ তৈরী করা হয়। সুতরাং ঐ আসল পানি অন্য রূপ ধারণ করেছে। এখন ওটাকে আসল পানি বলা যেতে পারেনা। অনুরূপভাবে দেহের সাথে মিলিত হওয়ার পর রুহকে আসল রুহ বলা যাবেনা এবং নাফসও বলা যাবেনা। মোট কথা, রুহ হল নাফস ও মূল পদার্থের মূল। আর নাফস হল রুহের এবং ওর দেহের সাথে সংযুক্ত হওয়ার দ্বারা যা হয় সেটাই। সুতরাং রুহটাই নাফস। কিন্তু একদিক দিয়ে নয়, বরং সবদিক দিয়েই। এতো হল বুঝে নেয়ার জন্য বিশ্লেষণ, কিন্তু এর হাকীকাতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। (আর রাওয়াদ আল আন্ফ ২/৬২) মানুষ এ ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছেন এবং এর উপর বড় বড় স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। ঐ সব কিতাবে হাফিয ইব্ন মানদাহ (রহঃ) কৃত লিখা বইটি উত্তম বলে মনে করা হয় যাতে রুহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮৬। ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম; তাহলে তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পেতেনা।

۸۶. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

<p>৮৭। এটা প্রত্যাহার না করা তোমার রবের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাঁর মহা অনুগ্রহ।</p>	<p>৮৭. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا</p>
<p>৮৮। বল : যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবেনা।</p>	<p>৮৮. قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا</p>
<p>৮৯। আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর সব কিছুই অস্বীকার করে।</p>	<p>৮৯. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا</p>

### আল্লাহ যখন চাবেন তখন কুরআন উঠিয়ে নিবেন

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ঐ বড় অনুগ্রহ ও ব্যাপক নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে নি‘আমাত তিনি তাঁর প্রিয় বান্দা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর উপর ঐ পবিত্র কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে কখনও কোন মিথ্যা অনুপ্রবেশ করা অসম্ভব। সম্মুখ থেকেও না, পিছন থেকেও না। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, শেষ যুগে সিরিয়ার দিক থেকে এক লাল বায়ু প্রবাহিত হবে। ঐ সময় কুরআনের পাতা থেকে এবং হাফিযদের অন্তর হতে কুরআন তুলে নেয়া হবে। একটি আয়াতও বাকী

এ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ থাকবেনা। তারপর তিনি উপরের আয়াতটি পাঠ করেন।

### কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

এরপর মহান আল্লাহ নিজের ফাযল ও কারম এবং অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁর এই পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের এক বড় প্রমাণ হচ্ছে : সমস্ত মাখলুক এর মুকাবিলা করতে অপারগ। কারও ক্ষমতা নেই, এর মত ভাষা প্রয়োগ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা নিজে যেমন নযীরবিহীন ও তুলনাবিহীন, অনুরূপভাবে তাঁর কалаমও অতুলনীয়। যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর বাক্য কি করে ঐ সৃষ্টির বাক্যের সমতুল্য হতে পারে? মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ আমি এই পবিত্র কিতাবে সর্ব প্রকারের দলীল বর্ণনা করে সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছি এবং সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে। আর তারা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবেই রয়ে যাচ্ছে।

<p>৯০। আর তারা বলে : কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবন উৎসারিত করবে।</p>	<p>৯০. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا</p>
<p>৯১। অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদী-নালা।</p>	<p>৯১. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا</p>
<p>৯২। অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে</p>	<p>৯২. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا</p>

খন্ড বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও মালাইকাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে।

زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا

৯৩। অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ আমরা তখনও বিশ্বাস করবনা যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে যা আমরা পাঠ করব। বল : পবিত্র আমার মহান রাক্ব! আমি তো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল।

۹۳. أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرَفٍ أَوْ تَرَقَّىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

### কুরাইশদের মু'জিয়া আহ্বান এবং তা প্রত্যাখ্যান

ইবন জারীর (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন : চল্লিশ বছরেরও বেশি আগে মিসরের এক লোক আগমন করেন, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, রাবী'আহর দুই ছেলে উতবাহ ও শাইবাহ, আবু সুফিয়ান ইব্ন হারব, বানু আবদিদ্দার গোত্রের একটি লোক, বানু আসাদ গোত্রের আবুল বাখতারী, আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ, জামআহ ইব্ন আসওয়াদ, ওয়ালী ইব্ন মুগীরাহ, আবু জাহল ইব্ন হিশাম, আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া, উমাইয়া ইব্ন খালাফ, আস ইব্ন ওয়াইল, হাজ্জাজের দুই পুত্র নাবীহ ও মুনাবিহ এবং হাজ্জাজ আশ শাহমিনের দুই পুত্র। এরা সবাই বা এদের মধ্যের কিছু লোক সূর্যাস্তের পরে কা'বা ঘরের পিছনে একত্রিত হয় এবং পরস্পর বলাবলি করে : 'কেহকে পাঠিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে নাও, তার সাথে আজ আলাপ আলোচনা করে

একটা ফাইসালা করে নেয়া যাক যাতে কোন ওয়র আপত্তি বাকী না থাকে।’ সুতরাং দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে খবর দিল : ‘আপনার কাওমের সম্ভ্রান্ত লোকেরা একত্রিত হয়েছেন এবং তাদের কাছে আপনার উপস্থিত কামনা করেছেন।’ দূতের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করলেন যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সঠিক বোধশক্তি প্রদান করেছেন, অতএব তারা হয়ত সত্যপথে চলে আসবে। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে তাদের কাছে গমন করেন। তাঁকে দেখেই তারা সমস্বরে বলে উঠল : ‘দেখ আজ আমরা তোমার সামনে যুক্তি প্রমাণ পূরা করে দিচ্ছি যাতে আমাদের উপর কোন অভিযোগ না আসে। এ জন্যই আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আল্লাহর শপথ! তুমি আমাদের উপর যত বড় বিপদ চাপিয়ে দিয়েছ, এত বড় বিপদ কেহ কখনও তার কাওমের উপর চাপায়নি। তুমি আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে গালি দিচ্ছ, আমাদের দীনকে মন্দ বলছ, আমাদের বড়দেরকে নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করছ, আমাদের মা‘বুদ বা উপাস্যদেরকে খারাপ বলছ এবং আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আল্লাহর শপথ! তুমি আমাদের অকল্যাণ সাধনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করনি। এখন পরিস্কারভাবে শুনে নাও এবং বুঝে শুনে জবাব দাও। এসব করার পিছনে সম্পদ জমা করা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা এজন্য প্রস্তুত আছি। আমরা তোমাকে এমন সম্পদশালী বানিয়ে দিব যে, আমাদের মধ্যে তোমার সমান ধনী আর কেহ থাকবেনা। আর যদি নেতৃত্ব করা তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ জন্যও আমরা তৈরী আছি। আমরা তোমারই হাতে নেতৃত্ব দান করব এবং আমরা তোমার অধীনতা স্বীকার করে নিব। যদি বাদশাহ হওয়ার তোমার ইচ্ছা থাকে তাহলে বল, আমরা তোমার বাদশাহীর ঘোষণা করছি। আর যদি কোন জিনের মাধ্যমে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রেও আমরা প্রস্তুত আছি যে, টাকা পয়সা খরচ করে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। এতে হয় তুমি আরোগ্য লাভ করবে, না হয় আমাদেরকে অপারগ মনে করা হবে।’

তাদের এসব কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘জেনে রেখ, আমার মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটেনি, আমি এই রিসালাতের মাধ্যমে ধনী হতেও চাই না, আমার নেতৃত্বেরও লোভ নেই এবং আমি বাদশাহ হতেও চাইনা। বরং আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তোমাদের সকলের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করি এবং

(জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শন করি। আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। তোমরা যদি এটা কবুল করে নাও তাহলে উভয় জগতেরই সুখের অধিকারী হবে। আর যদি না মানো তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব, শেষ পর্যন্ত মহামহিমাম্বিত আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য ফাইসালা করবেন।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই জবাব শুনে কাওমের নেতারা বলল : ‘হে মুহাম্মাদ! আমাদের এই প্রস্তাবগুলির একটিও যদি তুমি সমর্থন না কর তাহলে শোন! তুমিতো নিজেও জান যে, আমাদের মত ছোট্ট শহর আর কারও নেই। আর আমাদের মত কম সম্পদও আর কোন কাওমের নেই এবং আমাদের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত কম রক্ষীও কোন কাওম অর্জন করেনা। তুমি যখন বলছ যে, তোমার রাব্ব তোমাকে স্বীয় রিসালাত দিয়ে পাঠিয়েছেন তখন তাঁর নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন এই পাহাড় আমাদের এখান থেকে সরিয়ে দেন যাতে আমাদের অঞ্চলটি প্রশস্ত হয়ে যায়, শহরটিও বড় হয়, তাতে নদী ও প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়, যেমন সিরিয়া ও ইরাকে রয়েছে। আর এটাও প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন আমাদের মৃত বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে দেন এবং তাদের মধ্যে কুসাই ইব্ন কিলাব যেন অবশ্যই থাকেন। তিনি আমাদের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ও সত্যবাদী লোক ছিলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করব, তিনি তোমার দা‘ওয়াত সম্পর্কে যা বলবেন তাতে আমাদের মনে তৃপ্তি আসবে। যদি তুমি এটা করে দিতে পার এবং তারা তোমার দা‘ওয়াতের সত্যতার স্বীকৃতি দেন তাহলে আমরা খাঁটি অন্তরে তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং তোমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিব।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘এগুলো নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়নি। এগুলো কোনটিই আমার শক্তির মধ্যে নয়। আমি তো শুধু আল্লাহ তা‘আলার কথাগুলি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে এসেছি। কবুল করলে তোমরা উভয় জগতে সুখী হবে এবং কবুল না করলে আমি ধৈর্য ধরব এবং বিচার দিবসে মহান আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করব যেদিন তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন।’

তারা তখন বলল : ‘আচ্ছা, তুমি যদি এটাও না পার তাহলে আমরা স্বয়ং তোমার জন্য এটাই বিবেচনা করতে বলছি যে, তুমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন তোমার কাছে কোন মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করেন যিনি তোমার কথাকে সত্যায়িত করে তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে উত্তর দেন। আর তাঁকে বলে তোমার নিজের জন্য বাগ-বাগিচা, ধনভাণ্ডার এবং সোনা রূপার অট্টালিকা

তৈরী করে নাও যাতে তোমার অবস্থা সুন্দর ও পরিপাটী হয়ে যায় এবং তোমাকে খাদ্যের সন্ধানে আমাদের মত বাজারে ঘুরে বেড়াতে না হয়। এটাও যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা স্বীকার করে নিব যে, আল্লাহ তা‘আলার কাছে সত্যিই তোমরা মর্যাদা রয়েছে এবং বাস্তবিকই তুমি আল্লাহর রাসূল।’

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘না আমি এগুলো করব, আর না এগুলোর জন্য আমার রবের কাছে প্রার্থনা জানাব এবং না আমি এজন্য প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক করে পাঠিয়েছেন, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যদি মেনে নাও তাহলে উভয় জগতে নিজেদের কল্যাণ আনয়ন করবে এবং না মানলে দেখি আমার রাব্ব আমার ও তোমাদের মধ্যে কি ফাইসালা করেন সেই জন্য ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করব।’

তারা বলল : ‘তাহলে আমরা বলছি যে, তোমার রাব্বকে বলে আমাদের উপর আকাশ নিক্ষেপ করিয়ে নাও; তুমিতো বলছই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এরূপ এরূপ করবেন। এটা না করা পর্যন্ত আমরা তোমাতে ঈমান আনবনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন : ‘এটা আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তিনি যদি চান তাহলে তা করবেন।’ মুশরিকরা তখন বলল : ‘দেখ, আল্লাহ তা‘আলার কি এটা জানা ছিলনা যে, আমরা এ সময়ে তোমার কাছে বসব এবং তোমাকে এ সবগুলো করতে বলব? সুতরাং তাঁরতো উচিত ছিল এগুলো তোমাকে পূর্বে অবহিত করা? আর এটাও তাঁর বলে দেয়া উচিত ছিল যে, তোমাকে কি জবাব দিতে হবে? আর যদি আমরা না মানি তাহলে আমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? দেখ, আমরা শুনেছি যে, ইয়ামামাহর রাহমান নামক এক লোক তোমাকে এগুলো শিখিয়ে থাকে। আল্লাহর শপথ! তোমাকে এ কাজে আমরা মুক্ত ছেড়ে দিতে পারিনা। হয় তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে, না হয় আমরাই তোমাকে ধ্বংস করব।’ কেহ কেহ বলল : ‘আমরাতো মালাইকার পূজা করি, যারা আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহ)।’ অন্য কেহ কেহ বলল : ‘যে পর্যন্ত তুমি আল্লাহকে ও তাঁর মালাইকাকে সরাসরি আমাদের সম্মুখে হাযির না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা।’

অতঃপর মাজলিস ভেঙ্গে গেল। আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন মাখযুম (রাঃ), যে তার ফুফু আতিকা বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের ছেলে ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাথে চলল। তাঁর ফুফাতো ভাই তাঁকে বলল : ‘দেখ, এটাতো খুবই অন্যায় হল



যে, তোমার কাওম যা বলল তুমি সেটাও স্বীকার করলেনা এবং তারা যা চাইল তুমি সেটাও করতে পারলেনা। তারপর তুমি তাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছিলে ওটা তারা চাইল, কিন্তু সেটাও তুমি করলেনা। এখন আল্লাহর শপথ! আমিও তোমার উপর ঈমান আনবনা যে পর্যন্ত না তুমি সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে কোন কিতাব আনবে ও চার জন মালাক/ফেরেশতাকে স্বাক্ষী হিসাবে তোমার সাথে আনবে।’ আল্লাহর শপথ! এর পরও আমি ভেবে দেখব যে, তোমার দা’ওয়াতে আমি সাড়া দিব কিনা। এরপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সমুদয় কথায় খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি বড়ই আশা নিয়ে এসেছিলেন যে, হয়ত তাঁর কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁর কথা মেনে নিবে। কিন্তু তিনি তাদের ঔদ্ধত্যপনা দেখতে পেলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, তারা ঈমান থেকে বহু দূরে সরে গেছে এবং তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও দৃঢ় ভাব ধারণ করেছে। (তাবারী ১৭/৫৫৭, এ বর্ণনা সম্পূর্ণ সঠিক নয়)

### মুশরিকদের দাবী প্রত্যাখ্যানের কারণ

কথা হল এই যে, তাদের এ সব কথার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাটো করা এবং তাঁকে লা-জবাব করা। ঈমান আনার উদ্দেশ্য তাদের মোটেই ছিলনা। যদি সত্যিই ঈমান আনার উদ্দেশ্যে তারা এই প্রশ্নগুলি করত তাহলে খুব সম্ভব আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে এই মু’জিযাগুলি দেখিয়ে দিতেন। কেননা আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছিল : ‘যদি তুমি চাও তাহলে এরা যা চাচ্ছে আমি তা দেখিয়ে দিই। কিন্তু জেনে রেখ, এর পরেও যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে আমি তাদেরকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব যা কখনও কেহকেও দেইনি। আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি তাদের জন্য তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খুলে রাখব।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়টিই পছন্দ করেছিলেন। (আহমাদ ১/২৪২) আল্লাহ তা’আলা তাঁর উপর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। ইহা নিম্নের আয়াতসমূহের অনুরূপ :

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا

ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামূদের নিকট উদ্বী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্ম করেছিল; আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৫৯)

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ  
لَوْلَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا. أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ  
لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا  
مَّسْحُورًا. أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ  
سَبِيلًا. تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا. بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن  
كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

তারা বলে : এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফিরা করে? তার কাছে কোন মালাক/ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার সাথে থাকত সতর্ককারী রূপে? তাকে ধন ভান্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা কেন একটি বাগান দেয়া হলনা যা হতে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে? সীমা লংঘনকারীরা আরও বলে : তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবেনা। কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু - উদ্যানসমূহ, যার নিম্নদেশে নদ-নদী প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭-১১)

حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا তাদের আবেদন ছিল, আরাব মরুভূমিতে যেন নদী-নালা প্রবাহিত হয় অথবা প্রস্রবণের ব্যবস্থা হয়ে যায় ইত্যাদি। এতো

স্পষ্ট কথা যে, ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ তা'আলার কাছে এগুলি কোনটিই কঠিন নয়। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। তিনি শুধু আদেশ করলেই হয়ে যায়। কিন্তু তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন যে, এসব নিদর্শন দেখেও ঐ কাফিরেরা ঈমান আনবেনা। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَهُمْ  
كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৬-৯৭) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَلَأِيكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ  
شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১১)

ঐ কাফিরেরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল : أَوْ تُسْقَطُ এটাও যদি না হয় তাহলেতো বলছ যে, কিয়ামাতের দিন আকাশ ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। তাহলে আজই আমাদের উপর ওর টুকরাগুলি নিক্ষেপ করা হোক! তারা নিজেরাও আল্লাহ তা'আলার কাছে এই প্রার্থনাই করেছিল :

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا  
مِّنَ السَّمَاءِ

হে আল্লাহ! এসব যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ কর। (সূরা আনফাল, ৮ : ৩২)

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৮-৭)

শু'আইবের (আঃ) কাওমও এই ইচ্ছাই পোষণ করেছিল, যার ফলে তাদের উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বিশ্ব-শান্তির দূত এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যেন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস হতে রক্ষা করেন, এই আকাংখায় যে, তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কেহ কেহ অংশীবিহীন আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর ইবাদাত করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর এ প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। তাই তিনি তাদের উপর আযাব নাযিল করেননি। পরে তাদের অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। এমনকি আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া, যে সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাওয়ার পথে তাকে অনেক কথা শুনিয়েছিল এবং ঈমান না আনার শপথ নিয়েছিল, সেও ইসলাম গ্রহণ করে নিজের জীবনকে ধন্য করে।

أَوْ يَكُونُ لَكَ يَبْتُ مِنْ زُخْرَفٍ অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে।  
 زُخْرَفٍ শব্দ দ্বারা স্বর্ণকে বুঝানো হয়েছে। এমনকি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরাআতে **ذهب من** রয়েছে।

أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ  
 কাফিরদের আরও আবেদন ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চোখের সামনে যেন সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে উঠে যান এবং সেখান থেকে কোন কিতাব নিয়ে আসেন যা প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা কিতাব হবে। ঘুম থেকে জাগার আগেই যেন ঐ দলীল-দস্তাবেজগুলো তাদের শিয়রে পৌঁছে যায়। তাদের এই কথার উত্তরে মহান আল্লাহ তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا  
 তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহর সামনে কারও কোন ওয়র-আপত্তি বা বাহানা খাটবেনা। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের মালিক নিজেই। তিনি যা চাবেন করবেন, যা চাবেননা তা করবেননা। তোমাদের চাওয়ার জিনিসগুলো প্রকাশ করা বা না করার অধিকার তাঁর। আমি তো শুধু আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, আমি

আমার কর্তব্য পালন করেছি। আল্লাহ তা‘আলার আহকাম আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। এখন তোমরা যা কিছু চেয়েছ সেগুলি আল্লাহর ক্ষমতার জিনিস। আমার সাধ্য নেই যে, এগুলি আমি তোমাদের নিকট আনয়ন করি।

৯৪। ‘আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?’ - তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ।

۹۴. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا

৯৫। বল : মালাইকা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তাহলে আমি আকাশ হতে মালাক/ফেরেশতাকেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম।

۹۵. قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا

### ‘রাসূল (সাঃ) মানব সন্তান’

### এ অজুহাতে মুশরিকদের ঈমান না আনার জবাব

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : অধিকাংশ লোক ঈমান আনা হতে এবং রাসূলদের আনুগত্য হতে এ কারণেই বিরত থাকছে যে, কোন মানুষ যে আল্লাহর রাসূল হতে পারেন এটা তাদের বোধগম্যই হয়না, এতে তারা অত্যন্ত বিস্মিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে। তাদেরকে পরিস্কারভাবে বলে দেয়া হয় :

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ

الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর

এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের রবের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يُّهْدُونَنَا

তা এ জন্য যে, তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসতো তখন তারা বলত : মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৬) ফির'আউন ও তার কাওম এ ধরনের কথাই বলেছিল :

أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِيدُونَ

আমরা আমাদের মতই দু'টি মানুষের উপর কি করে ঈমান আনতে পারি? বিশেষ করে ঐ অবস্থায় যে, তাদের কাওমের সমস্ত লোক আমাদেরই অধীনে রয়েছে? (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৪৭) এ কথাই অন্যান্য উম্মাতেরাও নিজ নিজ যামানার নাবীদেরকে বলেছিল :

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا بُسُلَتَيْنِ مُبِينَيْنِ

তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাটা প্রমাণ উপস্থিত কর। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১০) এ বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ নিজের স্নেহ, দয়া এবং মানুষের মধ্য হতেই রাসূল পাঠানোর কারণ বর্ণনা করেছেন এবং এর নিপুণতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন : মালাইকা যদি রিসালাতের কাজ চালাত তাহলে না তোমরা তাদের কাছে উঠা-বসা করতে পারতে, আর না ভালভাবে তাদের কথা বুঝতে পারতে। মানবীয় রাসূল তোমাদেরই শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে বলেই তোমরা তাদের সাথে মেলামেশা করতে পার, তাদের আচার-আচরণ দেখতে পার এবং তাদের সাথে মিলেমিশে নিজেদের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। আর তাদের আমল দেখে শিখে নিতে সক্ষম হও। যেমন আল্লাহ আরও বলেন :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬৪)

## لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল।  
(সূরা তাওবাহ, ৯ : ১২৮)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ  
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.  
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৫১) সব কিছুই ভাবার্থ হচ্ছে : ‘এটাতো আল্লাহ তা‘আলার এক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূল পাঠিয়েছেন। সে তোমাদেরকে (পাপ থেকে) পবিত্র করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা জানতেনা তা তোমাদেরকে শিখিয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের উচিত আমাকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করা, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমাদের উচিত আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অকৃতজ্ঞ না হওয়া।’ এখানে মহান আল্লাহ বলেন :

لَنُرِيَنَّاهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا  
রাসূল করে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু তোমরা নিজেরা মানুষ এই যুক্তিতেই মানুষের মধ্য হতেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি।

৯৬। বল : আমার ও তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি তাঁর দাসদেরকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।

۹۶. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا  
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ  
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন : হে নাবী! তুমি এই কাফিরদেরকে বলে দাও : আমার সত্যতার ব্যাপারে আমি অন্য কোন সাক্ষী খোঁজ করব কেন? আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আমি যদি তাঁর পবিত্র সত্তার উপর অপবাদ আরোপ করে থাকি তাহলে তিনি আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। যেমন কুরআনুল হাকীমে রয়েছে :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا

مِنْهُ الْوَتِينَ

সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ৪৪-৪৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّهُ كَانَ بِعَبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا আল্লাহর কাছে তাঁর কোন বান্দার অবস্থা গোপন নেই। কারা ইন'আম, ইহসান, হিদায়াত ও স্নেহ পাওয়ার যোগ্য এবং কারা পথভ্রষ্ট ও হতভাগ্য হওয়ার যোগ্য তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন।

৯৭। আল্লাহ যাদের পথ প্রদর্শন করেন তারাইতো সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেনা। কিয়ামাত দিবসে আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব।

৯৭. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ  
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ  
مِنْ دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ  
وَنُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ  
كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا



## ঈমান আনা, আর না আনা আল্লাহর ইখতিয়ারে

আল্লাহ তা‘আলা এখানে এই বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের সব ব্যবস্থাপনা শুধু তাঁর হাতেই রয়েছে। তাঁর কোন হুকুম টলেনা। তিনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা।

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ১৭)

## বিপদগামীদের প্রতি শান্তির বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ আমি কিয়ামাতের দিন তাদেরকে হাশরের মাইদানে মুখে ভর করে চলা অবস্থায় একত্রিত করব। আনাস ইবন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় : এটা কি করে হতে পারে যে, মুখে ভর করে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে? উত্তরে তিনি বলেন : ‘যিনি পায়ের ভরে চালাচ্ছেন তিনি মাথার ভরেও চালাতে পারবেন। (আহমাদ ৩/১৬৭, ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ৪/২১৬১) মুশরিকরা ঐ সময় অন্ধ, মূক, বধির হয়ে যাবে। সত্যের প্রতি তাদের অন্ধত্ব, দা‘ওয়াতে তাদের সাড়া না দেয়া এবং দা‘ওয়াত শুনতে না চাওয়ার কারণে তাদের বিভিন্ন অবস্থা হবে। পাপের পরিমাণ অনুযায়ী তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। দুনিয়ায় তারা ছিল সত্য হতে বধির, অন্ধ ও বোবা। তাই কঠিন প্রয়োজন ও অভাবের দিনে তারা সত্যি সত্যিই অন্ধ, বধির ও বোবা হয়ে যাবে।

مَّا وَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ

জাহান্নাম।’ প্রবল পরাক্রম আল্লাহ বলেন : زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا জাহান্নাম যখন স্তিমিত হবে তখন ওর অগ্নি তাদের জন্য প্রজ্জ্বলিত করে দেয়া হবে। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন :

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

অতঃপর তোমরা আশ্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমি শুধু তোমাদের যাতনাই বৃদ্ধি করতে থাকব। (সূরা নাবা, ৭৮ : ৩০)

<p>৯৮। এটাই তাদের প্রতিফল, কারণ তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল : আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত হব?</p>	<p>৭৮. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا</p>
<p>৯৯। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ! যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওগুলির অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান? তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাতে কোন সন্দেহ নেই; তথাপি সীমা লংঘনকারীরা প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর সবই অস্বীকার করে।</p>	<p>৭৯. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا</p>

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : অস্বীকারকারীদের যে অন্ধ, মূক ও বধির হওয়ার শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তারা ওরই যোগ্য ছিল। তারা আমার দলীল প্রমাণাদিকে মিথ্যা মনে করত এবং পরিস্কারভাবে বলত : وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا আমরা পচা অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব? এটাতো আমাদের জ্ঞানে আসেনা। তাদের এই প্রশ্নের জবাবে মহামহিমাম্বিত আল্লাহ একটি দলীল এই পেশ করেছেন যে, বিরাট আসমানকে বিনা নমুনায়ই প্রথমবার সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যাঁর প্রবল ক্ষমতা এই উচ্চ ও

প্রশস্ত এবং কঠিন মাথলুককে সৃষ্টি করতে অপারগ হয়নি, তিনি কি তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অপারগ হবেন? আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা তোমাদের সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক কঠিন ছিল। এগুলি সৃষ্টি করতে তিনি যখন ক্লান্ত ও অপারগ হননি, তিনি কি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে অপারগ হবেন? আসমান ও যমীনের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন?

لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ لِنَاسٍ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫৭)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ  
بِقَدْرِ عَلَى أَنْ تُحْيِيَ الْمَوْتَى

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবার সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৩)

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ  
بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۖ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৮১-৮২)

বস্তুর অস্তিত্বের জন্য তার হুকুমই যথেষ্ট। কিয়ামাতের দিন তিনি মানুষকে দ্বিতীয় বার অবশ্যই নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ! যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওগুলির অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান? তিনি তাদেরকে কাবর হতে বের করার ও পুনরুজ্জীবিত করার সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। ঐ সময় এগুলো সবই হয়ে যাবে।

## وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ

আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৪)  
এখানে কিছুটা বিলম্বের কারণ হচ্ছে শুধু ঐ সময়কে পূর্ণ করা। বড়ই আফসোসের বিষয় যে, এত স্পষ্ট ও প্রকাশমান দলীলের পরেও মানুষ কুফরী ও ভ্রান্তিকে পরিত্যাগ করেনা।

১০০। বল : যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবুও ‘ব্যয় হয়ে যাবে’ এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে, মানুষতো অতিশয় কৃপণ।

۱۰۰. قُلْ لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ  
خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا  
لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ  
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

### কোন কিছু ধরে রাখা হল মানব প্রকৃতির ধর্ম

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মানব প্রকৃতির অভ্যাস বর্ণনা করছেন যে, মানুষ যদি আল্লাহ তা‘আলার রাহমাত বা দয়ার ভান্ডারেরও অধিকারী হয়ে যেত, যা কখনও কিছুতেই কম হবার নয়, তবুও ‘খরচ হয়ে যাবে’ এই ভয়ে তারা তা ধরে রাখত। তাই আল্লাহ বলেন : وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا মানুষতো অতিশয় কৃপণ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মানুষ অতিশয় কৃপণতা করে এবং অর্থ সম্পদ ধরে রাখে। (তাবারী ১৭/৫৬৩) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

أَمْ هُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা। (সূরা নিসা, ৪ : ৫৩) এটাই হচ্ছে মানব প্রকৃতি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর পক্ষ থেকে যারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয় এবং উত্তম তাওফীক লাভ করে তারা এই বদ অভ্যাসকে ঘৃণা করে। তারা দানশীল হয় এবং অপরের কল্যাণ সাধন করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا.  
إِلَّا الْمَصْلِينَ

মানুষতো সৃষ্টি হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা হতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় অতি কৃপণ। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ১৯-২২) এ ধরনের আয়াত কুরআনুল কারীমে আরও বহু রয়েছে। এগুলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ফায়ল ও কারম এবং দান ও দয়ার পরিচয় মিলে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ রয়েছে, দিন রাতের খরচে তা হতে কিছুই কমে যায়না। আকাশ ও পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তিনি বন্টন করেই যাচ্ছেন, তথাপি তাঁর ডান হাতে যা রয়েছে তার কিছুই কমেনি। (ফাতহুল বারী ৪/২০২, মুসলিম ২/৬৯১)

১০১। তুমি বানী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখ, আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম; যখন সে তাদের নিকট এসেছিল তখন ফির'আউন তাকে বলেছিল : হে মূসা! আমিতো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।

۱۰۱. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ فَسْكَتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا

১০২। মূসা বলেছিল : তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্বই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। হে ফির'আউন! আমিতো দেখছি, তুমি ধ্বংস হয়ে গেছ।

۱۰۲. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

<p>১০৩। অতঃপর ফির'আউন তাদেরকে দেশ হতে উচ্ছেদ করার সংকল্প করল; তখন ফির'আউন ও তার সঙ্গীদের সকলকে আমি নিমজ্জিত করলাম।</p>	<p>১০৩. فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا</p>
<p>১০৪। এরপর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম : তোমরা এই দেশে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব।</p>	<p>১০৪. وَقُلْنَا مِّنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا</p>

### মূসার (আঃ) নয়টি মু'জিয়া

মূসা (আঃ) নয়টি মু'জিয়া লাভ করেছিলেন যেগুলি তাঁর নাবুওয়াতের সত্যতার স্পষ্ট দলীল ছিল। তিনি ফিরআউনের কাছে যে বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন তা ছিল আল্লাহর তরফ থেকেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নয়টি মু'জিয়া হচ্ছে : লাঠি, হাত (এর উজ্জ্বল্য), দুর্ভিক্ষ, সমুদ্র, তুফান, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত। (তাবারী ১৭/৫৬৪) এগুলি বিস্তারিত বিবরণযুক্ত আয়াত। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'বের (রহঃ) উক্তি এই যে, মু'জিয়াগুলি হল : হাত উজ্জ্বল হওয়া, লাঠি সাপ হওয়া এবং পাঁচটি মু'জিয়া যা সূরা আ'রাফে বর্ণিত আছে, আর সম্পদ কমে যাওয়া এবং পাথর। (তাবারী ১৭/৫৬৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শা'বী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, মু'জিয়াগুলি ছিল তাঁর হাত, তাঁর লাঠি, দুর্ভিক্ষ, শয্যাহ্রাস পাওয়া, তুফান, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত। (তাবারী ১৭/৫৬৬)

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাঙ্গিকতা ও অহংকারেই মেতে রইল, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৩৩) এই সমুদয় মু'জিয়া দেখা সত্ত্বেও ফির'আউন এবং তার লোকেরা অহংকার করে এবং তাদের পাপ কাজের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের অন্তরে বিশ্বাস জমে গেলেও তারা যুল্ম ও বাড়াবাড়ি করে কুফরী ও ইনকারের উপরই কায়ম থেকে যায়। ফির'আউন যেমন মূসার (আঃ) কাছে মু'জিয়া দেখতে চেয়েছিল এবং তার সামনে সেগুলি প্রকাশিতও হয়েছিল, তবুও ঈমান তার ভাগ্যে জুটেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তদ্রূপই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাওমও যদি মু'জিয়া আসার পরেও কাফিরই থেকে যায় তাহলে তাদেরকে আর অবকাশ দেয়া হবেনা এবং তারাও সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বয়ং ফির'আউন মু'জিয়াগুলি দেখার পর মূসাকে (আঃ) যাদুকর বলে নিজেকে তার থেকে সরিয়ে নেয়। **إِنِّي**

হে মূসা! আমি তো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।

বলা হয়েছে : সে মনে করেছিল যে, মূসা (আঃ) একজন বড় যাদুকর, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন যে, তাঁর নাবী কি? বিভিন্ন ইমামগণ মূসা (আঃ) থেকে যে নয়টি মু'জিয়ার কথা বলে থাকেন তার সারাংশ নিম্নের আয়াত থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।

**وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا هَٰبَتۡ رُءُوسَهَا جُنۡجُنًا وَّوَلَّىٰ مُدۡبِرًا وَّلَمَّ يُعۡقِبُ ۚ**  
**يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا تَخَافُ لَدَىٰ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ**  
**حُسْنًا بَعۡدَ سُوۡءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ وَأَدۡخِلْ يَدَكَ فِي جِبۡبِكَ تَخۡرُجَ بَيۡضَآءَ**  
**مِّنۢ غَیۡرِ سُوۡءٍ ۚ فِیۡ تِسۡعِ ٓءَايَٰتٍۭ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَقَوۡمِهِۦ ۚ إِنَّهُمۡ كَانُوا۟ فَٰسِقِينَ**

তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল তখন সে পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও তাকালনা। বলা হল : হে মূসা! ভীত হয়োনা, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায়না। তবে যারা যুল্ম করার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎ কাজ করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও; এটা বের হয়ে আসবে শুভ নির্দোষ হয়ে;

এটা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; তারাতো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (সূরা নামল, ২৭ : ১০-১২)

এই আয়াতগুলির মধ্যে লাঠি ও হাতের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। বাকীগুলির বর্ণনা সূরা আ'রাফে রয়েছে। এগুলি ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) আরও বহু মু'জিয়া দিয়েছিলেন। যেমন তাঁর লাঠির আঘাতে একটি পাথরের মধ্য হতে বারোটি প্রস্রবণ হওয়া, মেঘের ছায়া দান, মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। এসব নি'আমাত মিসর শহর ছেড়ে যাওয়ার পর বানী ইসরাঈলকে দেয়া হয়েছিল। এই মু'জিয়াগুলির বর্ণনা এখানে না দেয়ার কারণ এই যে, ফির'আউন ও তার লোকেরা এগুলো দেখেনি। এখানে শুধু ঐ মু'জিয়াগুলির কথা বলা হয়েছে যেগুলি ফির'আউন ও তার লোকেরা মিসরে বসেই দেখেছিল। তারপরও তারা অবিশ্বাস করেছিল। মূসা (আঃ) ফির'আউনকে বলেন :

هَلْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ  
ফেরাউন! তোমারতো ভালরূপেই জানা আছে যে, সব মু'জিয়া সত্য। এগুলির এক একটি আমার সত্যতার উপর উজ্জ্বল দলীল। وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا। আমার ধারণা হচ্ছে যে, তুমি ধ্বংস হতে চাচ্ছ। তোমার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক এটা তুমি কামনা করছ; তুমি পরাস্ত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।

মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, مَثْبُورُ শব্দের অর্থ হল ধ্বংস হওয়া। (তাবারী ১৭/৫৭১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে অভিশপ্ত হওয়া। (তাবারী ১৭/৫৭০)

### অভিশপ্ত ফির'আউন এবং তার অনুসারীদের ধ্বংস

فَارَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ ফির'আউন মূসাকে (আঃ) দেশান্তর করার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ বরং তাকেই দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করলেন। আর তার সমস্ত সঙ্গীকেও পানিতে নিমজ্জিত করেছিলেন। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে বলেছিলেন : এখন যমীন তোমাদেরই অধিকারভুক্ত হয়ে গেল। তোমরা এখন সুখে শান্তিতে বসবাস কর এবং পানাহার করতে থাক।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও একটি বিরাট সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাঁর হাতেই মাক্কা বিজিত হবে। অথচ যখন এই



সূরাটি মাঝায় অবতীর্ণ হয়েছিল তখনও তিনি মাদীনায় হিজরাতই করেননি। বাস্তব হয়েছিলও এটাই যে, মাঝাবাসীরা তাঁকে মাঝা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করে। যেমন কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান হতে বহিস্কার করার জন্য। তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকত। আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৭৬-৭৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জয়যুক্ত করেন এবং মাঝার অধিকারী বানিয়ে দেন। আর বিজয়ীর বেশে তিনি মাঝায় আগমন করেন এবং এখানে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর ধৈর্য ও করুণা প্রদর্শন করে স্বীয় প্রাণের শত্রুদেরকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের ন্যায় দুর্বল জাতিকে যমীনের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং তাদেরকে ফির'আউনের ন্যায় কঠোর ও অহংকারী বাদশাহর ধন-সম্পদ, ফল-ফসল, জমি-জমা এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক করে দেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

كَذَلِكَ وَأَوْزَيْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ৫৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

ফির'আউনের ধ্বংসের পর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম : এখন তোমরা এখানে বসবাস কর। কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতির দিন তোমরা ও তোমাদের শত্রুরা সবাই আমার সামনে হাযির হবে। আমি তোমাদের সবাইকেই আমার কাছে একত্রিত করব।

<p>১০৫। আমি সত্যি সত্যিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্যসহই অবতীর্ণ করেছি; আমি তো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।</p>	<p>۱۰۵. وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا</p>
<p>১০৬। আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে; এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি।</p>	<p>۱۰۶. وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ ۖ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا</p>

### পর্যায়ক্রমে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : কুরআন সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ সত্যই বটে।

لَٰكِنَ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَٱلْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ

কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন; এবং সাক্ষ্য দানে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিসা, ৪ : ১৬৬) এতে ঐ জিনিসই রয়েছে যা তিনি নিজের জ্ঞানে অবতীর্ণ করেছেন। এর সমস্ত হুকুম-আহকাম এবং নিষেধাজ্ঞা তাঁর পক্ষ হতেই হয়েছে। সত্যের অধিকারী যিনি তিনিই সত্যসহ এটি অবতীর্ণ করেছেন এবং সত্যসহই তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। না পথে কোন বাতিল এতে মিশ্রিত হয়েছে, না বাতিলের ক্ষমতা আছে যে, এর সাথে মিশ্রিত হতে পারে। এসব হতে এই কুরআন সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত। এটি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতেও পাক ও পবিত্র। পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বস্ত মালাকের মাধ্যমে এটি অবতীর্ণ হয়েছে, যে মালাক আকাশে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও নেতা।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا আমি তো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। হে নাবী! তোমার কাজ হল মু‘মিনদেরকে

সুসংবাদ দেয়া ও কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। **وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ** এই কুরআনকে আমি লাউহে মাহফুয হতে ‘বাইতুল ইয্যাহ’ এর উপর অবতীর্ণ করেছি, যা প্রথম আকাশে রয়েছে। সেখান থেকে অল্প অল্প করে ঘটনা অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে তেইশ বছরে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৭/৫৭৪) এও বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **‘ফাররাকনাহ’ (فَرَقْنَاهُ)** পাঠ করতেন যার অর্থ হচ্ছে এক একটি করে আয়াত তাফসীর ও বিশ্লেষণসহ অবতীর্ণ হয়েছে যাতে তুমি লোকদের কাছে সহজেই পৌঁছে দিতে পার এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে শুনিয়ে দিতে সক্ষম হও। (তাবারী ১৭/৫৭৩) **وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا** আমি এগুলি অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি।

১০৭। তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটি পাঠ করা হয় তখনই তারা সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ে -

১০৭. قُلْ ءَامِنُوا بِهِٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا

১০৮। এবং বলে : আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে।

১০৮. وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا ۚ إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا

১০৯। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। (সাজদাহ)

১০৯. وَخَرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

## যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা কুরআনকে স্বীকার করে

মহান আল্লাহ বলেন : (হে কাফিরের দল!) তোমাদের ঈমান আনার উপর কুরআনের সত্যতা নির্ভরশীল নয়। তোমরা একে মান কিংবা না মান, এতে কিছু যায় আসেনা। কুরআন যে আল্লাহর কালাম এবং সত্য গ্রন্থ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সদা সর্বদা প্রাচীন ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এর বর্ণনা চলে আসছে।

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا  
যে সমস্ত আহলে কিতাব সৎ ও আল্লাহর কিতাবের উপর আমলকারী এবং যারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেননি তারাতো এই কুরআন শোনামাত্রই আবেগ উদ্বেলিত হয়ে সাজদায়ে শোক্র আদায় করেন এবং বলেন :

سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا  
হে আল্লাহ! আপনার শোক্র যে আপনি আমাদের বর্তমানেই এই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন এবং এই কালাম অবতীর্ণ করেছেন।’ আর তারা আল্লাহর পূর্ণ ও ব্যাপক শক্তির কারণে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা প্রকাশ করে থাকেন। তারা জানতেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, মিথ্যা নয়। আজ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ হতে দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান এবং তাদের রবের তাসবীহ পাঠে রত থাকেন, আর তাঁর প্রতিশ্রুতির সত্যতা স্বীকার করে নেন। وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُ

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে তাদের রবের সামনে সাজদায়ে লুটিয়ে পড়েন।

وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হবার শক্তি দান করেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৭)

আল্লাহর কালাম এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে তাদের ঈমান, ইসলাম, হিদায়াত, তাকওয়া, এবং ভয়-ভীতি আরও বৃদ্ধি পায়। এই সংযোগ সিফাত বা বিশেষণের উপর বিশেষণের সংযোগ ‘যাত’ বা সন্তার উপর সন্তার সংযোগ নয়।

১১০। বল : তোমরা ‘আল্লাহ’ নামে আহ্বান কর অথবা ‘রাহমান’ নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর তাঁর সব নামইতো সুন্দর! তোমরা সালাতে তোমাদের স্বর উচু করনা এবং অতিশয় স্তম্ভিত করনা; এই দুই এর মধ্য পছন্দ অবলম্বন কর।

۱۱۰. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

১১১। বল : প্রশংসা আল্লাহরই যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নেই এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হননা যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে; সুতরাং স্বসম্মুখে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

۱۱۱. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا ۖ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا

### আল্লাহরই জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ

কাফিরেরা আল্লাহ তা‘আলার করুণার বিশেষণে অস্বীকারকারী ছিল। তাঁর একটি গুণবাচক নাম যে রাহমান তা তারা মানতনা বা বুঝতনা। তখন আল্লাহ তা‘আলা নিজের জন্য এটা সাব্যস্ত করছেন এবং বলছেন : ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ এটা নয় যে, তাঁর নাম শুধু আল্লাহই হবে এবং শুধু রাহমানই হবে, অন্য কিছু হবেনা। বরং এ ছাড়াও তাঁর আরও বহু উত্তম ও সুন্দর নাম রয়েছে, যে পবিত্র নামের মাধ্যমেই ইচ্ছা তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। সূরা হাশরের শেষেও তিনি তাঁর অনেক নাম বর্ণনা করেছেন।

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَنُ  
 الرَّحِيمُ ۚ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ  
 الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ  
 هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের  
 পরিজ্ঞাত; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন  
 মা'বুদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা  
 বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব  
 মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনিই  
 আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও  
 পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি  
 পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর, ৫৯ : ২২-২৪)

মাকহুল (রহঃ) বলেন, এক মুশরিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া  
 সাল্লামকে সাজদাহ অবস্থায় 'يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ' বলতে শুনে বলে ওঠে : 'এই  
 একাত্মবাদীকে দেখ, দুই খোদাকে ডাকছে!' ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।  
 ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্ন জারীরও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।  
 (তাবারী ১৭/৫৮০)

## না উচ্চৈঃস্বরে, আর না নিচু স্বরে কুরআন পাঠ করতে বলা হয়েছে

ও لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا : এরপর মহান আল্লাহ বলেন :  
 সালাতে স্বর খুব উচুও করনা এবং খুব ক্ষীণও করনা। ইমাম আহমাদ (রহঃ)  
 বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময়  
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় গোপনে প্রচার কাজ চালিয়ে  
 যাচ্ছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : যখন তিনি সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে

সালাত আদায় করতেন এবং তাতে উচ্চ শব্দে কিরাআত পাঠ করতেন তখন মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে, আল্লাহকে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিত। তাই উচ্চ স্বরে কিরাআত পাঠ করতে নিষেধ করলেন। এরপর আল্লাহ বলেন :

وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا এত ক্ষীণ স্বরেও পাঠ করনা যে তোমার সাথীরাও তা শুনতে পায়না, বরং এ দুইয়ের মধ্যপস্থা অবলম্বন কর। (আহমাদ ১/২৩, ফাতহুল বারী ৮/২৫৭, মুসলিম ১/৩২৯) যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আরও যোগ করেন যে, অতঃপর যখন তিনি হিজরাত করে মাদীনায়ে এলেন, তখন এই বিপদ কেটে যায়। তখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই কিরাআত পাঠ করতেন। (তাবারী ১৭/৫৮৪)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : যেখানে আস্তে আস্তে কুরআন পাঠ করা হত সেখান থেকে মুশরিকরা চলে যেত। কেহ কুরআন তিলাওয়াত শোনার ইচ্ছা করলে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনত যেন তাকে কেহ দেখতে না পায়। যদি সে বুঝতে পারত যে, কেহ তার তিলাওয়াত শোনা দেখতে পাচ্ছে তাহলে সে ওখান থেকে সরে যেত যাতে সে তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। এখন খুব জোরে পাঠ করলে মুশরিকদের গালির ভয় এবং খুবই আস্তে পাঠ করলে যারা লুকিয়ে শুনতে চায় তারা বঞ্চিত থেকে যায়। তাই মধ্যপস্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়। মোট কথা সালাতের কিরাআতের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যাতে যারা তিলাওয়াত শুনতে চায় তারা শুনতে পেয়ে লাভবান হতে পারে।

### তাওহীদের আহ্বান

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا : এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : তোমরা এমনভাবে আল্লাহর প্রশংসা কর যাতে তাঁর সমস্ত গুণ ও পবিত্রতা বিদ্যমান থাকে। এভাবেই তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করতে হবে যেন তাঁর সমস্ত নাম উত্তম ও সুন্দর, তিনি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত, তাঁর সন্তান নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি এক ও একক। তিনি অভাবমুক্ত, তাঁর মাতা-পিতা নেই ও সন্তানও নেই, তাঁর সমকক্ষও কেহ নেই। তিনি এমন তুচ্ছ নন যে, তিনি কারও সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাঁর কোন পরামর্শদাতারও প্রয়োজন নেই। বরং সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক একমাত্র তিনিই। তিনি সবারই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তিনিই সবার

ব্যবস্থাপক। তিনি সৃষ্টজীবের উপর যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি এক ও অংশীবিহীন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তিনি কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেননা এবং তিনি কারও সাহায্যেরও আকাংখী নন। (তাবারী ১৭/৫৯০)

وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا তোমরা সব সময় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, পবিত্রতা ও বুয়র্গী বর্ণনা করতে থাক। আর মুশরিকরা তাঁর উপর যে অপবাদ দেয় তা থেকে তিনি যে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র তা তোমরা ঘোষণা করে দাও। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরাতো বলত যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। আর মুশরিকরা বলত :

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكٌ.

‘হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে হাযির আছি, আপনার কোন অংশীদার নেই, শুধু যে একজন অংশী রয়েছে তারও মালিক আপনিই। সে যা কিছু মালিক তারও মালিক আপনিই।’ সাবী’ মাজুসীরা বলত : ‘যদি আল্লাহর অলীরা না থাকত তাহলে তিনি একাই সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে পারতেননা

(নাউযুবিল্লাহ)।’ ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلِّ

وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا (বল : প্রশংসা আল্লাহরই যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নেই এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হননা যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্মত তঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর) (তাবারী ১৭/৫৯০)

সূরা ইসরা -এর তাফসীর সমাপ্ত।